

মুক্তানতাবলীগুহ ।

অথবা

কলিকপুরাণান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণানন্দ বোদ্ধারিত

ছাদিশধ্যায়ঃ হইতে সংগৃহীত ।

ব্যক্ত্য বেদব্যাস গোহামী জ্যোতি গৌরমুখাদি যুনিগণ

শ্রীযুক্ত শিশুরাম দাসানু মত্যানুসারে

শ্রীহর্গপ্রসাদ শর্মাণ কর্তৃক

পয়ারাদি নানাবিধ ছন্দে

বিস্তৃতি

প্রকাশক

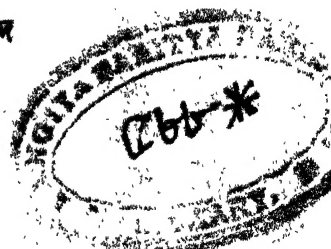
শ্রীবিপ্লব লাহা

কলিকাতা

চিৎপুর রোড ষটভঙ্গা ১১৪ নম্বর কলকাতা ।

সন ১২৮৪ সাল ।

তার ১১ অগ্রহায়ণ ।



লেখক

নির্ঘণ্ট

পত্রিকা।

অথ যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে নন্দনী খাওয়ান	১
অথ ব্রজবালকগণ গোষ্ঠে যাইতে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকেন	২
অথ শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে যাইতে যশোদার কাছে কুমুদিত চান	৩
অথ যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠে যাইতে বারণ করেন	৪
অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীদামের কাতরোক্তি	৫
অথ নন্দরানী শ্রীকৃষ্ণকে সাজান	৬
অথ শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন	৭
অথ মুক্তার কারণ সুবালব শ্রীমতীর নিকটে গমন	৮
অথ শ্রীকৃষ্ণ যশোদার নিকটে মুক্তা আনিতে যান	৯
অথ শ্রীকৃষ্ণ মুক্তা বৃক্ষ স্মরণ কর তৎকাল দ্বারা	১০
গোড়ুবণ করেন	১১
অথ শ্রীকৃষ্ণ নিজালয়ে গমন	১২
অথ যশোদা মুক্তা দর্শনে বিষম হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরীরে	১৩
ব্রজাশু দেখেন	১৪
অথ ছুতো শ্রীদামার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ দেন	১৫
অথ ললিতা শ্রীমতীকে ভৎসনা করেন	১৬
অথ সখীগণের সঙ্গ	১৭
অথ মুক্তাবন বৃক্ষণে শ্রীদামাদির নিযুক্ত	১৮
অথ সখীগণের মুক্তাবনে গমন ও শ্রীদামের দর্শন	১৯
অথ শ্রীকৃষ্ণ মিলনাশে গোপীগণের উপর চেষ্টা	২০
অথ কৃষ্ণের সন্মোহন রূপ ধারণ	২১
অথ রাধার গোষ্ঠে গমন	২২
অথ রাধিকার কৃষ্ণ বিবাহ	২৩
অথ রাধার মেহ	২৪
অথ রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের শ্রব	২৫
অথ শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রতি দর্শন	২৬
অথ রাধার সখীগণ সতি কুঞ্জনে গমন	২৭

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ	ପୃଷ୍ଠାଙ୍କ ।
ଅଥ ନବନାରୀର କୁଞ୍ଜର ବ୍ରତ ଧାରଣ	୨୫
ଅଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର କୁଞ୍ଜବନେ ଗମନ	୨୬
ଅଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଶ୍ରୀମତୀର କୁଞ୍ଜେ ବିରହାବସ୍ଥା	୨୭
ଅଥ କୃଷ୍ଣର ନବନାରୀ କୁଞ୍ଜର ଦର୍ଶନ	୨୮
ଅଥ ରାଧାକୃଷ୍ଣର ନିକୁଞ୍ଜରେ ବିଳାସ	୩୦
ଅଥ କଳଙ୍କ ଡଞ୍ଜନାରତ୍ନ	୩୨
ଅଥ କୃଷ୍ଣର ଯୁଦ୍ଧା	୩୩
ଅଥ ସଂଶୋଦାର ଗୋଦାନ	୩୪
ଅଥ ନନ୍ଦର ଆକ୍ଷେପ	୩୫
ଅଥ ଶ୍ରୀନାମାଦିର କାତରୁକ୍ତି	୩୬
ଅଥ ବଳରାମର ଆକ୍ଷେପ	୩୭
ଅଥ ବୈଦେହର ଆଗମନ	୩୮
ଅଥ ବୈଦେହର ଗଣନା	୩୯
ଅଥ ଉଗନନ୍ଦ କର୍ତ୍ତୃକ ନାରୀଗଣେର ଆହ୍ୱାନ ଓ ନାରୀଗଣେର ପରମ୍ପରା ଛନ୍ଦ କରଣ	୪୦
ଅଥ ରୋହିଣୀ କର୍ତ୍ତୃକ ନାରୀଗଣେର ଛନ୍ଦ ନିବାରଣ	୪୧
ଅଥ ଜଟିଳାର ନିକଟେ ସଂଶୋଦାର ଗମନ	୪୨
ଅଥ ଜଟିଳା କୁଟିଳାଙ୍କ କଥୋପକଥନ	୪୩
ଅଥ ବୈଦେହର କେଶ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ	୪୪
ଅଥ ଜଟିଳାର କେଶ ସେତୁ ପାର ହେବ	୪୫
ଅଥ କୁଟିଳାର କେଶ ସେତୁ ପାର ହେବ	୪୬
ଅଥ ସଂଶୋଦାଙ୍କେ ଜଳ ଆନିତେ ବୈଦେହର ନିଷେଧ	୪୭
ଅଥ ବୈଦେହର ଗଣନା	୪୮
ଅଥ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କେ ସଂଶୋଦାରୀର ବିନୟ	୪୯
ଅଥ ଶ୍ରୀମତୀର ସେତୁ ପରୀକ୍ଷା ଶ୍ରୀକାର ଓ ସୁଧାମାୟ ଗମନୋଦ୍ୟୋଗ	୫୦
ଅଥ ଶ୍ରୀମତୀର ସୁଧାମାୟ ଗମନ	୫୧
ଅଥ ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣର ଶ୍ରୀତି କରେନ	୫୨

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক ।
অথ শ্রীমতী কৃষ্ণের হারা রূপ দর্শন	৬৯
নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক
অথ শ্রীমতীর সেতু পার হওন	৬০
অথ শ্রীকৃষ্ণের চিত্রন	৬১
অথ যশোদার কোলেতে বসিয়া রাধাকৃষ্ণের নবনী	
ভোজন	৬২
অথ বৈদ্যের বিদ্যার	৬৩
কলক ভঞ্জনান্তে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমতীর কুঞ্জে গমন	৬৫
সাক্ষাযোগ কথন	৬৬
সদাগর সঙ্কর এসক	৬৭
দ্বিজ পুত্রের চণ্ডালিনী সহ বিবাহ	৭০
নাড়িজন্মোবকোপাখ্যান	৭১
দ্বিজ পুত্রের বন্ধরাজার সহিত সাক্ষাৎ	৭৪
গৌরমুখ যুনির প্রস্থ	৮১
গোলক ধামের বিবরণ	৬৬
গোলকনাথের রূপ বর্ণন	৮৩
গোলকনাথের বিহার	৮৫
বিরাজার কুঞ্জে অীরাদার গমনোদ্যোগ	৮৬
অথ অীরাদার রথ বর্ণন	৬৬
অীরাদিকার বিরাজার ভবনে গমন ও বিরাজার	
নদাক্রপা হওন	৮৭
শ্রীমতীর বিরাজার গৃহ হইতে নিজালয়ে গমন	৮৯
রাধিকার নিকটে গেলোকনাথের গমন ও	
রাধিকার মান	৯০
অথ আমতার সেবাদিকারী গোপীদ্বিগের রূপ বর্ণন	৯১
অীরাদার পুণে প্রবেশিতে কৃষ্ণকে বারণ ও কৃষ্ণের	
হৃদাঙুরে গমন	৯২
কৃষ্ণের গুণানন্তর গমনে অীদামের কোথ ও অীদামের	
প্রাণ অাঙাপ	৯৪

নির্ঘণ্ট

অধ্যায়ঃ ।

শ্রীমতীর প্রতি শ্রীমদেবের আশীর্বাদ

১৬

শ্রীমদেবের শরণে কীৰ্ত্তা হইয়া শ্রীমতীর কৃষ্ণের নিকটে

গমন ও রাধা কৃষ্ণের অবতার

২৭

বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহার ও মন্দ শ্রীকৃষ্ণকে কোলে

লইয়া ভাণ্ডির বনে গোচারণ করেন

৩০

ভাণ্ডিরবনে শ্রীমতীর আগমন

৩১

শ্রীমতী কৃষ্ণকে লইয়া গমন ও রাগমত দর্শন

১০০

শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের নবধৌবল্য রূপ দর্শন করেন

১০১

শ্রীমতীর সহিত কৃষ্ণের কথোপকথন

৩২

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতে লকার আগমন

১০২

রাধাকৃষ্ণের বিবাহ

১০৩

বিবাহান্তে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহার

১০৪

বিহারান্তে শ্রীকৃষ্ণের বালক রূপ ধারণ ও শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে

কোলে লইয়া যজ্ঞোদয়ার নিকটে যেন

১০৫

বৃন্দাবনের বিদগ্ধ ও শ্রীমতীর মান

১০৬

শ্রীমতীর মান ভঞ্জে কৃষ্ণের চেষ্টা

৩৩

কৃষ্ণ হলে রাধার মান ভঞ্জন করেন

১০৭

মানভঞ্জনান্তে বৃন্দা রাধাকে বৃন্দাবন

১০৮

রাধা কৃষ্ণের বৃন্দাবনে গমন

১০৯

শ্রীমদেব মুখ মুনির পুত্রঃ প্রভু

৩৪

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন রূপ বর্ণন

১১০

শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়

১১১

সুচীপত্র সমাপ্তঃ ।

মুক্তালাভাবলী

अथ यशोदा। श्रीकृष्णके नवमो बाणान ।

ধূরা। অন্ন অন্ন শ্রীনন্দ নন্দন যশোদা জীবন ধন,
গোকুল উজ্জলকারি গোপীকা মনোরঞ্জন ॥

পয়ার। সুনিগণ প্রতি ব্যাসদেব সুনি কন। ছাপরেতে
প্রভু যবে শ্রীনন্দনন্দন ॥ এক দিন প্রভাতে উঠিয়া নন্দরাণী
কোলে লয়ে নীলমণি করিছে নিহনি ॥ চাঁদমুখে ননী দেন
আঁদর করিয়া। যত দেন তত খান নাচিয়া ॥ দেমা দেমা
আঁর দেমা মুখে এই বোল। ভাবদেখে নন্দরাণী ভাবে উত্ত
রোল ॥ ক্ষীর সর নবনী ঘে লইয়ে বহুতর। গোপালের মুখে
দেন আনন্দ অন্তর ॥ স্বর্গে থাকি দেবগণ বলে ধন্ত ধন্ত।
জন্ম জন্মান্তরে কত যশোদার পুণ্য ॥ বিধি ভব আদি যারে
ধ্যানে নাহি পায়। হেন প্রভু যশোদার আঁজনে খেলায় ॥
এইরূপে খেলিছেন জননী সদন। হেনকালে তথায় আইলা
গোপীগণ ॥ ললিতা বিনখা বৃন্দা চিত্রা ত্রিলোচনা। চম্পক
ললিতা চন্দ্রাবলী চন্দ্রাননা ॥ রক্তদেবী সুরদেবী সুন্দরী সুর-
দ্বিনী। প্রধানা শ্রীমতী সতী শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী ॥ আর যত
গোপীগণ নাম কব কত। তবে কৃষ্ণপরায়ণী কৃষ্ণভাবে রত ॥
আঁর সর নবনী লইয়ে জনৈজন। দেখিতে আইল তবে প্রভুর
নাচন ॥ গোপালে ঘোরিল আঁগি যত গোপীগণ। হইল
আশ্চর্য্য শোভা কি কব কখন ॥ সকলে নবনী দেয় শ্রীকৃষ্ণের
করে। ছুই হাত পাতিলেক আনন্দঅন্তরে ॥ হাসি হাসি মুখ
মেলি ছুই হাতে খান। আর দে বলিয়া হরি বাঁরে বাঁরে চান
যশোদা বলেন ভরে শুন বাপধন। গোপীরা আইল তোর
দেখিতে নাচন। সখীগণ মাঝে হরি নাচ একবার ॥ যত
ননী খেতে পার দিব অনিবার ॥ যারের বচনে কৃষ্ণ হয়ে

হরষিত। নৃত্য আরম্ভিল। তবে জননী বিদিত ॥ চারিদিকে
সখীগণে দেয় করতালি। কত ভঙ্গিমাতে নাচে প্রভুবনমাণী
কটিতে কিঙ্কণী বাজে চরণে সুপূর। গোপীগণ করতালী
দেয় সুমধুর। সুধুর কঙ্কণধ্বনি সহ পড়ে তাল। আনন্দে হইল
ভোর নাচয়ে গোপাল ॥ আকাশে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ
আরম্ভ করিল তথা চুস্তি বাজন ॥ একবারে বাত্মধ্বনি উঠিল
নগণে। হেথা প্রভু নাচিছেন নন্দের ভবনে ॥ শ্রীহর্গা প্রসাদ
বলে হরি পদতলে। এই বেশে নাচ মম হৃদয় কমলে ॥

অথ ব্রজবালকগণ গোষ্ঠে যাইতে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকেন।

দীপ-ত্রিপদী। এইরূপে নন্দালয়, নাচেন আনন্দময়,
ব্রজবালক পুরাইতে ভাব। যশোদা রোহিণী তার, আছেন
পুলক কার, হনকালে দেখ আর ভাব ॥ হইল গোষ্ঠের বেল
যতক রাখাল মেলি, বলরাম শিক্ষায় দিল সান। বাজিল
বলার বেণু, বেরবে জীবন কানু, শুনি রাণীর কাঁপিল পবাণ
শ্রীদাম সুদাম দাম, সুবলাদি বসুদাম, একত্র হইয়া সখীগণ
চুড়া বাজি খড়া পরি, হাতেতে পাচন করি; বাহির হইল সর্ব
জন। বৎসগণ লয়ে সঙ্গে সকলে পরম রঙ্গে, উপনীত নন্দের
ভবন। সাজিয়ে গোষ্ঠের সাজ, বেরবে রাখালরাজ, ধামে আসি
দিল। দরশন ॥ শ্রীকৃষ্ণ মায়ে কছে, স্বচ্ছন্দে আনন্দে আছে
দেখি তাহা ক্রবিল রাখাল। জীবৎ ইন্দ্ৰিত ছলে, শ্রীহর্গা প্রসাদ
বলে, দয়াদার প্রভু নন্দনাল ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে যাইতে যশোদার কাছে অনুমতি চান।

পয়ার। শ্রীদাম কহিছে ওরে শুনরে কানাই। গোষ্ঠে
যাইবার বুঝি বেলা হয় নাই। মায়ে নিকটে আছ আদরে
কিয়। কতক হইল বেলা না দেখ চাহিয়া। এই ব্রজবাল
কের সবারি মা আছে। কে থাকে তোমার মত সদা মার
কাছে ॥ চিরকাল আমাদের কিনে রাখ নাই। নিত্য নিত্য
ডাকিলে আসিও তোরে ভাই ॥ কিসের লাগিয়া কর এত
ঠাকুরাল। নিত্য কে রাখিবে তোর খেচুপাল ॥ রাজ পুত্র

বাগিয়া গরব কর কত । কে হেন নকর আছে কে সহিবে এত
এইরূপে রাখালেরা কহিছে কুসি ॥ উত্তর করেন হরি ঈশ
হাসিয়া ॥ মধুরবচনে কন শুন সখাগণ । কি লাগিয়া হইয়াছি
এত উচাটন ॥ তোমাসবাকার সঙ্গে যাব গোচারণে । ইহার
অন্তথা কিছু না ভাবিহ মনে ॥ মায়ের ছলান আমি মায়ের
জীবন । না পারি যাইতে বিনে মায়ের রচন ॥ আমারে জা
নিবেতাই মাতৃআজ্ঞাকারী মায়ের আরাতিবিনে যাইতে না
পারি ॥ কিঞ্চিৎবিলম্ব কর চাহিয়া আমায় । মায়েরকাছেতে
আগে হইব বিদায় ॥ এইরূপে সখা সহ কথোপকথন । শুনিয়া
বাকুল টেল যশোদার মন ॥

অথ যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠে
যাইতে নিষেধ করেন ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী । শূনি বালকের বাণী, ব্যাকুল হইয়া রাণী,
কোলে তুলি লইল তনয় । চাঁদমুখে চুম্ব দিয়া, মুখ ঘর্ষ মুছা
ইয়া, কাড়িল অঙ্গের ধূলচয় । আটিয়াধরিল কোলে, ক্রক্ষেপে
চাহিয়া বলে, আজি যেতে নাহি দিব বনে । পুনঃ শ্রীদামের
চেয়ে, বলে রাণী ব্যগ্র হয়ে, মুহু মুহু মধুর বচনে । বাপ সব
শুন ওরে, আজিকার মত ঘরে, রাখি যাও মোর নীলমণি ।
এই যে নীলব্রতন, সবে ঘরে এই ধন, প্রাণধন নয়নের মণি ॥
অবলা অঙ্গের নতি, দরিত্রের ধন কতি, হাপুতির পুত নন্দ-
লাল । কত জন্ম জন্ম ধরি, হরগৌরী পূজা করি, পেয়েছিরে
এ হেন ছলান ॥ পাঠিয়ে নয়ন তারি, একেবারে হয়ে সারা,
কেমনে রহিব এই ঘরে । জনমীর মাথা খাও, আজিকার মত
যাও, নীলমণি ভিক্ষা দিয়া মোরে ॥ দেখিয়া মায়ের স্নেহ,
ক্রক্ষেপে কাড়িল মোহ, সখাগণে কহেন তখন । মায়েরে কা-
ন্দিয়ে ভাই, যাইতে নাহিক চাই, আজি তোমা সবে যাও বন
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ কর, দেখিব হে দয়াময়, ভকতবৎসল ধর নাম
শিশু সবে তোমা ধরেন, নাহি জানে অন্যজনে, ছাড়িতে না
রিবে প্রভু স্যাম ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীদামের কাতরোক্তি ।

পর্যায় । শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে নিষ্ঠুর বচন । বিষম হইল
মনে যত সখাগণ ॥ আঁখি হল হল করে নাহি সবে বাণী ।
যতেক রাখাল হৈল আকুল পরাণী ॥ আমি সবা কারে কৃষ্ণ
বুঝি তেয়াগিল । না জানি অদৃষ্টে আজি কি দশা ঘটিল ॥
ক্রোধ করিয়াছে বুঝি তৎসনা বচনে । আর গোষ্ঠে নাহি যাবে
আমাদের সনে ॥ এত ভাবি যতশিশু অস্থির হইয়া । কহিতে
লাগিল তবে রাণী সম্ভাষিয়া ॥ শ্রীদাম কহিছে মাগো করি
নিবেদন । সবা কারপ্রিয় হয় তোমার নন্দন ॥ যেমন দেখগো
ভূমি কৃষ্ণ প্রাণধন । তেমন জানিবে কৃষ্ণ সবারি জীবন ॥
বিশেষত রাখালের আর কেহনাই । কৃষ্ণের কারণে বনে সবে
রক্ষা পাই ॥ শুনগো জননী তোর গোপালের গুণ । বেণু রবে
ধেয়ু কিরে নাহি যায় বন ॥ সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লু কাঁদি জন্তু কত
বনে । বৎস শিশু দেখি আইসে হিংসিবার মনে । শুনিলি বা
জর বেণু হিংসা যায় দূরে । পুলকিত হয়ে তারা সবে যায়
কিরে ॥ অত্যন্ত তপন তাপে যদি তনু দয় । বেণুর নিনাদে
মেঘ হয়গো উদয় ॥ তপনে ঢাকিয়া বিনু বরিষয়ে জল । সে
জলে সবার অঙ্গ হয়গোশীতল । আব কত গুণ মাগো কহিতে
কি পারি । কানুর গুণেতে মোরা বিপদে ভেঁতরি ॥ ওবে কৃষ্ণ
ভূমি যদি নাই যাবে বনে । ক্ষুধানলে অন্নদিয়ে কে বাঁচাবে
প্রাণে ॥ পিপাসা হইলে জল দিব কোন জনা ছুঃখপেলে কে
কহিবে মধুর বচন ॥ রাখালের দ্বন্দ কেবা মুচাবে কানাই ।
সঙ্কটে পড়িলে বল কে রাখিবে ভাই ॥ কে বাঁচাবে বিষপানে
করিয়া যতন । কে করিবে ঘোরবনে দাবাঘ্নি রক্ষণ ॥ বকের
উদরে কেবা করিবে উদ্ধার । বিপদ সাগর হৈতে কে করিবে
পার ॥ ওরে কানু তোরে ছাড়ি কে যাইবে বন । রাখালের
প্রাণধন ভূমি সে জীবন । তবে যে বলেছি ছুট তৎসনা বচন
ক্রোধ করিয়াছ বুঝি ভূমি সে কারণ ॥ ভূমি বিনে আমাদের
কেবা আছে আন । সেই হেতু ভাই তোরে করি অভিমান ।
আগেতে আদির দিয়া বাড়িয়েছ মান । এখন তাহাতে কেন
কর অপমান ॥ রাখালিয়া স্বভাবে বলেছি ছুট কথা । তাহাতে

কনয়ে বুদ্ধি ভাবিয়াছ বাধা ॥ তুমি যদি আঁখি কৃষ্ণ নাহি
যাবে বন । এখনি তোমার কাছে ভাজিব জীবন ॥ এত বলি
আঁখি জলে ক্রীদাম ভাসিল । হেট মাথা করি তথা দণ্ডায়ে
রহিল ॥ দেখি ক্রীদামের ভাব ভাবেন শ্রীহরি । দুইপক্ষে ঠেকি
লাম উপায় কি করি ॥ দীক্ষা মায়ের মেহ কেননে কাটিব ।
কেমনে বা রাখালের বাক্স পুরাইব ॥ দুইদিক রক্ষা করা হৈল
ঘোর দার । এত ভাবি কৃষ্ণচন্দ্র হেটমাথে রয় ॥ কিঞ্চিৎ ভা-
বিয়া হরি মাথা বিস্তারিল । বালকের ভাবে যশোদারে ছুলা
ইল ॥ রাখালের রোদনে রাণীর হৈল দয়া । ক্রীদামে কহেন
তবে আশ্বাস করিয়া । না কান্দ না কান্দ বাপ ছির কর মন
তোমাদের সঙ্গে কৃষ্ণে পাঠাইব বন ॥ কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর
সাজাইয়া দিব । ছিজ কহে সেইরূপ নয়নে দেখিব ॥

নন্দরাণী ক্রীকৃষ্ণকে সাজান ।

পর্যায় । গোপালে লইয়া রাণী যতনে সাজায় । মরি কি
সুন্দর সাজে নবযন কাঁর ॥ ধন্য রাণী পুণ্ড্রবতী কৃষ্ণ লয়ে
কোলে । চাঁদমুখ মুছাইয়া নেতের অঞ্চলে ॥ অলকা তিলকা
দিল মাসিকা কপালে । চন্দনের বিন্দু মাথা কিবা শোভা
ভালে ॥ নয়নে অঞ্জন মনোমাধে পরাইল । ঈষদ হেলায়ে চুড়া
বাঁধি মাথে দিল ॥ চুড়াপরে শিখিপুচ্ছ গুঞ্জকান্দিয়া । এক
চিহ্ন হরেরাণী দেখে নিরখিয়ে । কোকতে কিঞ্চিণী সহ ধড়া
বাঁধি দিল । অপূর্ববসন আনি পূর্তেতে আটীলাচরণে পরায়ে
দিল মধুর নৃপুর । হাতেতে বলয়া ভাড়মুর্ঘন কেয়ূর ॥ গলাতে
সুবর্ণ ণার কর্ণেতে কুণ্ডল । মেঘেতে বিজলী যেন হৈল বালমল
হইল যেকপ কপ কি কহিব তাহা । যোগীগণ হৃদপদ্মে
বাঞ্ছা করে যাহা ॥ এইরূপে সাজাইয়া নন্দের ঘরনী । হা-
তেতে আনিয়া শেষে দিলেক পাচনী ॥ পাচনী করেতে দিয়া
বলে নন্দরাণী । এই বেশে একবার নাহ নীলমণি । মায়ের
বচনে হরিনাচে আরবার । সে নৃত্য দেখিয়া সবে হৈল চমৎ
কার ॥ তবে রাণী ক্ষীরসর নবনীলইয়া । ধড়ার অঞ্চলে কিছু
দিলেন বাঁধিয়া । তার পরে কৃষ্ণমাথে বাঁধেন রক্ষণ । বাম-
নাভি দশনাম করি উচ্চারণাদীপশিখা দিয়া ভালে কাটবন্ধি

করে । ডাইন ভূত প্রেতনীর ভয় যাবেদূরে ॥ অবশেষে বাম
কর অঙ্গুলী ধরিত্তা । দস্তাঘাত করি রাণী দিলেক ছাড়িয়া ॥
মায়ে দস্তাঘাত কবে বাহার শরীরে । অস্তে তার অঙ্গে দস্ত
বসাইতে নাহে ॥ এইরূপে নানাবিধ করিয়া রক্ষণ । আশী
র্কাদ করে রাণী স্মরি নারায়ণ ॥ আর যত বৃদ্ধাবৃদ্ধ গোয়া-
লিনী ছিল । সবাকার পদধূলি কৃকমাথেদিল ॥ সবাকারে কন
রাণী করিয়া বিনয় । বনেযান প্রাণকানু ভাল যেন রয় ॥ এত
আশীর্কাদ গোপী করগো সকলে । সদা যেন মোর কৃক থা
করে কুশলে । তবে যশোমতী ধরি গোপালের করে । করে
করে বলরামে সমর্পণ করে । ধর বাপ বলরাম লহরে জীবন
মা বলিতে ঘরে আর নাহি অন্যজন ॥ দেহ হৈতে প্রাণ তানি
দিনু তোর আগে । দেখে কাঁছে রেখ মোর দিব্য লাগে ॥
আবাল কানাই মোর কিছু নাহি জানে । পথভ্রমে ভুলিপাছে
যায় অস্ত বনে ॥ বলরাম কন মাগো কিছু না ভাবিবে ।
সবাকার প্রাণ কৃক নিতান্ত জানিবে । স্থির হও না ভাবিহ
শুনগো জননী । সন্ধ্যাকালে আনি দিব তোর নীলমণি ॥
এতেক বলিয়া কৃকে লয়ে শিশুগণ । ধবলী স্তামলী রবে
করিল গমন ॥ যে অবধি গোপদেব ধূলা দেখা যায় । অনি
মেঘে হয়ে রাণী একদৃষ্টে চায় ॥ দ্বিজ কহে বার অস্তে ভাব
গো জননী । বিশ্বের ভাবনা ভাবে সেই নীলমণি ॥

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন ।

লঘু-ত্রিপদী । মহাশিশুগণ, নন্দের নন্দন, গোপধন জইয়া
যাই । নাচিয়ে গাইয়ে, বাঁশী বাজাইয়ে, আনন্দের সীমা
নাই ॥ চৌদিকে রাখাল, মাঝে নন্দলাল, বলাইয়ের গলে
ধরি । ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে, নয়ন ইঙ্গিতে, চলে অতি ধীরি ধীরি
দেখিয়া সে ভাব, উঠে কত ভাব, যে জন যেমনভাবে । আহা
মরি মরি, কি রূপ যাদুরি, ভুবন ভুলালে ভাবে ॥ এইরূপে
হরি, বৎস সঞ্জে করি, গোষ্ঠ মাঝে উত্তরিল । যখন পুলিনে
লয়ে সখীগণে, আনন্দে সবে চলিল । যতেক রাখাল, লয়ে
খেচুপাল, খাওয়ারীরা তৃণ জল । সবে করি মেলা, আরতিলা

খেলা, হয়ে অতি কুতুহল । কৃষ্ণ বন তবে, শুন সখা সবে, এক খেলা আছে ভাই । বৎসগণ গলে, দিয়া মুক্তমালা, সুবেশ করে সাজাই । একথা শুনিয়া, সকলে হাসিয়া, কহিছে হরির ঠাই । বৎসগণ সবে, মুক্তিতে সাজাবে, মুক্তা কোথা পাবে তাই মুকুতার হার, বহু মূল্য তার, এক মুক্তা পাওয়া তার । আমরা রাখাল, নবলক্ষ পাল, মুক্তা পাব কোথা তার । হরি পুনঃ কন শুন সখাগণ, এক মুক্তা পেলে হয় । করিয়া রোপণ, মুক্তালতা বন; সৃজন করিব তার । হলে লতাবন, কলিবে তখন, মুক্তা ফল কতশত । পাড়িয়া লটব, গোধনে সাজাব, যার যে মনের মত । সুবল কহিছে মুক্তা যথা আছে, আমি কয়ে দিতে পারি না। কানে গলে, মুক্তা কত দোলে, যদি দেয় রাধা প্যারী শুনি কন হরি, বাহ দ্বারা করি, যথা আছে কমলিনী । করি মোর নাম, একমণি দান, চাহিয়া আন এখনি । কৃষ্ণের বচনে আনন্দিত মনে, সুবল চলিল খেয়ে । কহে ভিজ সার, মুক্তা পাওয়া তার, সে বড় বিবশ মেয়ে ।

মুক্তার কারণ সুবলের রাধিকার নিকটে গমন ।

পর্যায় । শ্রীকৃষ্ণের বচনেতে সুখল তখন । শ্রীমতীর নিকটে কহিল গমন ॥ বসিয়া আছেন প্যারী রত্ন সিংহাসনে রুদ্রা আদি সখা সহ আনন্দিত মনে ॥ হেনকালে সেইস্থলে সুবল আইল । তাহারে দেখিয়া প্যারী জিজ্ঞাসা করিল ॥ গোষ্ঠে ছিলে একা এলে কিসের কারণ । কোথায় কালিয়ে সোণা সে বংশীবদন ॥ সুবল কহিছে ওগো শুন কমলিনী । গোষ্ঠেতে বসিয়া আছে সে রতনমণি ॥ গো ভূষণ কালাচাঁদ মুক্তাতে করিবে ॥ পাঠালেন তোমার কাছে মুক্তা দিতে হবে ॥ একথা শুনিয়া প্যারী লাগিল হানিতে । গরুর ভূষণ হেতু মুক্তা হবে দিতে ॥ অহঙ্কারে শ্রীমতীর জন্মাইল ভ্রম । যুক্তিতে নারিল কিছু প্রভুর বিক্রম ॥ পরিহাস হলে কত উপহাস করে । কহিতে লাগিল তবে সুবল গোচরে ॥ বহুমূল্য মুক্তা এত কলিকদম নয় । ফেলে মেলে হারাইলে কতি নাই হয় ॥ স্বাভিজলে সমুদ্রেতে সুক্তির ভিতরে । যে

মুক্তা জন্মেরে তাহা দিব রাখালেবো। গোষ্ঠে থাকে দেখু রাখে
 করে বনে বনে । মুক্তার কন্তেক মুক্তা রাখালে কি জানে ॥
 শিশু পশু সঞ্জে যার সঙ্গ সহবাস । কহিতে তাহার কথা মুখে
 আইসে হাস ॥ এতবলি হেসে ঢলে পড়ে কমলিনী । অভি-
 মানি সুবলের চক্ষে বহে পানি । কান্দি কহে মুক্তা মোরে
 নাহি দিল রাই । মুক্তা হল বড় মূল্য অমূল্য কানাই ॥ এত
 বলি যথা হরি করিল গমন । কৃষ্ণের নিকটে আসি দিল দর-
 শন ॥ কৃষ্ণ বলে সুবল এলে মুক্তা দেহ ভাই । মন নাখে এসা
 নবে গোথনে সাজাই । সুবল বলিল মুক্তা নাহি দিল প্যারী ।
 তোমারে বলিল মন্দ উপহাস করি । রাখাল বলিরা কত
 করিল ভৎসন । সে কথা কহিতে মুখে না সরে বচন ॥ এত-
 বলি আঁখি জলে ভাসিল সুবল । অন্তর্যামী ভগবান জানিল
 সকল । দ্বিজ কহে কৃষ্ণসুন্দর অগত আধার । দর্প হৈলে তাঁর
 কাছে নাহিক নিস্তার ॥

কৃষ্ণ যশোদার নিকটে মুক্তা আনিতে যান ।

পয়ার । সুবলের মুখে শুনি এসব কান্দি । কুপিল
 অন্তরে তবে দেবচক্রপাণি ॥ দর্পহারি ভগবান বুঝি অহঙ্কার
 হরিতে রাখার দর্প করিয়া বিচার । সুবলে কহেন প্রভু সান্তন
 বচন । শুনই কথা তুমি স্থিরকর মন । কান্দারেছে কমলিনী
 তোমারে যেমন । নিশ্চয় জানিবে প্যারী কান্দিবে তেমন ॥
 এত বলি সখাগণে রাখি সেই বনে । আপনি চলেন হরি
 যশোদা সননে ॥ স্নেহমুখে মা মা বলে উত্তরিল গিরা । তাহা
 দেখি নন্দরাণী আইল ধাইয়া । তাঁদমুখে চুম্বদিয়া কোলেতে
 লইল । ব্যস্ত হয়ে কানায়েরে জিজ্ঞাসা কারল ॥ হাঁরে কৃষ্ণ
 একা জালি কিসের কারণ । কোথা দাদাবলরাম কোথা সখা
 গণ ॥ ছন্দ করি বুঝি আসিয়াছ কারসনে । কে করেছে অপ-
 মান মোর বাছাধমে ॥ কৃষ্ণ কন কার সহ ছন্দ নাহি করি ।
 যে অন্য এসেছি মাগে নিবেদন করি ॥ বৎসগণে সাজাইতে
 সাধ হৈল মনে । সেই হেতু আইলাম তোমার সদনে । মুক্তা
 দিও গো ভুষণ করে দিব আমি । অতএব আমারে মা মুক্ত

দেহ তুমি ॥ দেমা দেমা বলি হরি মুড়িল রোদন নন্দরাণী
 বলেবাপ এ আর কেমন ॥ আরেরে আবালছেলে এ কেমন
 খেলা ॥ গল্পর গলায় দিবে মুকুতার মালা ॥ এক মুক্তা বহু
 মূল্য ও নীলরতন ॥ নহেত গাছের ফল দিব ততক্ষণ ॥ মৃত
 ঘোল নহে বাছা যতপার খাবে আর ব্রজবালকেরে ডাকিয়া
 খাণ্ডাবে ॥ মায়ের কথাতে ব্যথা পাইয়া অহরে ॥ কান্দিয়া
 কহেন কৃষ্ণ জননী গোচরে ॥ মুক্তা হৈল বহুমূল্য অমূল্য
 কণ্ঠন ॥ নাহিদিলে যদি তবে যাই অন্য স্থান ॥ মুক্তা হেতু
 যমুনার পারে আমি যাব ॥ মুক্তা লাগি পরের মায়ে মা বলে
 ডাকিব ॥ নতুবা জননী এক মুক্তা দেহ তুমি ॥ রোপণ
 করিয়া মক্তা বৃক্ষ করি আমি ॥ মুক্তা বৃক্ষ করি আমি মুক্তা
 কলাইব ॥ যত মুক্তা চাহ মাতা তত আনি দিব ॥ রাণী বলে
 অরোধ ছেলে এতে কি বৃক্ষ হয় ॥ শস্যধীন স্কন্ধঠিন বৃক্ষজীবী
 নয় ॥ ব্রজপুরে ঘরে ঘরে কত ছেলে আছে ॥ কপাল গুণেতে
 বিধি সন্তান দিবেছে ॥ কৃষ্ণ বলে জানি মাগো যত দয়া
 মোরে ॥ বাঞ্ছাছিল চারিকড়া নবনীর তরে ॥ তোমার
 যতেক স্নেহ আমি প্রীতি আছে ॥ ব্রজের যতেক লোক নরনে
 দেখেছে ॥ এত বলি বনমালী কান্দিতে লাগিল ॥ তা
 দেখিয়া যশোদার দয়া উপজিল ॥ কর্ণহেতে একনুজা লইয়া
 তখন ॥ কৃষ্ণের করেতে তবে অর্পণ করেন ॥ রাণী বলে বৃক্ষ
 যদি না পার করিতে ॥ নবনীর মত পুনঃ বাঞ্ছিব করেতে ॥
 কৃষ্ণ ভাবে জননী গো বাঞ্ছিব কি তুমি ॥ বিনা ডোরে কোর
 কাছে বান্ধ আছি আমি ॥ তবে হরি হর যত হইয়া তখন ॥
 নাচিতে গেল যথা সখাগণ ॥ কৃষ্ণ কন আনিয়াছি মুকুতা
 রতন ॥ কর্দম করহ ভাই করিব রোপণ ॥ শুনি গোপালের
 বাণী বত শিশুগণ ॥ যমুনার তীরে ভূমি করিল খনন ॥ জল
 দিয়া কর্দম করিল কুতুহলে ॥ আপনি রোপিল হরি মুক্তা
 সেই স্থলে ॥ যার মায়ায় অন্ত্যকে নিত্য করি মানে ॥
 মুক্তালতা কোন ভুচ্ছ দ্বিজ কবি ভনে ॥

কৃষ্ণ মুক্তারক স্বজনান্তর তৎকল জার।

গোভূষণ করেন।

দীর্ঘ ত্রিপদী। মুক্তারোপি বর্দ্ধমেতে, হরি বলে সকলেতে
অকুর তাহাতে জমিল ॥ শুনহ অপূর্ব কথা, দেখিতে ২
পাতা, ক্রমে লতা বর্দ্ধিতে লাগিল। মায়াধারী মায়া কৈল
কণেক মকুল হৈল, কুটিল লতার যত ফুল। গন্ধেতে পুরিল
ব্রজ, তুচ্ছ করি সরসিজ, লোভেতে ধাইল অলিকুল। ব্রজেতে
নিবসে যার, পুষ্পগন্ধ পেয়ে তার, বলে ফুল কোথার কু
টেছে। কেহ বলে গোবর্দ্ধনে, কেহ বলে বৃন্দাবনে, পুষ্প
গন্ধে আসোদ করেছে। হেথা পুষ্প হৈল বাসি; মুক্তাধরে
রাসি, তোলে মুক্তা যতেক র খাল। তথৈ সে চিকণকালা,
আপনি গাথয়ে মালা, আর যত ব্রজের ছাঁড়াল ॥ শ্রীদামের
তরে হরি; কহেন বিনয় করি, আন বংশ সাজান মুক্তাতে।
শুনিয়া হরির বাণী, শত শত বংশ আনি, মুক্তা দিল বংশের
পলেতে। বৃক্ষ পাশ্বে দেশ, মুক্তায় করিল বেশ, প্রতি
লোমে মুক্তার হালি। শৃঙ্গে শ্রুতি নাশামূলে, গেথে দিল
মুক্তা তুলে, নাচে শিশু দিয়া করতালি ॥ শতচন্দ্র জিনি
আতা, এক এক বংশ শোভা, দেখি সবে আনন্দিত মন
পরে তুলি মুক্তাকল, হরে অতি কুতূহল, কৃষ্ণেরে সাজান
সর্বজন। কৃষ্ণ আনন্দিত মনে, মুক্তা তুলি ততকণে, সখাগণে
দেন সাজান। সবে আনন্দেতে ভোর, আসোদের নাহি
ওর, খেলে সবে নাচিয়া ॥ বেড় কৃষ্ণ বলরাম, উচ্চা রিয়া
হরিনাম, লইতে গায় দেয় করতালি। শ্রীচরণ প্রদান কর,
মন্যরে বালকচয়, যার সখা প্রভু বনমালা।

শ্রীকৃষ্ণের নিজালয়ে গমন।

লঘু-ত্রিপদী। মুক্তা ল মা। হরিষ হইয়া, মুখে করে
সবে কেলি। এমন সময়, সূর্য্য অস্ত হয়, অবসান হৈল বেলি
বেলা হৈল শেষ, দেখি ছবীকেশ, সখা প্রতি তবে কয়। শুন
সখাগণ, কিরাও গোধন, চল যাই নিজালয় ॥ রাণী মুক্তা
দিল, তাহে বৃক্ষ হৈল, কলিল বহু বতন। চল যাই ঘরে,
বলিগে মায়েরে, করন জাগি দরশন ॥ আর কিছু মহি

ভুলিয়া সংপ্রতি, লেহ রূপ পূর্কে করি । মুকুতার ভারে, দিব
জননীয়ে, দেখুক ভ্রজের নারী । এতক বলিয়া, মুকুতা ভুলিয়া
গাঁথিয়া সুন্দর হার । হয়ে কুতূহলী, রূপ পূর্কে ভুলি, লৈল
সবে ভার ভার ॥ তবে শিঙগণ, হইয়ে মিলন, আবা দিয়া
উচ্চৈঃস্বরে । মাঝে রাম কাছ, বাজাইয়া বেণু, আনন্দে চলিল
ঘরে ॥ যাইতে যাইতে, দেখা আচম্বিতে, শ্রীমতীর সখীসনে
দেখি সহচরী, উদীল শীহরি, চমৎকার মানি মনে ॥ দেখি
মুক্তাচর, হইয়া বিস্ময়, রাধারে কহিতে গেল । হেথা নন্দলাল,
লগ্নে বেনুপাল, নিজালয়ে উত্তরিল ॥ শুনি বেণু ধনি, নন্দের
ঘরগী, বাহির হইল ধেয়ে । দেখে মুক্তাময়, হইয়া বিস্ময়,
এক দৃষ্টে রহে চেয়ে । তবে নন্দরাণী, লগ্নে নীলমণি, চান্দ-
মুখে চুম্ব দিবে । বলে ও রতন, একি রে রতন, হেরি নাই
জনমিয়ে ॥ বলে কোথা পালি, ওরে বনমালী, এ হেন
অমূল্য নিধি । কিবা তোরে দয়া, করে ভবজায়া, কিবা দয়া
করে বিধি ॥ শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে, মনের আহ্লাদে, কহে শুন
নন্দরাণী । কিবা ভাব বিধি, বিধাতার বিধি, তোমার এ
নীলমণি ॥

যশোদা মুক্তা দর্শনে বিস্ময় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের

শরীরে ব্রজাশু দেখেন ।

পয়ার । কৃষ্ণ কন শুন মাগো করি নিবেদন । তোমার
প্রসাদে হৈল মুকুতার ধন ॥ দিয়াছিলে যেই মুক্তা করিছু
রোপণ । জন্মিল অপূর্ণ বৃক্ষ মুক্তাশতাবন ॥ তাহাতে কলিল
বহু মুক্তা রাশি রাশি । আপন চক্ষেতে মাগো দেখ তুমি
আসি ॥ এত শুনি যশোমতী হয়ে চমকিত । চলিল কাননে
তবে রোহিণী সাহিত ॥ যমুনার তীরে দেখে অপূর্ণ কানন ।
তার মাঝে শোভা করে মুক্তাশতাবন ॥ বলমল করে কল
অমূল্য রতন । হেরিয়া বিস্ময় লৈল যশোদার মন । রাণী ভাবে
এ কর্মত মনুষ্যের নয় । পুত্রভাবে জনমিল কোন মহাশয় ॥
ভাবিত ভাবিতে হৈল জ্ঞানের উদয় । দিব্যজ্ঞানে দেখে রাণী
হইয়া বিস্ময় ॥ বিশ্বের আখার প্রভু বিরাট আকার । একে
লোমকূপে ব্রজাশু রিত্তার ॥ আকাশ পাতাল তুমি অমল

সাগর । নাগ নর দেবাসুর গন্ধর্ব্ব খেচর ॥ বিধি ভব সাগর
বরণ ছত্ৰাশন । অরুণ কুবের যম সোম বজ্রানন ॥ কত শত
পৃথিবীতে দেখে কত আর । কতশত বৃন্দাবন মধ্যেতে
তাহার কতশত নন্দঘোষ কত বশোমতী । কতশত খেচুপাল
রাখাল প্রভৃতি ॥ কৃষ্ণের শরীরে সব নিরীক্ষণ করে । জন্মিল
বিষম ভয় রাণীর অন্তরে ॥ সাক্ষাতে পরমব্রজ পুরুষ রতন ।
জব করিবারে রাণী করিল গমন । বুঝি জননীৰ ভাব প্রভু
জগবান । মায়া বিস্তারিয়া পুনঃ মায়েরে ভুলান ॥ কেমন
কৃষ্ণের মায়া আশ্চর্য্য কখন । দেখিতে বেধিতে রাণী হৈল
বিস্মরণ । শুচিল কৈশর ভাব পুত্র ভাব হৈল । বদন চুম্বিয়া
কৃষ্ণ কোলেতে করিল ॥ আশ্চর্য্য মানিয়া তবে রোহিনী
সহিত । আপন আলয়ে গেল হয়ে হরষিত । শ্রীচুর্গাপ্রসাদ
বলে শুন সর্ব্বজন । এখানেতে শ্রীমতীর কহি বিবরণ ॥

দ্বিতী কর্তৃক শ্রীমতীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের

সংবাদ দেন ।

ধূয়া । শুনশুন ওগো রাধে পিরীতের প্রলয় হলো ।
সাধের মন্দিরে বিবাদাসি প্রবেশিল ॥ নাহি জানি
কি কারণ, কালচাঁদ হৈল হেন, আমারে হেরিয়া
কেন বাঁকা আঁখি ফিরাইল ॥*

পয়ার । হেথা দ্বিতী মুক্তমালা দেখি গো ভুষণ । লোক
মুখে শুনিয়া যতেক বিবরণ ॥ ক্রত হয়ে শ্রীমতীর নিকটেতে
গিয়া । কহিতে লাগিল কথা বিশেষ করিয়া ॥ আজি গিয়া-
ছিষু আমি নন্দের ভবন । পথেতে দেখিষু যাহাশুন বিবরণ
আসিতে আসিতে পথে হেন জ্ঞান হয় । অকস্মাৎ পূর্ব্বদিকে
লক্ষ চন্দ্রোদয় । ভুক্তি হইয়া আমি রহি সেইখানে । আশ্চর্য্য
দেখিষু রাধে শুন বিদ্যমান । গোষ্ঠেইহতে নন্দমুত গোধন
লইয়ে ॥ নাচিতে নাচিতে আইসে সেই পথ দ্বিমে ॥ মুক্তা
দিয়ে মণ্ডিত করেছে খেচুপাল । মুক্তার মণ্ডিত আর যতেক
রাখাল ॥ তার মাঝে মুক্তার মণ্ডিত রাম কানু । মৃদু মৃদু
গমনেতে বাজাইছে বেণু ॥ কি কব তাহার শোভা না হয়
বর্ণন । শত শত চক্ষু হৈলে করি দরশন ॥ আর কত মুক্তা

ভার বুঝ পৃষ্ঠে করে । লইয়াছে জননীরে ভেটিবার তরে ॥
 মৃত্যুর আভাতে আলো হৈল চমৎকার । নিশিতে চক্ষিমা
 যেন হবে অন্ধকার ॥ দেখিয়া গজকটক হইলাম মনে । অবশ্য
 আনিবে মুক্তা তোমার কারণে । আপনি করিবেহার তোমার
 ভূষণ । আমরা করিব সব স্থখে দরশন ॥ কিন্তু রাধে কাল
 চাঁদে সে ভাব না দেখি । আমারে হেরিয়া হরি কিরাইল
 আঁখি ॥ শেষে শুনি লোকমুখে সববিরণ । শ্রবণে পাঠায়ে
 ছিল মুক্তা কারণ ॥ তুমি ওরে এক মুক্তা নাহি দিলে
 পাগরী । আর কত করেছিলে উপহাস করি ॥ সেই অভি-
 মানেন মনে ক্রোধিত হইয়া । নন্দরাণী স্থানে মুক্তা চাহিয়া
 লইয়া ॥ যমুনার তীরে গিয়া করিয়া রোপণ । সৃজন করিয়া
 তথা মুক্তা লতাবন ॥ শুনে কমলিনী হৈল বিষম বদন ।
 অবাক হইয়া মূখে না সরে বচন ॥ রাধা কন মুক্তা জন্ত
 নাহি ভাবি দুঃখ । বুঝি নন্দমুত মোরে হইল বৈমুখ ॥ হায়
 আমি কি করিলাম শ্রবণে ভ্রমিয়া । মুক্তা না দিলাম কেন
 ভ্রমাজ হইয়া ॥ তুচ্ছ ধন হেতু ক্লেশ ধনে তুচ্ছ করি । দিক এ
 জীবনে আমি কেন প্রাণ ধরি ॥ সোণা ফেলে দিলাম কি
 অঞ্চলেতে গিরে । প্রমত্ত হইয়া পুন্য না চাহিলু করে ॥
 দোষে রোষিয়াছে হরি আনিবে কি আর । তবে বল এ
 জীবনে কি ফল আমার ॥ বল ওগো সহচরী কি করি উপ-
 পায় । শ্রীকৃষ্ণের বিরহেতে বুঝি প্রাণ যায় ॥ কি করিতে কি
 হইল না বুঝি কারণ । আমারে ত্যজিলে কি হে শ্রীমধুসূদন
 এত বলি কপালে আঘাত করে প্যারী । দ্বিজ বলে কৰ্ম্মজ্ঞে
 হারাইলে হরি ॥

ললিতা শ্রীমতীকে ভৎসনা করেন ।

ধূয়া । এখন কান্দিলে রাধে উপায় কি হবে আর ।
 হারাইলে নটবর তুমি দোষে আপনার ॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী । তবেত ললিতা ধনী, কহিছে ভৎসনা
 বাণী, শ্রীমতীকে করি সম্বোধন । মুক্তা বহুশ্রম করি, অমূল্য

করিলে হরি, ভাবিলে কি হইবে এখন ॥ মুক্তা হেতু দুবল
এলো, না পাইয়া কিরে গেল, লোকে মুখ দেখাব কেমনে ।
পড়িল বিষম দায়, নাহি দেখি সছুপায়, হারাইলে বুঝি কৃষ্ণ
ধনে ॥ আর নাপাইবে দেখা, না আসিবে সেই সখা, প্রসাদ
করিলে বিনোদিনী । ব্রজনাথ কোপ কৈল, সকলি বিফল
হৈল, বল দেখি কি করিবে ধনী ॥ অহঙ্কারে হয়ে মত্ত,
পাসরিলে সব তত্ত্ব, অনিত্য ভাবিলে মিভাধন । ধন মদে
মত্ত ছিলে, উচিভ তাহার পেলে, দর্পহারী শ্রীমধুসূদন ॥
সেই যে নীলরতন, ব্রজার ছল্লভ ধন, তুচ্ছ ধন হেতু তুচ্ছ
কর । যেমন করিলে গর্জি, হইল তাহার খর্জি, এখন কান্দই
নিরন্তর ॥ শুনি ললিতার বাণী, কান্দি কহে কমলিনী অন্ত-
রেতে পাইয়া বাতনা । কৃষ্ণের বিরহ জরে, সদা দেহ দক্ষি
কটে, আর তাহে কর না লাঞ্ছনা ॥ স্মরিলে কাজার কথা,
হৃদয়েতে পাই ব্যথা, প্রাণ সদা কান্দি কান্দি উঠে । সে
জালায় জলে মরি, দিলনাকো সহচরী, কাটা ঘায়ে লবণের
ছিটে ॥ হয়ে আছি শবাকাস, শবের উপরে আর, অস্ত্রাঘাত
করিলে কি হবে । একণে উপায় কর, মিলাইয়া নটবর,
রাধারে কিনিয়া রাখ সবে । রামচন্দ্র পুর ধাম, শ্রীভূগ-
প্রসাদ নাম, হৃদয়েতে ভাবি বনমালি । রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ,
পাঁচালী করিয়া বন্দ, গ্রন্থ করে মুক্তাবলী ॥

সখীগণের মঙ্গলা ।

পন্ন্যার । রাধাকে কাতরা দেখি যত সখীগণ । মঙ্গলা
করয়ে কৃষ্ণ মিলন কারণ ॥ বৃন্দা কহে ললিতা গো শুনহ
বচন । গত অনুরূচনাতে নাহি প্রয়োজন । কৃষ্ণের বিরহা-
নল হইয়া প্রবল শুকাইল রাধিকার শ্রীমুখকমল ॥ আর তাহে
বাক্য ব্যয় অযুক্তিত তায় । একণে মিলন হেতু ভাবহ উ-
পায় ॥ এমন উপায় তার করহ এখন । রাধার সন্ধান থাকে
মিলে কৃষ্ণ ধন ॥ কালি প্রাতে উঠি জল আনিবার ছলে,
চল সবে ঘাই মোরা যমুনার জলে ॥ জলের ছলেতে গিয়া
মুকুতার বন । যত মুক্তা লতা পাতা করিব হরণ ॥ মূল সহ

একেবারে করিব যে চুরি । তার আশ্বেষণে বাস্তব হবে নর
হরি ॥ বাস্তব হয়ে কালাচাঁদ ভ্রমিবে যখন । আমরা কহিব
তবে ইঙ্গিত বচন ॥ কমলিনী লইয়াছে মুকুতা হরিয়া । তাহা
জনি হৃদীকেশ আনিবে কুসিরা ॥ রোষে হউক ভোযে হউক
আইলে এখানে করিতে পায়িব তবে মিলন বিধান ॥ গৃহে
এলে নটবরে নানা কথা কব । উলটিয়া রাখাকান্তে রাখারে
সাধাব ॥ এতেক মঙ্গল্য করি রজনী বধায় ॥ প্রভাতে যমু-
নায়া যায় সকলে মিলিয়ে ॥ শ্রীচূর্ণাপ্রসাদ কহে শুন সখীগণে
চোরের বিষয় চুরি করিবে কেমনে ॥ কটাক্ষেতে মন চুরি
করেছে যে জন । কেমনে করিবে চুরি সে চোরের ধন ॥

মুক্তাবন রক্ষণে শ্রীদামাদ নিযুক্ত ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী । এখানেতে নারায়ণ, জানিয়া সখীর মন,
প্রাতঃকালে উঠি দ্বারা করি । হয়ে অতি দ্রুতমন, সঙ্গে লয়ে
সখীগণ, গোষ্ঠেতে চলিল নরহরি ॥ ধবলী শ্যামলী রবে, ধেনু
বৎস লয়ে তবে, উপনীত যথা মুক্তাবন । দেখিয়া অপূর্ব
মতি, হরিষ হইয়া অতি, শ্রীদামের প্রতি হরি কন ॥ শুন
সখা মোর বোল, নাশি হও উত্তরোল, বৎসের চরণ আশি
করি । হয়ে অতি সাবধান, বক্ষা কর মুক্তাবন, কেহ যেন
নাহি করে চুরি ॥ এত বলি জনাৰ্দ্দন, সমপিয়া জ্ঞান,
শ্রীদামাদি আর শিশুগণে । বলরাম লয়ে সনে, নিভৃত নিবীড়
বনে, গেলা হরি বৎসের চরণে ॥ এইরূপ নন্দমুত, মনে
ভাবে কত সত, লীলা করে কত কব তার । আনাদি অনন্ত
বিন্দু, অনাথের নাথ প্রভু, যার লীলা ব্রহ্মাণ্ড বিস্তার ॥
শ্রীচূর্ণাপ্রসাদ বলে, শ্রীকৃষ্ণ পদতলে, দয়া কর ভকতবৎসল
শিশুর পুরাও আশ, কর প্রভু নিজদাস, অন্তে দিয়া চরণ
কমল ॥

সখীগণের মুক্তাবনে গমন ও শ্রীদামের দপ ।

পুয়া । আজি ধরা গেল ভাল মনচোরা নারী । তাকিল
শুমান এবে যত, তারিভুরি ॥ প্রকাশিয়া তারিভুরি, কক্ষধন
কর চুরি, না জান সে নরহরি, যেই ভঞ্জে তারি ॥

পয়ার । জল আনিবার ছলে যত সখীগণ । উপনীত হৈল
 গিয়া যথা মুক্তাবন ॥ দেখিয়া মুক্তার শোভা অতি মুশোভন
 এক চিত্ত হয়ে সবে করে নিরীক্ষণ ॥ অবাক হইয়া সখী কি-
 ঞ্চৎ রহিয়া । ধীরে ধীরে মুক্তাবনে প্রবেশিল গিয়া ॥ মুক্তা
 হরণ হেতু করিয়া মনন । চমকিত হয়ে সবে করেন ভ্রমণ ॥
 হেনকালে রাখালেরা দেখিয়া সত্ত্বর । কের কের বলি শব্দ
 করে ঘোরতর ॥ আসি ঢাল খাড়া টাকী হস্ততে লইল ।
 অতিবেগে সেইদিকে ধাইয়া আইল ॥ চৌদিকে ঘেরিয়ে সবে
 করে মহা সোঁর । কেহ বলে দেখো যেন না পলায় চোর ॥
 কেহ ঢাল খাড়া বাপে কেহ ঘোড়ে তীর । দন্ত কটনট করে
 কম্পিত শরীর ॥ কাট কাট মার মাব বলে কোনজন । কেহ
 বলে করে করে করহ বন্ধন ॥ কেহ বলে সাবধানে ধর চোরা
 নারী । হাজির করিব লয়ে কৎস বরাবরি ॥ এইরূপে রক্ষকেরা
 করে যে তজ্জন । মহা ভয়ঙ্কর স্থান হৈল মুক্তাবন ॥ দেখিয়া
 সখীর মনে উপজিল ভয় । হেটমাথা করি সবে স্তব্ধ হয়ে
 রয় ॥ তবেত শ্রীদাম কহে কোপেতে ক্রোধিয়া । শ্রীমতীর দূতী
 সখী বৃন্দারে চাহিয়া । নারী হয়ে চুরিকর্ম কর নিরন্তর ।
 আজি ধরা পড়িয়াছ শিখাও সত্ত্বর ॥ আমাদের সর্কধন নন্দের
 নন্দন । চোরা প্যারী কটাক্ষে হয়েছে তার মন । চিরকাল
 আমাদের ধনে তোরা বৈরি । পুনরপি আসি সবে মুক্তা কর
 চুরি ॥ নারী না হইলে কল পাইতে তৎপরে । অপনার মান
 লয়ে পলাও সত্তরে । সুবল কহিছে পুনঃ পূর্ক রাগ অরি ।
 কোন মুখোপাধি তোরা মুক্তা করিস চুরি ॥ এক মুক্তা
 লাগিয়া নাহিছ কত কথা । সে কথা অরিতে হৈলে মনে পাই
 ব্যথা ॥ পলাও পলাও সবে কর নিজ কায । নারী হয়ে চুরি
 কর্তে নাহি বাস লাজ ॥ মনে ভাবিয়াছ বুঝি পাবে কৃষ্ণ-
 নিধি । গেই দিনে সে বাসনা ঘুচায়েছে বিধি ॥ আর মা
 পাইবে কৃষ্ণ শুনসারোদ্ধার । আপনার মান লয়ে বাহ নিজা
 গার ॥ এতেক শুনিয়া বাণী যত সখীগণে । ব্যস্ত কর করে
 বারি কমল নয়নে ॥ রাখালের স্থানেতে পাইয়া অপমান ।
 কান্দিতে কান্দিতে সবে করিল পলায়ন ॥ মনে ভাবে কোন

ভাবে পাব কৃষ্ণধনে । দ্বিজ বলে কৃষ্ণরূপ সদা ভাব মনে ॥
ভক্তের পরাণ কৃষ্ণ ভক্তের জীবন । ভক্তিতে ভাবনা কর
পাবে কৃষ্ণধন ॥

শ্রীকৃষ্ণ মিলনাশে গোপীগণের উপার চেষ্টা ।

পর্যায় । তবে সখীগণ অতি বিবাদিত মনে । সেদিন চলিল
সবে আপন ভবনে ॥ কোনমতে কৃষ্ণ পাব করেন ভাবনা ।
পুনরপি বৃন্দা দ্রুতী করিলা মন্ত্রণা ॥ কালি পুনঃ যমুনার
আনিবারে জল । তৃতীয় প্রহরকালে সকলেতে চলাবৈকালে
বিপীনে হরি ভ্রমিবে যখন । রাধা লয়ে সেই পথে করিব
গমন ॥ গুণময়ী রাধিকা প্রকাশি নিজগুণ । বন্দি করিবেক
সেই শ্রীহরির মন ॥ প্রথমেতে রজোত্তম করিয়া সঞ্চয় । করিব
কৃষ্ণের মনে রসের উদয় ॥ তাহাতে কটাক্ষ বাণ করিয়া সঙ্কান
বিক্ষিয়া আনিবে প্যারী শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ ॥ তাহে যদি বশীভূত
হয় নরহরি । পুনরপি তমোগুণ প্রকাশিত করি ॥ আঁখি
ঘোরতর করি বাড়াইল মান । হরিয়া হরির মন করিবে প্র-
য়াণ ॥ সে ভাবেতে যদি নাহি ছুলে শ্রীনিবাস । তবে আছে
সঙ্কল্প করিবে প্রকাশ ॥ ভক্তিডোর দিয়ে বন্দি করি নারায়-
ণে । তখনি আসিবে সঙ্গে আপন ভবনে ॥ সঙ্ক তত্ত্বময় সেই
প্রভু নারায়ণ । না পারিবে ভক্তি ডোর করিতে ছেদন ॥ বা-
ক্ষিয়া আনিবহরি কি ভাবনাতার । তিনি গুণময়ীমায়া গুণেতে
রাধার ॥ একে মন্ত্রণা করি সে দিন থাকিয়া । পরদিন গৃহ
কর্ম সব সমপি রা । ভোজনান্তে একত্রে মিলিয়াসখীগণ । জল
আনিবার ছলে চলিল গমন ॥

শ্রীকৃষ্ণের মনোহন রূপ ধারণ ।

পর্যায় । এখানেতে শ্রীনিবাস জানিলা অন্তরে । আসি-
তেছে গোপীগণ ভুলাবার তরে । কটাক্ষ করিয়া চাইে আনা
ভুলাইতে । ইহার উচিত কল নীত্র হবে দিতে ॥ এত ভাবি
নারায়ণ হৈল মনোহন । হেরিলে হইবে মোহ গোপীকরমন
নারীধারী মায়া করে অপূর্ণ কখন । বাহার মায়ার যুগ্ম এ
ন ভুবন ॥ যে মায়াতে মোহ প্রাপ্ত বিধি শুলশাণি । সেই

হরি ব্রহ্মরূপ ধরিল। আপনি ॥ নিকটেতে বসি যত ব্রহ্মশিশু
ছিল । দেখিতে দেখিতে তারা চতুর্ভুজ হৈল । যুগ করি অশ্ব
আর শল্লকী । ভ্রমরা কোকিল শিখি চতুর্ভুজ দেখি ॥ অন্য
পক্ষ শল্লভাদি চতুর্ভুজ হবে । তৃণ গুল্মলতা বৃক্ষ হবে ব্রহ্ম-
ভাবে ॥ কত দূরে স্বর্ণ অট্টালিকা নির্মায়েলা । শত লক্ষ পুরী
হরি তথায় করিলা । কিবা সে পুরের শোভা কে বর্ণিতে
পারে । অপূর্ব পতাকা উড়ে ধ্বজের উপরে । স্থানেঃ মাণিক্য
বেদিকা শোভা পায় । কাঞ্চনে মৌপান বন্ধ উজ্জল তাহার ।
শেষ কক্ষে রত্ন মিঃ হাসনের উপরি । বাসলেন রাধাকান্ত
লক্ষ্মী সঙ্গে করি । প্রতিদ্বারে এক এক রাধার গ্রহরী ॥
ললিতা বিশাখা আদি সঙ্গে সহচরী । কি কব যে রাধারূপ
বুঝ অনুভবে । বুঝতামু নন্দিনী হেরিয়া মোহ যাবে । এই
রূপে চক্রে করে রয়ে চক্রেপাণি । ফেনকালে সখী সহ আইল
কমলিনী ॥

শ্রীরাধার গোষ্ঠে গমন ।

লবু ত্রিপদী । হেথা কমলিনী, লইয়া সঙ্গিনী উপনীত
গোষ্ঠ মাঝে । না দেখিয়ে কালা, হইল বিকলা, জ্ঞান সরসী
রাজে ॥ না দেখি গোধন, নাহি সখাগণ, নাহি কিছু পূর্ব
ভাব । নাহি বনচর, ময়ূর চকোর, কোকিল ভ্রমর রব ॥ সে
সব আকার, নাহি কিছু আর; নহে যেন বৃন্দাবন । বৈকুণ্ঠ
সন্মান, হেরি লে স্থান, চমকিত হৈল মন । যে দিকে নেহারে
সেইদিকে তারে, দেখে চতুর্ভুজময় । নব জলধর, রূপ মনো
হর, শঙ্খচক্রে শোভা হয় ॥ দেখিয়া সে রূপ, অতি অপরূপ,
রাধার জন্মিল ভয় । হইল অবাক, নাহি সরে বাক, মনেতে
জন্মে বিস্ময় ॥ হাস্য একি দায়, এলাম হেথায়, এ স্থান বিষম
দেখি । আমারে ত্যাজিয়ে, নির্ভুর কালিয়ে, কোথা গেল বল
দেখি ॥ করেছিস্ গর্ক, হইল সে থর্ক, বল কি উপায় করি ।
কালার বিরহে, সদা মন দহে, বুঝিগো প্রাণেতে মরি ।
বলিতে বলিতে, হৈল আচম্বিতে, যেন পাগলিনী প্রায় । কক্ষে
অশ্রুযিয়ে, বেড়ান ভ্রমিয়ে, দ্বিজবর ভাষা গায় ॥

শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণ বিরহ ।

ধূয়া । নাথের বিচ্ছেদে সখী বুঝি পাগলিনী হই । কি হইল অন্তরে মোর বুঝিতে না পারি সই ॥ আমি গো অবলা বাল্য, না সহে বিরহ জালা, বিনে সে চিকণ কালা, কেমনে জীবনে রই ॥

পয়ার । শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে মুগধা হয়ে কমলিনী । ভ্রমণ করেন তথা যেন পাগলিনী ॥ সম্মুখেযতেক দেখে বৃক্ষলতা কুল । জিজ্ঞাসা করয়ে রাধে হউয়া ব্যাকুল ॥ মাধবী লতার প্রতি কহিছে কিশোরী । তুমি কি দেখেছ মোর প্রাণ কাল হরি ॥ এই যে আছিল তব নিকটে বসিয়া । সখীগণে সাজা ইল তব কুল দিয়া ॥ আম-রে দেখিয়া নাথ অদেখা হইল । কহ কহ মাধবী গো কোথা লুকাইল ॥ নাথের বিরহে মোর বিদারিছে হিয়ে । তুমি গো মাধবী বটে মাধবের প্রিয়ে ॥ তবে কেন মোর বোলে উত্তর না দিলে । স্বপত্নী বলিয়া বুঝি বিব দ সাধিলে ॥ পরে ধনী ধৈর্যে যায় যথা কৃষ্ণকেলি ॥ কহিতে লাগিল কিছু করে কৃতাজ্ঞালি ॥ কৃষ্ণের নামেতে তব নাম আদামূল । অবশ্য জানহ তুমি কৃষ্ণের আনুল ॥ কদম্বে কহিছে ধনী করিয়া মিনতি । সর্বদা তোমার মূলে নাথের বসতি ॥ পদচিহ্ন পড়ে আছে দেখি তব হেথা । কহ কহ কদম্ব হে কৃষ্ণ গেল কোথা ॥ অশোকে দেখিয়া প্যারী যায় স্থরা করি । আলিঙ্গন করে গিয়া অশোকে-রে ধরি । বলে ধনী তব নাম জানিহে অশোক । তোমারে ধরিয়া কেন বাড়ে মোর শোক ॥ অন্ততব করি পূর্বে আছিল অশোক । নাথের বিরহে বুঝি হয়েছে সশোক ॥ নতুবা অশোক কেন ভোরে দিয়া কোল । বন্ধুর বিচ্ছেদ হইল হইল প্রবল ॥ এই রূপে বনেবনে করয়ে ভ্রমণ । হেনকালে দেখেযত চতুভুজগণ দ্রুত হয়ে তথা গিয়া জিজ্ঞাসয়ে কথা । তোমরা দেখেছ মোর প্রাণকান্ত কোথা ॥ অভিন্ন কৃষ্ণের বপু দেখি তোমা গবে । অন্তর্ভবে বুঝি যে কৃষ্ণের কেহ হবে ॥ অতএব নিবেদন করি সহায় । কৃষ্ণের বিরহে মোর দহিদে স্বদয় ॥ নারীজাতি না

বুঝিয়া করেছিহু গর্ভ । সে গর্ভ আমার এবে হইয়াছে খর্ব ।
 একণে নাথেরে পাই কিবা সে কুতান্ত । তবেত রাধার প্রাণ
 হইবেক শান্ত ॥ যদিপি তোমরা তার জানহ সজ্জন । বলে
 দিগে অধিনীর রক্ষা কর প্রাণ । এত বলি হরিপ্রীয়ে করেন
 রোদন । কোন চতুর্ভুজ কিছু না কহে বচন ॥ তবে ক্রোধে
 চতুর্ভুজে কহে কমলিনী । তাক্ষ্য করিলে বুঝি দেখিয়া
 ছুখিনী ॥ যেমন না বুঝিলে হে মোর মনস্তাপ । এই হেতু
 তোমা সবে দিব অভিশাপ । কৃষ্ণ ভজনের গুণে কৃষ্ণ বশু
 হবে । কি সুখ কি দুঃখ বোধ দেহেতে না রবে । শাপ শুনি
 সবাকার আনন্দিত মন । শাপ বর হৈল বলি নাচে সর্বজন ॥
 তথা হৈতে কমলিনী করিয়া গমন । কৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃ
 করয়ে রোদন ॥ এইরূপে ভ্রমে রাধা পাগলিনী প্রায় তদন্তে
 শুনহ সবে দ্বিবর গায় ॥

শ্রীরাধার মোহন ।

ধূয়া । কোথা হে কালিয়ে সোণ' রাধিকা মনোরঞ্জন ॥
 অধিনীরে দয়া করি দেহ দরশন ॥ আমি জানি আমি রাধা,
 তোমার অঙ্কের আধা, এবে হেরি রাধা, এ আর কেমন ॥
 পরায় । কান্দিতে কান্দিতে প্যারী ভ্রমে সেইবন । শ্রীকৃষ্ণ
 ফের মায়া পুরী হৈল দরশন ॥ কহে কমলিনী শুন বৃন্দা সহ
 চরী । এই পুরী মধ্যে গিয়া লুকায়েছে হরি ॥ ঢল ঢল শীত্র
 যাব পুরীরভিতরে । অবশ্য পাইব মোরা সেইনটবরে ॥ এত
 বলি সখী সঙ্গে চলে কমলিনী । ছৌবারিকা দেখে দ্বারে অ
 পুসকাহিনী সুবর্ণের ছড়ি হাতে সঙ্গেসহচরী । বসিয়া আছেন
 দ্বারে হইরা প্রহরী ॥ আপন আকার প্যারী দেখে সমুদয় ।
 আপনার সখী সম দেখে সখীচর । কিন্তু ক্লশ আপনা হইতে
 সমুজ্জল । নানাবিধ অলঙ্কারে করে কলমল ॥ দেখিয়া কি-
 শোরী মনে হইল বিস্ময় । নিরব হইরা ধনী একদৃষ্টে রয় সু
 তাহা দেখি ছৌবারিকা জিজ্ঞাসা করিল । কে তুমি কোথায়
 থাক কি হেতু আইলা ॥ বর বর রাধিকার করিছে নয়নে ।
 দুঃখিনী সমান কেমন ভ্রমিতেছ বনে ॥ শুনি কমলিনী কহে

শুন ছৌবাৰিণী । কৃষ্ণেৰ শ্ৰিয়সি নাম রাখা বিনোদিনী ॥
 ব্ৰজেতে বসন্তী বুধভাৰুৰ কুমৰী । কাতৰা হয়েছী হাৰাইয়া
 বংশীধাৰী । অহঙ্কাৰ কৰেছিহু নাথের উপরে । সেই হেতু
 প্ৰাণকান্ত ছাড়িয়াছে মোরে ॥ তাৰ অশ্বেষণে আমি ভ্ৰমি
 তেছি বনে । সেই হেতু আইলাম তোমাৰ সদনে ॥ অনুপা-
 করি পূৰে আছে নরহরি । যদি দ্বাৰ ছাড় তৰে দৰশন কৰি ।
 নাথের বিচ্ছেদে মোৰ প্ৰাণ বাহিৰায় । দয়া কৰে ছৌবা-
 রিণী দেখাও তাহায় ॥ শূনি ছৌবাৰিকা বাধা কহে বাধা
 প্ৰতি । বাধা নাম ধৰ কোন ব্ৰজেতে বসতি ॥ এখানে কমলা
 কান্ত কমলা লইয়া । বিহাৰকরেন সদা বিৰলে বসিয়া ॥ শত
 দ্বাৰে শত বাধা আছে ছৌবাৰিণী । আধাৰ আছয়ে বাধা
 শ্ৰবণে না শূনি ॥ কোন সখী আসি হাসি এ দেখাৰ ওৰে ।
 দেখ দেখ আসিযাছে বাধা নাম ধৰে ॥ কেমন কৃষ্ণেৰ মায়া
 কে বুঝিতে পারে । আৰ কি আছয়ে বাধা ব্ৰজাণ্ড ভিতৰে
 অবাক হইয়া সবে কৰে উপহাস । তাং দেখি কিশোৰীৰ
 অধিক ছতাশ ॥ তৰে ছৌবাৰিণী বাধা কহে দয়াকৰি । যাও
 যাও পুৰী মধ্যে দেখ গিয়া হৰি । কিন্তু এইমত আছে শতেক
 ছয়াৰ । শতেক প্ৰহৰী বাধা আছয়েতাহার ॥ সবাংকৰ নিক
 টেতে হবে কৃতপঞ্জলি । তৰে সে দেখিতে পারে শুভ বনমালা
 এই কথা শূনি প্যাৰী চলে তৰফণ । অস্ত্ৰদ্বাৰে গিয়া তৰে
 দিল দৰশন । সেখানেতে একপৰিচয় দিলা । ক্ৰমে
 শত দ্বাৰে প্ৰবেশ কৰিলা ॥ প্ৰতিদ্বাৰে পূৰ্বমত উপহাস কৰে
 দেখিয়া পিন্ধা হৈল বাধাৰ অন্তরে । মনে ভাবে গৰ্ব্ব আমি
 কৰেছি যেমন তাহার উচিতকল পেলাম তেমন । অনাথের
 নাথ হৰি ব্ৰজা ননাতন । বাহাৰ ইচ্ছায় হয় এ তিন ভুবন ॥
 বাধা সৃষ্টি কৰা তাঁৰ কোন বড় ভায় । না বুঝিয়া নিজ মনে
 কৰি অহঙ্কাৰ ॥ এত ভাৰি বজ্জ তম গুণ তেয়গিস । সত্বগুণ
 আসি হুদে উদয়হইল ॥ তৰে কতকণে বাই প্ৰবেশিয়া পূৰে
 সাক্ষাৎ পৰমব্ৰহ্ম দৰশন কৰে ॥ ব্ৰহ্মৰূপে বিৰাজিত কমল-
 লোচন । কমলা কৰেন বসি চরণ সেৱন । শ্ৰীঅঙ্কে ব্ৰহ্মাশু
 পুনঃ কৰি দৰশন । মুচ্ছত হইয়া পুনঃ পড়ে সেইক্ষণ ॥ কি

ক্ষিৎ বিলম্বে ধনী চৈতন্য পাইল। আশ্বেবাস্তে নারায়ণে
 স্তুতি আরম্ভিল। ॥ শ্রীভগ্না প্রদান বলে শ্রীকৃষ্ণ চরণে । পুরাণ
 শিশুর আশা প্রভু নিজগুণে ॥

শ্রীরাধা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী । ব্রহ্মরূপ হেরি হরি, করঘোড় করি প্যারী
 স্তুতি করে অনেক প্রকার । তুমি ব্রহ্ম তুমি শিব, তুমি দেহ
 তুমি জীব, তোমা হৈতে এতিন সংসার ॥ স্থাবর জঙ্গম জল,
 তুমি শূন্য তুমি স্থল, চারচর ভূচর খেচর । তুমি নাগ তুমি
 পক্ষ, তুমি যক্ষ তুমি রক্ষ, দেব সুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥ তুমি
 গুল্ম তুমিলতা, তুমি বৃক্ষ তুমি পাতা, তুমি সর্ষ জীবের
 জীবন ॥ তুমি মুক্ক তুমি মূল, তুমি অগ্র তুমি মূল, তোমা
 হৈতে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ॥ তুমি তন্ত্র তুমি মন্ত্র, তুমি বিদ্যা তুমি
 যন্ত্র, বাস্তবক আপনি কুমারী । তুমি ত্রিজগত কর্তা, তুমি
 নারী তুমি ভর্তা, আমি নারী কি বলিতে পারি ॥ তুমি সূর্য্য
 তেজো রাশি, নক্ষত্রেতে তুমি শশী, শ্যাম বেদ তুমি গদাধর
 ইন্দ্ৰিয়ের মন তুমি, ভূমেতে চৈতন্য গামি, একাদশ রুদ্রেতে
 শঙ্কর ॥ বসুর পাবক কর, পর্ষতেতে হিমালয়, পুরোহিত
 তুমি বৃহস্পতি । সেনাপতি ক্ষক্কা মানি, নদিতে সাগর জানি,
 মহর্ষিতে ভৃগু মহামনি ॥ সিদ্ধিতে ক'পল কর, অশ্বে উচ্চৈ
 শ্রব হর, বৃক্ষে হয় অশ্বথ গগন । হস্তী মধ্যে ঐরাবত, পক্ষ-
 র্কীতে চিত্ররথ দেবদ্বাষি নারদ তপোবন । আয়ুধেতে বিপ্র-
 কপ, নৃপ মধ্যে তুমি ভূপ, কামধেনু ধেনুতে বাখানি ।
 সর্পেতে বাহুবীক হও, নাগেতে অনন্ত কও, বক্রণেতে ষাদব
 আপনি । অমুরে প্রহ্লাদ তুমি, যুগে সিংহ জামি আমি,
 পক্ষীতে গরুড় ধর নাম । বিদ্যাতে অধ্যায় যেই, স্রোতবা
 জাহ্নবী সেই, শস্ত্রপাণি তুমি হে শ্রীরাম ॥ জপ যজ্ঞ সমাধন,
 তুমি সে নিয়ম যম, তব গুণ ত্রিগুণ অতীত । আছহ সর্ব্বত্র
 ব্যাপো, লিঙ্গ নহ কোন রূপে, নিরাকার সকারা বিদিত ॥
 অনাথের নাথ প্রভু, অখিল ব্রহ্মাণ্ড বিভু, গুণাতিত তুমি গুণ

ধাম । আমি অতি দুঃখিত, না জানি ভক্তি স্ততি, দুঃখিজনে
না হইও বাস ॥ কুলশীল তেয়াগিয়ে, তোমার শরণ লৈয়ে,
নাম টোল রাখা কলঙ্কিনী । তোমা বিনে নাহি জানি, মোরা
যত আহিরিনী গঙ্গাকর ওহে বাহুধারি ॥ পঞ্চ মুখে পঞ্চাননে
কৃষ্ণগুণ নাহি জানে, বেদ মুখে বিধি না হি পায় । ২৬ মুখে
বড়ানন, যার অস্ত নাহি পান, এক মুখে কি করি উপায় ॥
মুদিয়ে যুগল আখি, স্ততি করে বিধুমুখী, দয়া উপজিল
মনে । আপনি উঠিয়া হরি, শ্রীমতীর করে ধরি গাথ বরে
অনিয়া বচবে ॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে, শ্রীকৃষ্ণের পদতলে,
সদা কর ভক্ত বৎসল । শিশুর পুরাও আশা কর প্রভু নিজ-
দাস অন্তে দিও চরণ কমল ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রতি সদয় ।

পর্যায় । স্তবেতে হইয়া ভুক্ত প্রভু নারায়ণ । সন্মোহন রূপ
তবে করি সম্বরণ । দূরেগেল মায়াপুরী ছারী চতুর্ভুজ । পূর্ক
মত হৈল প্রভু সুন্দর দ্বিভুজ ॥ আপনি উঠিয়া তবে শ্রীমধু-
সুন্দর । শ্রীমতীর করেধরি কহেন বচন । স্থিরহও প্রাণপ্রিয়ে
কেন এত স্ততি । অবশুণে বন্ধ আমি আছি গুণবতী । তো-
মার আমার কতু নাহিক প্রভেদ । কি কারণে কমলিনী এত
কর খেদ ॥ শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গের আধা রাধা বিনোদিনী । আগম
নিগমে বেদে এই কথা শুনি ॥ তোমার অধীন আমি আছি
চিরকাল । তোমার কারণে ব্রজে হই নন্দলাল । স্থিরহও ভয়
ভ্যাক চাহ একরার । সন্মুখে দাড়িয়ে দেখ শ্রীকৃষ্ণ তোমার
এতেক বলিলা যদি কোমললোচন । আশু বাশু কমলিনী
মেলিলানয়ন ॥ আখি মেলে দেখে ধনী পূর্করূপ নাই ।
সন্মুখে দাড়িয়ে আছে নন্দুর কানাই ॥ শ্রীধাম সুবল আদি
রাখে মুক্তারন । অন্য রাখালেরা সব চরায়গোধন । নাহিক
সে সব ছারী নাহি সেই পুর । দেখিলেন কমলিনী নিজ ভ্রজ
পুরাণ । তবে সখীগণ কহে রাখারে চাহিয়া । হাস হাস কি
হোরিলাম কেনৈল হরিয়া ॥ সহচরীগণের দেখিয়া ব্রজজান
বৈকুণ্ঠী মায়াতে হরি তখনিভুলান । দূরেগেল পূর্কভাবহইল

স্বভাব । করেতেধবিয়া কৃষ্ণ বাড়াইয়া ভাব। তবে হরি প্রিয়া
কহে হরি পদতলে । য্যপি করিলা কৃপা নিজদাসী বলে ।
কমিলে সকল দোষ রাজিবলোচন । রাখিতে হইবে নাথ
মোর নিবেদন ॥ অন্য রজনীতে প্রভু যাবে কুঞ্জবন । পূজিব
অভয় পদ এই আকিঞ্চন ॥ কৃষ্ণ কন কমলিনী কি ভাবনা
তার । নিভান্ত জানিবে প্যারী আমি যে তোনার ॥ তবে
তুষ্ট হয়ে হরিপদে প্রণমিয়া । নিজালয়ে চলে ধনী সখী
সঙ্গে লৈয়া ॥ দ্বিজ কহে যেই শুনে হরির সদয় ; অন্তে তার
নাহি থাকে শমনের ভয় ॥

অথ শ্রীরাধার সখীগণ সহিত কুঞ্জবনে গমন ।

পর্যায় । গৌরমুখ কন পুনঃ করিয়া মিনতি । যে কহিলা
কৃষ্ণ ভীলা অপূৰ্ণ ভারতী ॥ তদন্তরে কি হইল কহ মহাশয় ।
শুনিতে পুরাণ কথা বড় ব'ঞ্চ হব ॥ ব্যাসদেব কন পুনঃশুন
তপোধন । শ্রীকৃষ্ণ বচনে তুষ্ট হয়ে সখীগণ ॥ আপন ভবনে
তবে আইল কিশোরী ॥ ক্রমে ক্রমে রবি অন্তে প্রবেশে
শরীরী ॥ কৃষ্ণের সঙ্কেতে কাল হৈল আগমন । দেখি রাধা
গৃহকর্ম করে সমাপণ । সখী সঙ্গে করি প্যারী গেলা কুঞ্জ-
বনে । করয়ে বাসর সজ্জা যত সখীগণে ॥ কুতুহলে তুলে
সবে ফুল নানা জাতি । মল্লিকা মালতী জাতি যুধি কেয়া-
পাতি । টগর ডাগর কৃষ্ণকলি রামকলি ॥ আট পাঞ্চল
বেল বকুল সিঁতলি ॥ অশোক চম্পক বক মাধবী রঞ্জন ।
তরুলতা সূর্য্যমুখী পলাশ কাঞ্চন । গোলাপ অপরাজিতা পারি
পাটি কত । গুলঞ্চ কবরী গান্ধা তুলে শত শত ॥ তুলিলা
অনেক ফুল গন্ধে আয়োদিত । যার গন্ধে অলিকুল সদত
মোহিত ॥ এইরূপে নানা ফুল তুলিয়া যতনে । গাঁথিল অপূৰ্ণ
মালা কৃষ্ণের কারণে ॥ তাঁর পর বহুফুলে কুঞ্জ সাজাইল ।
কুলের করিয়া শয্যা মধ্যেতে রাখিল ॥ তদন্তরে সখী সবে
আনন্দিত মনে । শ্রীমতীকে ফুল দিয়া সাজায় যতনে ॥
এইরূপ গোপীগণ বাসর সাজায় । কৃষ্ণের আশ্বাসে রহে
পথ নিরঞ্চিত ॥ হেমকালে কমলিনী সখীগণে কয় । অন্য র

জনীতে হরি আসিবে নিশ্চয় ॥ কিন্তু বড় অভিমানে ররেছে
অন্তরে । বিনা দোষে অপমান করেছেন মোরে ॥ যদি বল
অহঙ্কারে করেছিল গর্ব । সেই হেতু কালাচাঁদ করেছেন খর্ব
কিন্তু সে গরবের মূল সজনি সে জন । বিনাদোষে দোষী
মোরে কৈলা কিকারণ ॥ বুদ্ধ সাক্ষী রূপে থাকে সবাকার
ঘটে । যখন ঘটায় বাহা তাই আসিরটে ॥ দোষগুণ যত বল
নকলি তাহার । তবে কেন অপমান করিল আমার ॥ এই
হেতু মনে বড় হয় অভিমান । কিঞ্চিৎ করিব নখী ইহার বি-
ধান ॥ প্রথমেতে নটবরে দেখা নাহি দিব । প্রকার প্রবন্ধে
সবে সন্মুখে রহিব ॥ তোমরাত অষ্টমখী আমি একজন । নয়
জনে একত্রেতে হইয়া মিলন ॥ নবনারী মিলে হব অপূর্ব
কুঞ্জর । কুঞ্জর রূপেতে রব কুঞ্জর ভিতর ॥ তাহা দেখি কা-
লাচাঁদ কি করে দেখিব । পরেতে মনের সাধ সবে পুরাইব
করিরূপে প্রাণকাণ্ডে পৃষ্ঠেতে করিয়া । ব্রজের বিপিন মাঝে
বেড়াব ঘুরিয়া ॥ শুনিয়া রাধার বাণী সবে দিল মার । মুক্তা
লতাবলী গ্রন্থ দ্বিজবর গায় ॥

অথ নবনারীর কুঞ্জর রূপ ধারণ ।

পর্যায় । তবে রঞ্জে সখী সঙ্গে মিলিয়া স্রীমতী । হইল নি-
কুঞ্জে এক অপূর্ব মুরতি ॥ আদ্যশক্তি মরী রাধা শক্তি বিস্তা-
রিলা । বৃন্দা আমি চারি সখী উঠি দাড়াইলা ॥ দুই সখী
তার হইয়া মিলিত । দুই দিকে দাড়াইলা হয়ে ভাগমত ॥
উভয়ে উভয় পদ একত্র করিয়া । নীলাম্বরে গুল্ফাবি রাখিল
চাকিয়া ॥ এমনভঙ্গিতে রাখিলেক পদ ফের । অভিন্ন হইল
যেন পদ কুঞ্জরের ॥ পরে তিন সখী উঠে মধ্যভাগে রয় ।
পরস্পরে গলে২ সকলে ধরয় ॥ গলা অবলম্বনেতে করিয়া
নিভর । যোগাসন করি পদ তুলিল স্বর ॥ পদে২ হিনজনে
সংযোগ রহিল । পাশ্বে সখী ধরি তাহে কিঞ্চিৎ তুলিল ॥
কক্ষতলে রাখিল পদের যোগাসন । তিন মাথা উচ্চ হৈল
কিঞ্চিৎ তখন ॥ তিনজনে সমভাগে এমতিরহিল । মাতঙ্গের
বক্ষঃ ক্রমে জানাইল ॥ তার পর শুন আর অপূর্ব রহন ।

সন্মুখ ভাগেতেছিল সখী যেইজন । তাহার মস্তকে উঠিলেন
 এক ধনী । মাথামাথি করে দৌড়ে রহিল অমনি ॥ করীর
 সমান তুণ্ড মুণ্ডেতে করিয়া । তুণ্ড হেতু বাম পদ দিল বুলা-
 ইয়া ॥ দক্ষিণের জানু সেই সখী বন্ধে ধরে । রাখিল দক্ষিণ
 পদ বন্ধিম করিয়ে ॥ মাতঙ্গ বদনসম হইল তাহাতে । তবেত
 সন্মুখ সখী ভাবিলা মনেতে ॥ বিচারিয়া বিনদিনী বাড়ার
 ছুহাত । অভিন্ন হইল দুটি কুঞ্জরের দাঁত ॥ পাশাপাশি করি
 চক্ষু রাখে সুমিলনে । হস্তিনীর সম চক্ষু দেখার নয়নে ॥
 কর্ণের কারণে তবে মনে বিচারিয়া । নীলাম্বর অঞ্চল দিলেক
 মুরাইয়া ॥ ছুই পার্শ্বে হেন ভাব হইল তাহাতে । করীর কর্ণের
 সম লাগিল ঝুলিতে । শুণ্ডমুণ্ড চক্ষু কর্ণ দন্ত আদি করি ।
 দেখিতে হইল যেন সুন্দর কুঞ্জরী ॥ তবে রাখা বিনদিনী উ-
 ঠিয়া তখন । সহচরীগণমাথে টেকল আরোহণ ॥ শূইল শ্রীমতী
 তথানান্না ভঞ্জন করি । কত ভঞ্জন জানে নিজ জিতজের
 নারী ॥ এমন বন্ধিম হয়ে রহিল তথায় । কুঞ্জরের পৃষ্ঠগম
 হইল তাহায় ॥ তবে ধনী নিজ বেণী এলাইয়া দিল । করীর
 পুচ্ছের সম ঝুলিতে লাগিল ॥ অজ্ঞেব উজ্জল আভা লুকা-
 বার তরে । সকলসখীর অঙ্গ ঢাকেক নীলাম্বরে ॥ হইল অপূৰ্ব
 করী সুন্দর আকার । তবে কমলিনী মনে করিয়া বিচার ॥
 আপনার পৃষ্ঠ দেশে পার্হিয়া অঞ্চল । বিচিত্র আসন সম
 হইল উজ্জল ॥ আসন রাখিল মনে এই সাধ করি । উঠিয়া
 বসিবে ইথে প্রাণকান্ত হরি এইরূপে নবনারী মিলিয়া যতনে
 হইয়া কুঞ্জর রূপ রহে কুঞ্জবনে ॥ শ্রীচূর্ণা প্রসাদ বলে শুন
 সর্বজন । নবনারী কুঞ্জরের এই বিবরণ ॥ এক চিত্র হয়ে
 যেই এই কথা শুনে । দ্বিজ কহে তার ভয় না থাকে শমনে ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জবনে গমন ।

পয়ার । এখানেতে শ্রীকৃষ্ণের শুন বিবরণ । গোষ্ঠ হতে
 আইলেন আপন ভবন । রজনী যোগেতে হরি করিয়া ভো-
 জন । জননীর নিকটেতে করিলা শয়ন ॥ কিন্তু নেত্রোন্মিত্রা
 নাই সদত বিমন । কতক্ষণে নিদ্রিতহইবে পুরজন ॥ তিনদিন
 রাখাসহ নাহি সহবাস । উদয় হইল মনে বিরহ কুতান ॥ তবে

কতক্ষণে ঘুমাইল পূরজন । আস্তে আস্তে ব্রজনাথ উঠিয়া
তখন ॥ ধরিয়া মোহন বেশ গোপীকার পতি । চলিলেন কু-
ঞ্জবনে মৃদুমন্দ গতি ॥ রজনী হইল ঘোর করে ঝিল্লিরব ।
কোন দিকে মনুষ্যের নাহি অনুভব ॥ আকাশে উদয় মেঘ
গভীর গজ্জন । বিন্দু বিন্দু হাতেছে জল বরিষণ ॥ ঘোরতর
অন্ধকার দৃষ্টি নাহি চলে । ক্ষণে২ গগণেতে সৌদামিনী জ্বলে
তাঁহাতে কেবল মাত্র পথ দেখা যায় । তাহা অনুসারি হরি
চলিল। ছরায় ॥ পথে যাইতে কত আছয়ে উৎপাত । তা-
হাতে কমলাকান্ত না করেন দিকপাত ॥ রাধার ভাবেতে
রূপ হয়ে উত্তরোল । রাধাবিনে মুখে আর নাহি অন্য বোল
হা রাধা কোথায় রাধা কতক্ষণে পাব । কতক্ষণে কুঞ্জে গিয়া
রাখারে হেরিব ॥ এইরূপ রাধাকান্ত করিয়া গমন । ছয়
দণ্ডে উত্তরিল যথা কুঞ্জবন ॥ ব্রজ কহে শুন গবে এক মন
হৈয়া । কুঞ্জবনে রাধাকান্ত প্রবেশিল গিয়া ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমতীর কুঞ্জে বিরহাবস্থা ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী । এইরূপে রাধাকান্ত, রাধা ভাবে হয়ে ভাস্ত,
পনীত উঠিল ক্রমে ॥ কুঞ্জের ছয়ারে থাকি, রাধা বলে
ডাকি, উত্তর না পান কোনক্রমে ॥ শেষেতে কুঞ্জের মাক,
প্রবেশিয়া ব্রজরাজ, চারিদিক করি নিরীক্ষণ । নাহি প্যারী
সহচরী, ভব্য আছে নারি ২ কুঞ্জবনে করি দরশন । চৌদিকে
সাজান ফুল, গুঞ্জরিছে অলিকুল মধ্য ফুল শয্যা আছে
ভায় । ভব্য আছে ভিন্ন ভিন্ন গোপীকার পদচিহ্ন চারিদিকে
দেখিবারে পায় ॥ কিন্তু সখীগণ নাই, নাহি কমলিনী রাই;
দেখি মনে লাগিল ভ্রাতাশ । বিরহে ব্যাকুল চিত্ত নাহি মানে
হিতাহিত, রাধা বলি ছাড়ে নিশ্বাস । পরে করি অনুমান,
ছিল প্যারী এই স্থান, মোরে দেখি কোথা লুকাইল । এত
ভাবি গুণমণি, অশ্রুধারা প্রেমাদিনী, চারিদিকে ভ্রমিতে
লাগিল ॥ তবে ফুল বনে গিয়ে, চৌদিকে দেখেন চাইয়ে
শেষে জানি তমালেরবনে । তথায় নাপায়ে প্যারী, তবে যান
নরহরি, শাল তাল পিয়াল কাননে ॥ দেখেন না দেখাপান,
পরে শ্যাম কুঞ্জে যান, রাধাকুঞ্জে তাহার নিশ্চিতে । তার

পরে অন্য বন করি হরি অন্বেষণ, কোন স্থানে না পান দেখিতে ॥ রাধা তবে হয়ে ভোর, ভাবনায়া নাহি ওর, ভাব-
ভরে হইয়া অস্থির । ব্যাকুল হইয়া মনে, ফুললতা বৃক্ষগণে,
জিজ্ঞাসা করেন যজুীর ॥ শুনহ বৃক্ষগণ, করি তবে নিবেদন,
দেখোচ কি কিশোরী আমার । যদ্যপি দেখিয়া থাক, বলে
দিয়া প্রাণরাখ, কর তবে এই উপকার ॥ যদি বল বহুজন, এসে
থাকে এই বন, কিশোরীকে মোরা নাহি চিনি । শুনহ আ-
কার কই, কপেতে ত্রিলোক জয়ী, অক্ষ আভাজিনি সৌ-
দামিনী ॥ বনন নির্মল শশি, তাহাতে জ্বলন্ত হাসি, বিম্বকল
জিনি ওষ্ঠাধর । বচন অমিয় ভাষা, তিল ফুল জিনি নাগা,
অথবা জিনিয়া খগবর ॥ খঞ্জন গঞ্জন আখিগৃধিনী জিনিয়া
দেখি, প্রাণের সুগঠন হয় । দৌঘটেশী মধ্যক্ষিণী, বয়সেতে
সুনবিনা, কদম্ব জিনিয়া কুচবর ॥ মৃগাল জিনিয়া ভুজ, কর
পদ সরসীজ, নিভয়ে না যায় বর্ণন । নখ শশধর জ্যোতি,
মূহুর মন্দগতি, জিনিয়া সে মরণ বারণ ॥ এই কপে যেই
ধনী, আমার হৃদয়মণি, কেহ কি দেখেছে সেই জন । হয়েছি
বিষম আর্ত, বলিয়া তাহার বার্তা; কিনে রাখ শ্রীনন্দ নন্দন
এতেক মিনতি করি, বায়ে নরহরি, রাধার করেন অন্বেষণ
অমিয়া সকল বন, নাহি পান দরশন, অবশেষে শুন বিবরণ
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ বলে, শ্রীকৃষ্ণের পদতলে, দয়া কর তকত বৎ-
সল ॥ শিশুর পুরাও আশ কর প্রভু নিজ দাস, অন্তে দিবে
চরণ কমল ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের নবনারী কুঞ্জর দর্শন ।

পয়ার । তবে কৃষ্ণ বনে অমণ করিয়া । কোন স্থানে শ্রীম-
তীর দেখা না পাইয়া । বিরহে ব্যাকুল হয়ে বিধাদিত মনে
পুনরপি আইলেন নিকুঞ্জকাননে ॥ পুনরপি কুঞ্জেতে করেন
অন্বেষণ । যেখানে আছে স্থান সুগোপন ॥ হেনকালে
দেখিলেন অশোকের কাছে । প্রস্তুত মাতঙ্গ এক দাড়াইয়া
আছে ॥ রাধার বিরহে একে দহিছে হৃদয় । কুঞ্জর হেরিয়া
হরি পাইলেন ভয় ॥ করী হেরি কালাচাঁদ গণিয়া ছতশ ।
এই করি কিশোরীকে করেছে বিনাশ ॥ সর্ব অন্তর্যামি যেই

প্রভু ভগবান । পিতৃপিতৃ প্রভাবে তেঁই হারাইয়া জ্ঞান ॥ না
বুঝিতে পারি কিছু ইহার প্রভেদ । কি ভাব কৃষ্ণের করে
নাহি জানে বেদ ॥ ভাগিনা কল্পণাময়, শোকসিন্ধু জলে ।
হা রাধা বলিয়া হরি পড়েন ভূমিতলে ॥ হায় প্রিয়ে মোর
আশে আমি কুঞ্জবন । করীর হাতেতে বুঝি হারালে জীবন
কোথা গেল কমলিনী আমারে ছাড়িয়া । তোমার বিচ্ছেদে
প্রাণ যায় বিদরিয়া ॥ হায়বে দারুণ বিধি কি দোষ পাইয়া
আমার প্রাণের প্রিয়ে লইলি হরিয়া ॥ ওহে প্রিয়ে একবার
দেহ চরশন । তোমা বিনে চক্ষু মোর হতেছে জীবন ॥ রাধা
এ অঙ্গের আধা জানে নরীজনে । অঙ্গহীন হয়ে এবে রহিব
কেমনে ॥ কি দোষ পাইয়া তুমি ছাড়িলে আমারে । অধৈর্য্য
হয়েছি আমি না দেখে তোমারে ॥ অনুমান করি তুমি আ-
মার লাগিয়ে । গিয়াছিলে গোর্ধমাঝে ব্যাকুল হইয়ে ॥
তাহাতে এসেছ মনে পেয়ে অপমান । সেই অপমানে বুঝি
ছাড় নিজ প্রাণ ॥ অতএব উচিত নহে ওহে কমলিনী । একে
বারেএমধিনে ছাড়িলে অমনি ॥ তাহে যদি অভিমান হয়েছে
তোমার । মানিনী হইয়া দেখা দেহ একবার । পুরুষমত সাধি
তব চরণেতে ধরি । তোমার বিচ্ছেদ আমি সহিতে নাপারি
রাধিকা আমার দেহ রাধিকা জীবন । রাধিকা বিরহে নাহি
ধৈর্য্য মানে মন ॥ রাধা যদি ছাড়ি গেল এই বৃন্দাবন । তবে
আর কি কারণ ধরিব জীবন ॥ ওহে করি বিনাশিলে মোর
প্রাণপ্রিয়ে । পুনরপি বধ কর আমারে আগিয়ে ॥ কৃষ্ণের
কাতর দেখি অস্থির কিশোরী । মনে ভাবে করী রূপ পরি-
ত্যাগ করি ॥ আবার ভাবেন মনে আছে বড়সাধ । করীপক
পূর্ত্তেতে করিব কালাচাঁদ ॥ এত ভাবি হরি প্রিয়ে করীরূপ
রন । রাধাকান্ত রাধা শোকে করেন রোদন ॥ স্বর্গে দেবগণ
দেখি মানে মোক্ষ লাভ । বলে মরি ২ কিবা ত্রীকৃষ্ণের ভাব
শোকেতে অধৈর্য্য হৈল ত্রিজগতপতি । তাহা দেখিখুন্স ধাকি
বলেন ভারতি ॥ ওহে হরি ত্যজ শোক শুনহ বচন । একবার
করি পূর্ত্ত কর আরোহণ ॥ তবে সে পাইবে তব রাধা বিনো
দিনী । শুনহনারায়ণ অগুরু কাহিনী ॥ এতযদি আকাশেতে

হৈল দৈববাণি । শুনিয়া সুস্থির কিছু দেব চক্রপানি ॥ ব্যগ্র
হয়ে হৃষিকেশ উঠিয়া তখন । আশু ব্যস্ত করী পৃষ্ঠে করি
আরোহণ ॥ তবে নবনারী করি আনন্দিত মনে । করি পৃষ্ঠে
হরি কিরে নিকুঞ্জ কাননে ॥ দ্বিজ কহে কত ভাব জানেন
কিশোরী । নবনারী করী হয়ে পৃষ্ঠে করে হরি ॥

অথ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জ বনে বিলাস ।

পয়ার । হরিপৃষ্ঠে করি তবে নবনারী করি । কুঞ্জবনে নানা
স্থানে ভ্রমে কিরিহ ॥ যেখানে যেখানে আছে মনোহর স্থান
হরিরে লইয়া সুখে সেই স্থানে যান ॥ নারীর পরশ পেয়ে
শ্রীহরি তখন । মলয়া মারুতে হৈল উল্লাসিত মন ॥ মনে
ভাবে কৃষ্ণ এ আর কেমন । করি পৃষ্ঠ সম এত নহে কাশন
অনেক কঠিন হয় কুঞ্জরের অঙ্গ । করি পৃষ্ঠ সম এ যে দেখি
কত রঙ্গ ॥ এত ভাবি রাধানাথ এক দৃষ্টে চান । কিশোরির
কমলাক্ষি দেখিবারে পান ॥ তবে কৃষ্ণ নামিলেন হয়ে দ্রুত
তর । অবিলম্বে ধরিলেন শ্রীমতির কর ॥ তবে রাধা সখীগণে
ইঙ্গিত করিলা । কিন্ন ভিন্ন হয়ে ক্রমে সবে দাগুইলা ॥
মুচিল কুঞ্জর রূপ হৈল নবনারী । দেখি ধন্য ধন্য তবে করেন
মুরারি ॥ হাস কি দেখি নুরূপ আশা মরিহ ॥ জননিয়ে দেখি
নাই নবনারি করি ॥ নারী হয়ে কুঞ্জর হইলে নয় জনে ।
উচনিতে নারিনু আমি হেরিলা নয়নে ॥ আদ্যাশক্তি মধ্য
মায়া ভূমি কমলিনি । মায়া বলে ভুলাইলে বিধি শূলপাণী
মায়াভীত হই আমি তথাপি শ্রিয়সী । তোমার মায়ায় বদ্ধ
আছি দিবানিশি ॥ রাধা কন রাধাকান্ত তব পদমরি । হইয়া
ছিলাম বনে নবনারী করী ॥ সাধ ছিল তোমাতে লইব
পৃষ্ঠে করি । সেই সাধ পূর্ণ এবে হইল শ্রীহরি ॥ তবে রাধা-
কান্ত অতি আনন্দিত মনে । একান্তে বসিলেন নিকুঞ্জ
কাননে ॥ সখীগণ চারি দিকে চামর ঢুলান্ন । কহে আনি
পুষ্পমালা দিতেছে গলায় ॥ অগৌর চন্দন আনি দেয় কোন
জন । সুবাসিত জল আনে স্নানার্থে ॥ কোন সখী তাম্বুণ
যোগায় স্তরা করি । আনন্দে হইয়া মগ্ন যত সহচরী ॥ এই
রূপে রাধা সহ প্রভু বনমালা । করেন করুণাময় নানা রস

ফেলি ॥ তবে হরি কহিছেন রাধা করে ধরি । তুমি কি
 করেছ মান আমারে কিশোরী ॥ গোষ্ঠ মাঝে গিয়া তুমি
 হয়েছিলে দুঃখি । সেই হেতু প্রিয়ে তুমি আছ মান মুখী ॥
 এত যদি কহিলেন প্রভু নারায়ণ । করপুট হয়ে প্যারী করে
 নিবেদন ॥ তুমি ত্রিজগৎ কর্তা ব্রহ্ম সনাতন । অচিন্তা
 অব্যক্ত রূপ প্রভু নিরঞ্জন ॥ তোমার হইতে সৃষ্টি স্থিতি হয়
 লয় । কটাক্ষেতে আমা সম কত রাধা হয় ॥ গোষ্ঠ মধ্যে
 শত রাধা সৃষ্টি কর তুমি । তাহে কি কারণে রুষ্ট দুঃখি
 হব আমি ॥ তবে যে কারণে নাথ দুঃখি আছি মনে । নিবে
 দন করি প্রভু তোমার চরণে ॥ পরমাত্মা পরাৎপর তুমি
 নারায়ণ । তোমারে ভজিতে লোক হয় সাধুজন ॥ বিধিতব
 বাসব বস্ত্র লুপ্তাশন । তোমার ভজনা করে যত দেবগণ ॥
 তোমার ভজনা করি ভবের ভবানী । পরম বৈষ্ণবী নাম
 ধরিলা আপনি ॥ তোমারে মদত সেনী লক্ষ্মী সরস্বতী ।
 ত্রিভুবন লোক মাঝে হয়েছেন সতী ॥ আর তুমিতলে নর-
 নারী কতজন । তোমারে ভজিয়া পাপে হয়েছে মোচন ॥
 অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী মন্দোদরী তারা । তোমার ভজন গুণে
 সতী হৈল তারা ॥ কেবল তোমারে ভজে আমি অভাগিনী
 ব্রজমাঝে নাম হৈল রাধা কলঙ্কী ॥ অতএব মোরে তব
 নাহি মগ্না লেশ । এই হেতু দুঃখে সবা ভাসি ছবীকেশ ॥
 শুনি রাধিকার বাণী রাধাকান্ত কন । এই হেতু প্রিয়ে তুমি
 আছি দুঃখ মন ॥ তোমার সমান সতী কেবা আছে নারী
 অহর্নিশ আমি যার আছি অজ্ঞাকারি ॥ বালি হৈতে
 বৃন্দাবনে যত গোপীগণ । সতীরূপে বলিবে তোমারে সর্ব-
 জন ॥ অতএব কমলিনি বড় সুখ পাবে । কানি হৈতে কল-
 ঙ্কিনী নাম তব যাবে ॥ এইরূপ কথাতে আছেন ছবীকেশ
 হেনকালে রজনী হইল অবশেষ ॥ তবে রাধাকান্ত করি
 রাধারে সান্তন । আপন আলয়ে শীঘ্র করিল গমন ॥
 সখীগণ কমলিনি গেলা নিজ ধাম । দ্বিজ কহে সুখে মুখে
 বল হরি নাম ॥

অথ কলঙ্ক ভঞ্জনারম্ভ ।

পয়্যার । গৌরমুখ কন পুনঃ শুন মহাশয় । কি কন্ধ্যা করিলা কৃষ্ণ আঁসি নিজালয় । ব্যাস কন আন্তরে শ্রীমধুসুদন জননীর নিকটেতে করিল শয়ন ॥ বালক সমাম হরি যুমাইয়া রয় । হেনকালে সুখের রজনী গত হয় ॥ শশি অন্তাচলে গেল পোঁগাইল নিশি । ভানুর উদয় হৈল প্রকাশিল নিশি ॥ বায়স বিহঙ্গ পিক করে কলরব । ক্রমে ক্রমে পুরবাসি জাগিলেক সব ॥ যশোদা রোহিণী উঠি গৃহ কর্ষ সারি । মনের আনন্দে জাগাইল নরহরি ॥ শয্যা হৈতে উঠি তবে শ্রীমধুসুদন । সুবাসিত জলে করেন মুখ প্রক্ষালন ॥ ক্ষীরগর নবনীতৌলইয়া যততে । আনন্দে দিলেন রাণী কৃষ্ণের বদনে ॥ পড়ে চুড়া ধড়া বাজি বেশ করি দিল । মনের আনন্দে রাণী কৃষ্ণ সাজাইল ॥ পাচনি করেতে দিয়া বলে নন্দরাণী । এই বেশে একবার নাচ নিলমণি ॥ মায়ের বচনে হরি নাচিতে লাগিল । সে নৃত্য দেখিয়া সবে মোহিত হইল ॥ কিন্তু মনে জাগিতেছে রাবিকার বাণী । কি ক্রপে যুচাব নাম রাধাকলঙ্কিণী ॥ দ্বিজকহে যে নাম স্মরিলে পাপ যায় । কলঙ্ক যুচানো তাঁর কোন বড় দায় ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের মুচ্ছা ।

পয়্যার ! রাধার কারণে হরি চিন্তিত অন্তর । কি ক্রপে কলঙ্ক তার হইবে অন্তর ॥ মায়ার আধার প্রভু অনন্ত মহিমা । গুণাতিত বটে কিন্তু গুণে নাহি সীমা ॥ মনে মনে নারায়ণ করিয়া বিচার । পাতিলা বিষম মায়া কে বুঝিবে তার ॥ মায়ের নিকটেমুখে নাচে নন্দলাল । নাচিতেই কিছু ঘামিল কপাল ॥ ক্রমে ক্রমে সর্ব অঙ্গে ব্যাপিলেক ঘাম । অকস্মাৎ মুচ্ছা হয়ে পড়ে ঘনশ্যাম ॥ পদ্মপলায় চক্ষু উর্দ্ধেতে উঠিল অমল কমল মুখ ক্রমে শুখাইল ॥ নন্দরাণী দেখে কৃষ্ণ ভ্রমেতে পড়িল । শীঘ্রগতি আসি সতী কোলেতে তুলিল ॥ কি হৈল কি হৈল বলে করে কলরব । ধাইয়া আইল তরব গোপীগণ সব ॥ দৃশ্যতলজল মুখে দেব কোনজন । আপনি রোহিণী অঙ্গে করয়ে ব্যাজন ॥ অথাপি নৈহিক স্পন্দ-না

সরে নিশ্বাস । দেখি যশোমতী অতি গণিল ছত্ৰাশ ॥ তবে
ব্রজ পুরবাসী যত গোপগণ । শুনিয়া কৃষ্ণের মুচ্ছা আইল
সৰ্বজন ॥ আর বৃদ্ধা বৃদ্ধা যত গোপীগণ ছিল । কৃষ্ণ অম-
ঙ্গল শুনি সকলে ধাইল ॥ তবে চন্দ্রাবলী গিয়ে রাধার
গোচরে । কৃষ্ণের মুচ্ছার কথা কহিল। সত্বরে ॥ চন্দ্রা বলে
ওগো রাধে করিনিবেদন । আচম্বিতে মুচ্ছাগত শ্রীনন্দনন্দন
কতজন কত মত ঔষধ করিল ॥ তথাপি কিঞ্চিৎ তাঁর চেতন
নহিল ॥ রাধা বলে চন্দ্রাবলী একি অকস্মাৎ । বিনা মেঘে
ব্রজপুরে হৈল বজ্রাঘাত । কৃষ্ণ যদি ছাড়ি যান এ ব্রজ
ভুবন । তবে আর কি কারণে ধরিব জীবন ॥ চল নন্দা-
লয়ে সবে ঘাই চল । যদ্যপি কৃষ্ণের ভাল দেখি তবে ভাল ॥
নতুবা যমুনা জলে জীবন ত্যজিব । পুনর্বার আর ঘরে ফিরে
না আসিব ॥ এত বলি কমলিনী লয়ে সখীগণে । উপনীত
হৈল সবে নন্দের ভবনে ॥ দেখে ব্রজবাসী যত বিষণ্ণ হইয়া
মাথে হাত দিয়া সবে আছে দাড়াইয়া । মুচ্ছাগত বনমালী
রাণীর কোলেতে । দেখিয়া শ্রীমতিসতী ভাসিল শোকোন্মত্তে ॥
লোকের গঞ্জনা হেতু নাকান্দে ফুকুরে । বিন্দু বারিধারা
নয়নেতে ঝরে ॥ এক পাশ্বে কমলিনী রহিল। দাঁড়য়ে ।
পরে শুন যেইকপ শ্রীকৃষ্ণ লইয়ে ॥ বহুজনে বহুমত শাস্তি
করাইল । কোনমতে শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য নহিল ॥ তাহা দেখি
নন্দরাণী অসার ভাবিয়া । হিজ কহে কান্দে সতী ভুমি
লোটাইয়া ॥

অথ যশোদার রোদন ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী । বহুমত করি শাস্তি, কৃষ্ণের নহিল আশ্চি,
তাহে আশ্চি হৈল সৰ্বজন । অসার ভাবিয়া রাণী, ভাল
করাঘাত হানি, উর্ধ্বেশ্বরে করয়ে রোদন ॥ সে রোদন বর্ণি
বারে, কার সাধ্য কেবা পারে, বাণি যিনি আপনি স্বকিত
লিখিতে তাহার অন্ত, ব্যাসের লিখন কান্ত, এই হেতু বর্ণন
রহিত ॥ রাণীর ক্রন্দন ছান্দে, যত পুরবাসী কান্দে, কৃষ্ণ
শোকে হয়ে নিরানন্দ । উঠিল ক্রন্দন ধনি, ব্যাপিল ভুবন
ধানি, গোষ্ঠে থাকি শুনিলেন নন্দ ॥ তবে অতি ব্যস্ত হয়ে,

উপনন্দ সঙ্গে লয়ে, উদ্ভূতলা আপন ভবন ॥ প্রবেশি পুবীর
ম ক, দেখেন বিষম কার্য, অকস্মাৎ কৃষ্ণ অচেতন ॥ তাহা
দেখি প্রাণ উড়ে, আছাড় খাইয়া পড়ে, ছিন্নমূল তরুণের
প্রায় । উপনন্দ কাছে ছিল, করেছে ধরি তুলিল, বিধিমতে
নন্দরে বুঝায় । কহিছেন উপনন্দ, শুনহ ওরে নন্দ, নিরা-
নন্দ এবে বুদ্ধি নয় । দেখ কি হইল রোগ, করহ ঔষধ যোগ,
যে কপেতে রোগ মুক্ত হয় ॥ বিচিস্তিয়া বিজ্ঞানে, বিবেচনা
করে মনে, বিপদেতে না করে শোচন । বিহিত চিস্তিয়া
তার, করে বহু প্রতিকার, যাতে হয় বিপদ মোচন ॥ এই
কপে বহুমত, নন্দরে বুঝান যত, প্রবোধ কি মানে মনে
তার । এ বড় বিষম কার্য, কেসনে ধরিব ধৈর্য্য, অচেতন্য
কৃষ্ণ পুত্র যার ॥ হ' কৃষ্ণ বলিয়া নন্দ, হয়ে অতি নিরানন্দ,
কান্দে কৃষ্ণ কাছে যায় । দেখিয়া কৃষ্ণর ভাব, শ্রীনন্দের
জ্ঞানাত্মক, হৈল যেন পাগলের প্রায় ॥ শোক সলিলেতে
ভাসি, ধীরেই কাছে আসি, উঠ বলি ডাকে উভরায় । কহে
কবি বিজবরে, সে ভাব দেখিলে পরে, পাষণ্ড বিদারিয়া
যায় ॥

অথ নন্দের আক্ষেপ ।

রাগিনী সোহিনী পরজ । তাল আড়া ।

ধূয়া । গা তোলো গা তোলো, ও নীলকমল গোকুল
নিবাসি আকুল হলো ॥

লবু-ত্রিপদী । কান্দে নন্দ কন, উঠ বাছাধন, অচেতন
কেন রও । বিধমুখ তাসি, আধ আধ তাসি, সুখা ছিনিকথা
কও ॥ পিতা বলি মোরে, ধৈর্য্য এসো ওরে, দুঃখ ধরে
শিরে । তাঁরে কোলে করি, দুঃখসিন্ধু তরি, তাসিব আনন্দ
নীরে । তোমা বিনা আর, কে আছে আমার, বলরে এ ব্রজ
পুরে । দিনকর করে, দক্ষ কলেবরে, পদে কত কুশাস্তুরে ॥
উঠি স্বরাকরি, ওরে গিরিধারি, বাধা জল কারি দেহ । হেরি
তোর মুখ, ছুরে যায় দুঃখ, বুড়াক তাপিত দেহ ॥ এই বুদ্ধ
কাল, ওরে নন্দনাল, আর দুঃখ নাহি ময় । তোমা বিনেমোর
এই যর ঘোর, সব অন্ধকার ময় ॥ উঠ বাপধন, ও নিলরতন

বারেক দেখরে চেয়ে । পিতা নন্দ তোর, কান্দিয়া কাতর,
শোকেতে বিদরে দ্বিরে ॥ তোর যে জননী, হয়ে পাগলিনী,
মণিহার! কনি প্রায় । তোমার লাগিয়া, ব্যাকুল হইয়া, ভূমে
গড়াগড়ি যায় ॥ হের সখাগণ, শোকে অচেতন, ধেনুবৎস
আদি করে । তোর মুখ হেরে, ভাসি তাঁখি নীরে, কেহ না
ধৈর্য ধরে ॥ উঠ ওরে বাপ, ঘুচাও সন্তাপ, চাঁ-মুখে বাপবল
ওরে নিলমণি, যুড়াক পরাণি, শুনে তোর সুখা বোল ॥ এই
রূপে নন্দ, করিয়া প্রবন্ধ, ডাকিছেন উচ্চস্বরে । পাগল
সমান, দেহে নাহি জ্ঞান, আকুল হইয়া ধরে ॥ ক্ষণে মোহ
যায়, ভূমেতে লোটায়, ক্ষণে ক্ষণে উঠি ধায় । ক্ষণে চমকিয়ে
উঠে শিহরয়ে, কৃষ্ণের নিকট যায় ॥ ছুবাছু পসারি, শ্রীকৃ-
ষ্ণেরে ধরি, কোলে করে ততক্ষণ । হেরি মুখ শশী, আঁখি
জলে ভাসি, ঘন করয়ে চুম্বন ॥ ক্ষণে আঁখি ধরে, রাখি
হৃদি পরে, ক্ষণে করে হায়হ । ক্ষণে কোলে হতে, রাখিয়ে
ভূমেতে, একদৃষ্টে চেয়ে রয় ॥ দেখিতে পুনঃ আচম্বিতে,
আছাড় খাইয়া পড়ে । নন্দহীন রহে, নিশ্বাস না বহে, যেম
দেহে প্রাণ ছাড়ে । পুনঃ চমকিয়া, হা কৃষ্ণ বলিয়া, উর্দ্ধশ্বাসে
উঠি ধায় । ক্ষণে কান্দে হামে, ক্ষণে কত ভাসে, যেমন
পাগল প্রায় ॥ একপ হইয়া, বিলাপ করিয়া, শ্রীনন্দ কুশাক
অতি । শক্তি হীন প্রায়, বসিয়া তথায়, মুখে না স্বরে ভারতী
ব্যাগ্র চিত্ত হয়ে, শ্রীদামে ডাকিবে, কহে অতি যত্নভাবে ।
তুমি কৃষ্ণ প্রিয়, কৃষ্ণ তোর প্রিয়, অতিশয় ভাল বাসে ॥
মোর কথা রাখ, তুমি কৃষ্ণ ডাক, তোর কথা কৃষ্ণ রাখি ।
শুনি নন্দ বোল, শোকে উত্তরোল, শ্রীদুর্গা কৃষ্ণেরে ডাকে ॥

অথ শ্রীদামাদির কাতরুক্তি ।

পর্যায় । শ্রীদাম শুনিয়া তবে শ্রীনন্দের বোল । অধিক
শোকেতে মগ্ন হইল বিহ্বল ॥ দুই চক্ষু শতধারা বহিতে
লাগিল । আশ্রুব্যাশ্রুে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে চলিল ॥ জ্বলাদি
করি যত শিশু সঙ্গে লৈয়ে । দাড়াইল চারি দিকে কৃষ্ণেরে
ঘেরিয়ে ॥ তবেত শ্রীদাম ডাকে করিয়া মিনতি । উঠউঠ ওরে
ভাই রাখালের পতি ॥ তুমি বিনে রাখালের আর কেহ নাই

উঠরে২ ওরে প্রাণের কানাই ॥ কি কারণে ওরে কানু হইলে
 এমন । তোমার শোকেতে মজে মুখ বৃন্দাবন ॥ এই ব্রজে
 বসতি করয়ে যত জন । সবাকার প্রাণধন তুমি সে জীবন ॥
 আর যদি ক্ষণকাল তুমি না উঠিবে । সকলে ত্যজিবে প্রাণ
 নিশ্চয় জানিবে ॥ ওরে কানু তোমার মনে এই কি আছিল ।
 শোক সিন্দুর মলিলেতে ভাষাবে গোকুল । এত যদি কানাই
 হইরে ছিল তোমার মনে । ইন্দ্র বৃক্ষীকালে তবে বাঁচাইলে কেনে
 বামহাতে ধরি কেন গিরি গোবর্জন । রক্ষা কর ওরে ভাই
 এই বৃন্দাবন ॥ কি কারণে বিষপানে বাচালে রাখাল । বকের
 উদরে কেন বাঁচালে গোপালি ॥ দাণ্যদি করিয়া পান রাখ
 গোপগণে । পিতারে করিলে রক্ষা সর্পের দংশনে । বরুণ
 অলয় হৈতে আন সেই জনে । তোমার শোকে প্রাণ ছাড়ে না
 দেখ নয়নে ॥ জননী জনক মরে মরে গোপীগণ । ওরে হরি
 এতে কেন না কর রক্ষণ । ধবলী শ্যামলী আদি খেল
 বৎসগণ । তৃণ জল তারা কিছু না করে ভক্ষণ ॥ এক
 দৃষ্টে তোমার মুখ নিরীক্ষিয়া আছে । অনিবার বারিধারা
 নয়নে গলিছে ॥ উঠ কানু লহ বেণু চল গোষ্ঠে যাই । খেল
 বৎস লয়ে সবে কাননে চড়াই ॥ সবে মেলি কুতূহলে খে-
 লাকরি ভাই । রাখালের রাজা হয়ে বৈসহ কানাই ॥ হেন-
 মতে শ্রীদামাদি যত শিশুগণে । আক্ষেপ করিয়া বহু ডাকে
 জনে জনে ॥ কিছু'ত নহিল যদি কৃষ্ণের চেতন । তবেত
 অধৈর্য্য হৈল যত গোপগণ ॥ নিশ্চয় জানিয়া মৃত্যু কান্দে
 উচ্চৈশ্বরে । কার সাধ্য সে রোদন বর্ণিবারে পারে ॥ তবে
 বলদেব দেখি বিস্ময় হইল । কোন মতে শ্রীকৃষ্ণের চেতন
 নহিল ॥ আপনি অনন্ত অন্ত ভাবিয়া পান । কি কারণে
 কৃষ্ণ চন্দ্র হারাইল জ্ঞান ॥ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভাবিয়া ত্রি-
 বজ্রধন । কোন স্থানে কিছু নাহি পান অশ্বেষণ ॥ আশ্চর্য্য
 মানিয়া মনে রোহিণী নন্দন । ত্রৈলোক্য বিজয়ী সিদ্ধ করিয়া
 ধারণ ॥ গোপগণে বলদেব রলেন তখন । কিছু কাল কানু
 কর সকলে রোদন ॥ শিক্সাস্বরে ডাকি আমি করে উচ্চৈ-
 শ্বনি । দেখি দেখি কেন হেন হৈল নীলমণি ॥ এতবধি র্বিল

জনে করিয়া সাধনা । ছিজ বলে বলাই দিল সিদ্ধান্তে
ষেষণা ॥

অথ বলদেবের আক্ষেপ ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী । বলরাম সিদ্ধার্থ, সঘনে ফুৎকার করি,
সিদ্ধা স্বরে ডাকেন তখন । বলার সিদ্ধার শানে, ব্যাপিলেক
ত্রিভুবনে, চমকিত যত পুরজনে । অতন সুখল তল, বিতলাদি
রসাতল, ক্রমে সপ্ত পাতাল ভেদিন । তথা য় বসতি কত, নাগ
কুর্ম আদি যত, সকলেতে বাঁপিতে লাগিল ॥ সপ্ত স্বর্গে সুর
গণ, সবে চমকিত মন, কৈলাসে জানিয়া পঞ্চানন । ব্রহ্ম
লোকে ব্রহ্মা শুন, কম্পিত হয়ে অমনি, সঙ্গে লয়ে যত দেব
গণ । আকাশ বিমানে আসি, দেখে যত ব্রহ্মবাসি, কৃষ্ণ
শোকে লোটিয় ধরনী । অচেতন্য ভগবান, ভূমে গড়াগড়ি
যান, দেখি শুদ্ধ বিধি শূলপাণি ॥ আশ্চর্য মানিয়া মনে
লয়ে যত দেবগণে, বিধাতা ভাবেন সর্ব স্থান । কোথা প্রভু
সারাদেশ, কি কারণে অচেতন, কেহ কিছু না পান সন্ধান ॥
মায়ার আধার হরি, বিধি ভব আদি করি, শোকাগ্নিতে
সকলে ভাষিল । এখানে সিদ্ধার বোলে, কেন কৃষ্ণহেন হলে
ব্রহ্মপুর শোকেতে মজিল ॥ উঠ ওরে বনমালি, সখা সঙ্গে
কর কোলি, ডাকে তোরা দাদা বলরাম । তিলেক যে খেলা
বিনে, নাহি থাক কে ন দিনে, এবে কেন করিছ বিশ্রাম ॥
তিলেক আমারে ছাড়ি, নাহি যাও কারু বাড়ি, কি দোষে
ছাড়িলে একবারে । উঠ কৃষ্ণ উঠ ওরে, কথা কহ গলে ধরে,
তোমা বিনে ধৈর্যজ না ধরে ॥ জননী জনক তোরা, শোকে
হয়ে সন্ধ্যার, ভূমে লুটি কান্দিছ কানাই । ভূমিরে সর্বস্ব
খন, মা বাপের প্রাণধন, তোমা বিনে আর কেহ নাই ॥
তোমায় পাঠায়ে বনে, চেয়ে থাকি এক মনে, কতক্ষণে
আসিবে যবেতে । শুনিলে বেগুর ধনি, হয় যেন পাগলিনি,
ধেয়ে আসি করয়ে কোলেতে । ভূমি না বাইতে বনে, মায়ের
আরুতি বিনে, নাহি যাও কখন গোপাল । এখন কাটায়ে
মায়া, একেবারে ছাড়ি দিয়া, কোথা গেলে মায়ের দুলাল

মাগের রোদন হরি, সহিতে নাহিক পারি, এই হেতু বলি
 বারে বার । উঠরেও ভাই, আর দুঃখ দিও নাই, ব্রজপুর
 খুয়াবে তোমার ॥ আর যদি ক্ষণকাল নাহি উঠ নন্দলাল,
 তবে প্রাণ ত্যজিবে সকলে । আমিও তোমার শোকে, মুখ
 না দেখাব লোকে, প্রবেশিব যমুনার জলে ॥ এই রূপে খেদ
 করে, বলদেব সিদ্ধাস্বরে, উচ্চৈঃস্বরে ডাকেন বানাই ।
 তথাপি নাহিল প্রাণ, দেখি লোকে হতজ্ঞান, শিক্ষা কেলি
 বলি বলাই ॥ বলরাম অঙ্কের আভ', রজত পঙ্কজ নিভা,
 তাহে প্রভা হইল এমন । দুই চক্ষে বহে ধার', যেন গঙ্গা শত
 ধারা, গিরি হতে হতেছে পতন ॥ বলরাম শোকে ভাবে
 দেখি গোপগণ হাসে, নিতান্ত জানিল ক্লেশ নাই । হা ক্লেশ
 বলিয়া তবে, করি হাহাকার রবে, ক্লেশ শোকে কান্দয়ে নবাই
 নবে বলে আর কেন, যমুনায় ত্যজি প্রাণ, ক্লেশ যদি ছাড়িল
 শরীর ॥ এত বলি গোপকুল, হয়ে শোকে নমাকুল, মরণ,
 মল্লগা কৈল ছিন্ন । এসব দেখিয়া হরি, মনেতে বিচার করি,
 গোপ গোপী দুঃখ বিনাশন । রাখার কলঙ্ক যায়, সকলেতে
 মুখ পায়, উপায় ভাবিলা নারায়ণ । শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ বলে,
 শ্রীকৃষ্ণের পদতলে, দয়া কর ভক্ত বৎসল । শিশুর পুরাও
 আশ, কর প্রভু নিজ দাস, অন্তে দিয়ে চরণ কমল ॥

অথ বৈদ্যের আগমন ।

পর্যায় । গোপকুল আকুল দেখিয়া নর হরি । মনেতে
 ভাবেন তবে উপায় কি করি । যে দেখি শোকেতে মগ্ন ব্রজ
 বাসিগণ । ক্ষণেক বিলম্বে নবে ত্যজিবে জীবন ॥ অতএব
 বিলম্বেতে অনুচিত হয় । জুরায় কহিতে হৈল ইহার উপায়
 করিতে হইবেদূর কলঙ্ক রাখার । ব্রজবাসী সুখীহবে চেতনে
 আমার ॥ হেনমতে করিতে হইবে সুবিধা তা' এত ভাবি
 চিন্তামণি হৈল চিন্তাবা না । ভাবিতে ভাবিতে ব্রজরূপ
 হৈল হরি । শুনহ আশচর্য কথা অপূর্ব সাধুরি ॥ পূর্বকপে
 যশোদার কোকেতে রহিল । দেহ হৈতে অন্য রূপে ধারিহ
 হইল ॥ সে রূপ দেখিতে কেহ না পায় নয়নে । অলঙ্কিতে
 গেলা হরি নগর জমণে ॥ কি কব সে অপূর্ব রূপের বর্ণন

অভিন্ন হইল-যেন ভিষক নন্দন। কৃষ্ণের অঙ্কজ কৃষ্ণ সম
কলেবর। ইহাতে বুঝহ কপ কি কব বিস্তর। ঔষধি পূর্ণিত
স্বর্ণ কোটা করতলে। অধিকন্তু জ্যোতিঃবর পুঁথি কক্ষ স্থলে
শিখ চুলদীর্ঘ কোটা নানিকা কপালে। রোগী অশ্রুমনকরি
ভ্রময়ে গোকুলে ॥ হেনকালে নগরীর লোক কোন জন।
পথেতে পাইল সেই বৈদ্য দরশন। দ্রুত গিয়া প্রণাম করিয়া
বৈদ্যবরে। করযোড় করি কিছু নিবেদন করে ॥ অনুভব
করি বৈদ্য হবে মহাশয়। কোথার নিবাসতব গমন কোথায়
অকস্মাৎ গোকুলে হৈল আগমন। ভাগ্য হেতু পাইলাম
তব দরশন ॥ বৈদ্য বলে এত কেন করিছ মিনতি। চিকিৎসা
করিয়া তুমি আমি বৈদ্য জাতি ॥ অনুমান করি রোগী
থাকিবে আগারে। নতুবা এতেকেনবিনয় আমারে ॥ করে
কৃতঞ্জলি হয়ে সেই জন কয়। যে কথা कहিলে সত্য বটে
মহাশয় ॥ শুনিয়াছ নন্দঘোষ ভ্রজের রাজন। অকস্মাৎ
মুচ্ছাগত ভাহার নন্দন ॥ কত কত চিকিৎসা করিল কতজন
কোন মতে না পারিল করিতে চেষ্টন ॥ নন্দমুত শোকে
মুগ্ধ যত গোপকুল। রোদিন করিছে সবে হইয়া ব্যাকুল ॥
তুমি যদি রূপা করি দেখ একবার। তবে বুঝি প্রাণ পায়
নন্দের কুমার। শুনি বৈদ্য বলে রোগী দেখিলে নয়নে।
সাধ্য কি অসাধ্য রোগ বলিব কথনে ॥ সাধ্য হইলে মহৌষ-
ধি করিলে সেবন। অবশ্য হইতে পারে রোগের মোচন ॥
কিন্তু আমি নাহি যাই বিনা আবাহনে। কেমনে যাইব বল
পথিক বচনে ॥ তবেই পথিক গোপ কহে সকলগুণে। ক্ষণেক
দাঁড়াও এই রক্ষ সন্নিধানে ॥ আমি গিয়া সমাচার कहিব
তথায়। আপনি আসিয়া নন্দ লইবে ভোমায় ॥ এতবলি
বৈদ্যবরে রাখি সেই স্থান। নন্দেরে कहিল গিয়া বৈদ্যের
আখ্যান ॥ শুনি নন্দ সেই খানে আসিয়া দ্রবিত। হেরিয়া
বৈদ্যের রূপ হইল মোহিত ॥ কৃষ্ণের সমান বপু হেরিয়া
ভাহার। অন্তরে মধে ঘেহ বাড়িল অপার ॥ বিনয়ে
কহেন নন্দ এস মহাশয়। রূপা করি রক্ষা কর আমার তনয়
নন্দের আস্থানে বৈদ্য হরষিত হয়ে। চলিলেন ধীরে ধীরে

নন্দের আলয়ে ॥ তবে নন্দ কন পুনঃ মধুর বচনে । বাজি
 তেছে কুশাকুর চলিতে চরণে ॥ কুপাকরি মোর কোলে কর
 আরোহণ । কণেকেক লইয়া আমি করিব গমন ॥ বৈদ্য কন
 পিতৃ তুল্য তুমি মহাশয় । করহ উচিত তব যেবা ইচ্ছা হয় ॥
 তবে নন্দ বৈদ্যবরে কোলেতে করিয়া । পুলকে পুরিল অঙ্গ
 উঠে শীহরিয়া ॥ আপনি সে বৈদ্যকপ জীনন্দনন্দন । এই
 হেতু জীনন্দের উল্লাসিত মন ॥ ক্রমেণে করিছে কোলে হৈত
 সুখ যত ॥ বৈদ্যেরে করিয়া কোলে হৈল সেই মন্ত ॥ মনন
 ব্রজরাজ ভাবেন তখন । ইহাকে লইয়া মম হৈল এমন ॥
 এইজন হৈতে বুঝি পাইব তনয় । নতুবা বিপদে কেন
 আনন্দ উদয় ॥ এত ভাবি যান নন্দ লয়ে ক্ষততরু । আপন
 আলয়ে গিয়ে উত্তরে সত্বর । বৈদ্যদেখি সর্কজন হৈল হরষিত
 রোদন ত্যজিয়া রাণী উঠিল স্বরিত ॥ সমাদরে বৈদ্য বরে
 বসায় তথায় । করষোড় করি রাণী বিনয়তে কয় ॥ ঐশ
 দান দেহ তুমি আমার নন্দনে । ত্রেকবারে বিকাইব তোমার
 চরণে ॥ বৈদ্য বলে কেন মাগো অনুচিত বও । জননী
 সমান তুমি আমার যে হও । আমা হৈতে বাঁচে যদি তোমার
 কানাই । পুত্রভাবে দয়া রেখো আর নাহি চাই ॥ স্থির
 হও জননী গো না হও উত্তলা । দেখি আগে কিবা রোগে
 ক্রমেণে ঘেরিলা ॥ এতবলি আস্তে আস্তে ক্রম কাটহ গিয়া
 নাসিকা কপাল বক্ষে দেখে হস্ত দিয়া ॥ ক্রমেণ সর্ক অঙ্গ
 করিয়া স্পর্শন । অবশেষে হস্ত ধরি দেখয়ে লক্ষণ ॥ হস্ত
 ছাড়ি হেট মাথে বসিয়া কিস্তত । বলিতে লাগিল তবে
 সবার বিদিত ॥ খাতু নাহি পাওঁ যাগ অঙ্গ হিমময় ॥ মৃত্যু
 সম বটে বিস্ত কলে মৃত্যু নয় ॥ ভাব প্রকাশিতে আমি যে
 দেখি লক্ষণ । অনুমান করি দেহে আছয়ে জীবন । বিস্ত ও
 রোগের কিছু না পাই নির্ণয় । এই হেতু ভাবিতেছি বিবশ
 সংশয় ॥ এতবলি হেট মাথে বসিয় তখন । দেখিরা সবার মন
 হৈল উচাটন ॥ তবে বলে মহাশয় কি হবে ইহার । বৈদ্য
 বলে স্থির হও দেখি আরবার ॥ এত বলি ছোয়াতিষ খুলিয়া
 ততক্ষণ । খড়ি পাতি আরম্ভনা কারতে গগন ॥ দ্বিজ কহে

কৃষ্ণ পদে করি পরিহার । কে বুঝিতে পারে প্রভু মহিমা
তোমার ॥

অথ বৈদ্যের গণনা ।

দীর্ঘত্রিপদী । জ্যোতিষ খুলিয়া বৈদ্য, ভূমে খড়ি পাতি
সদ্যঃরাখে অঙ্ক করিয়া পাতন । অন্য অঙ্করাখি পরে, অঙ্কেতে
পুরণ করে, পুনঃ অঙ্কে করয়ে ধরণ ॥ এইরূপে খড়ি ধরি,
হরণ পূরণ করি, ক্ষণকাল করিয়া গণন । রোগের করিয়া
স্থির, কহিতে লাগিল ধীর, যেই রূপে হইবে মোচন । বৈদ্য
গণনায় কয়, রোগ হৈল শূন্যচর, কিন্তু বড় বিষম ঘটিল ।
যে দেখি ওষধি যোগ, নিদানের অঙ্গযোগ, জ্যোতিষের
মতেতে মিলিল । অধিক কিকব আর, অনুপান পাওয়া ভার
এই হেতু ভাবিতেছি মনে । শুনে উপানন্দ কয়, যা কহিবে
মহাশয়, তাহা আমি মিলাব যতনে ॥ চেক্টার অসাধ্য নাই,
চেক্টার দুঃখ পাই, এই কথা সর্ব লোকে কয় । ততএব চেক্টা
করি, অবস্থা মিলাতে পারি, কহ দেখি শূনি মহাশয় । বৈদ্য
কহে শুন তবে, যে ওষধে রোগ ঘাবে, ওষধি আছয়ে মোর
ঠা । পতিব্রতা হবে যেই, ওষধি বাটিবে সেই, এই মত সতী
নারী চাই ॥ পতিব্রতা সত্য নারী, কক্ষে করি হেম ঝারি,
যমুনা হৈতে জল আনি । সে জলে ওষধি জ্বলে, কৃষ্ণমুখে দিবে
তুলে, রোগ দূর হইবে তখনি । শূনি উপানন্দ হাসি, কহেন
মধুর ভাষি, এই হেতু কিসের ভাবনা । নগর এ বৃন্দাবনে,
সতী আছে বহুজনে, বৈদ্য বলে কথাতে হবেনা ॥ মুখেতে
যে সতী কয়, তাহাতে প্রত্যর নথ্য পরীক্ষা করিতে হবে তার
পরীক্ষায় উদ্বিলে, তবেসে সতীর জলে, হইতে পারিবে
উপকার । সে নিয়ম পরিষ্কার, কহি শুন শুবিস্তর, কেশ
তুলি মস্তক হইতে । গ্রন্থ দিয়া দীর্ঘ করে, গিয়া যমুনার
তীরে, সেতু এক হবে নির্মাইতে ॥ পাশ্চ ভাবে কিছু ভায়,
না থাকিবে যোগ আর, এক কেশে সেতুদীর্ঘাকার । তাহাতে
যমুনা পার, হইবেক তিনবার সেই নারী সতী সারোদ্ধার ॥
উপানন্দ কন পুনঃ কহু কি সম্ভবে হেন, এমন সেতুতে হওয়া
। পরপৈদ্য বলে সতী যেবা তাহার অসাধ্য কিবা, পুরাণে

প্রমাণ শুন তার । অযোধ্যাতে রঘুপতি তাঁর জায়া সীতা
 সতী, রাবণ হরিয়া লইল তার । রঘুনাথ কোপ করি, সবংশে
 রাবণ মারি, সীতা উদ্ধারিল পুনরায় ॥ কিন্তু সেই রঘুপতি,
 জানিয়া সীতায় সতী, তবু করেন পরীক্ষা বিধান । যতেক
 বানর মিলে, কাষ্ঠ অগ্নি অগ্নি জালে, অগ্নি হৈল পর্কিত
 প্রমাণ ॥ সতী প্রবোদল ভায় সব করে হায় হায় মনে
 ভাবে জানকী মরিল । সতী নারী যেই হয়, তার কি অনলে
 ভর, স্পর্শমাঝে শীতল হইল ॥ অগ্নি মাঝে সীতা দেবী,
 শ্রীরামের পদ ভাবি, আনন্দেতে বসিয়া রহিল । অগ্নি হৈল
 স্নানীকরণ, পরে উঠি সেই স্থান, পতি পদে আসি প্রণমিল ।
 অনল হৈতে বড় এ পরীক্ষা নহে দড়, ইথে কেন ভাবিছ
 সংশয় । শুন শুন কহি সার, কণা অগ্নি জল আর, চিরকাল,
 বিধি পরীক্ষায় ॥ এত যদি বৈদ্য কন, তবে চমকিত মন,
 উপানন্দ চান নন্দ পানে ॥ নন্দ কন ভাব কেনে, দ্বিজগ
 রমণীগণে, নারী মন্য নারী ভাল জালে ॥ শুনিয়া নন্দের
 বাণী, নারীগণে কানাকানি, বলে একি দোখ মর্কনাশ ।
 কি ঘটিতে কি হৈল, কালকণী বৈদ্য আইল নারী কুচ্ছ
 করিতে প্রকাশ ॥ শ্রীতর্কাদাস বলে, শ্রীকৃষ্ণের পাতলে, দয়া
 কর ভকতবৎসল । শিশুর পুরাও আশ, কর প্রভু নিজ দাস
 অন্তে দিয়ে চরণ কমল ॥

উপনন্দ কর্তৃক নারীগণের আশ্বাস ও

নারীগণের পরস্পর হৃদয় করণ ।

পর্যায় । নন্দের বচনে উপনন্দ হয়ে খীর । মধুর নিম্বরে
 কহে বচন গভীর ॥ শুন শুন ব্রজবাসী নারী যতজন । স্বকণে
 শুনিবে তবে বৈদ্যের বচন ॥ যে হও পরমা সতী এ ব্রজ
 মণ্ডলে । পরীক্ষা করিয়া বারি আন কুতূহলে ॥ ত্রিভুবনে যত
 কীর্তি হবে চিরকাল । অধিকন্তু প্রাণ পাবে নন্দের ছলল ॥
 পর উপকার হবে বাড়িবেক মান । ইহার অধিক কহ্য কিবা
 আছে আন ॥ অতএব উঠ শীঘ্র সতী যেই জনা । নন্দমুখে
 বাচিয়া রাখ ঘোষণা । এত যদি বার বার কহে উপনন্দ ।
 কোন নারী কিছু নাহি জালে ভাল মন্দ ॥ হেট মাথে রহে

সবে নাহি ক্ষুরে বোল । আপনা আপনি পরে করে গণ্ড-
গোল ॥ পরস্পরে এ উহারে বলে বার বার । তুমি সাক্ষী
সতী বট হও আগুস'র ॥ শূনিয়া তাহার কথা কহে আর-
জন । তুমিত প্রধানা বট সতীতে গণন ॥ চিরকাল সতী
বলি হাতানাড়া দাও । এবে কেন আর জনে বল তুমি যাও
ননদিনী যেই হয়পাই । সে ছলা । ভ্রাতৃবধু প্রতিবলে বাড়া
ইয়া গলা ॥ তুনিতো আছহ সতী আমাদের ঘরে । পরীক্ষা
করিয়া জল আনহ সত্বরে ॥ পতির কাছেতে সদা সতীত্ব
জানাও । পত্র অবশিষ্ট আর পদোদক যাও ॥ একদিন পতি
যদি স্থানান্তরে রয় ! সে দিন উপসি থাক আহার না হয় ॥
ঘরে পাইলে পবে ধৈর্যে গিয়া তত্ত্বরণ । সুবাসিত জল দিয়া
ধোয়াও চরণ ॥ এই রূপে তাই মোর বশে রাখিয়াছ । আমা-
দের একবারে পর করিয়াছ ॥ সতীত্ব জানাতে পোড়া মুখে
পড়ে জল । এবে কেন অধোমুখে রহিলিতা বল । শূনি নন-
দির বাণী অন্তরেতে জলে । ছন্দোবিষভরা মুখে মধুস্বরে বলে
বাকা মুখে চোখা কথা নাহি বাসো লাজ । যে পারে সে
জন গিয়া করুক এ কাজ ॥ দেখিবারে পতিভক্তি না পার
আমার । অদ্যাবধি মোর কর্মে তুমি লহ ভার ॥ কহিল যে
তোমা'রে করেছি আনি পর । অদ্যাবধি তাই লয়ে মুখে
কর ঘর ॥ এই রূপ কথার কোশলে নারীগণ । পরস্পর
কোন্দল করয়ে সর্বজন । তাহা দেখি নন্দরাণী হইয়া
ভাবিত । রোহিণীর প্রতি চাহি করেন ইচ্ছিত ॥ ইচ্ছিত
বচনে রাণী কহেন তখন । রমণীগণের ছন্দ করাও ভঞ্জন ॥
সতী সাক্ষি নিকটেতে যাচ পরিহার । দ্বিজ বলে প্রাণ দেও
গোপালে এবার ॥

অথ রোহিণী কর্তৃক নারীগণের ছন্দ নিবারণ ।

পয়ার । রাণীর বচনে তবে উঠিয়া রোহিণী । সবাকারে
কন দেবী স্তমধুর বাণি ॥ বিপদে বিরোধ করা অতি অম-
ঙ্গল । যশোদারে কৃপা করি ছাড় গো কোন্দল ॥ সতীর
চরণে করি অসংখ্য মিনতি । ক্রুদ্ধে বাচাইয়া রাখ গো কুলে
খেয়াতি ॥ জল আনি ক্রুদ্ধ ধনে বাচাবে যে জন । চিরকাল

তার মত হবে কৃষ্ণধন ॥ বিশেষত নন্দঘোষ জশোদা
 রোহিণী । তার কাছে বিনা মূল্যে বিকাবে অমনি ॥ এইমত
 বিনয়েতে রোহিণী কহিল । ব্রহ্মগণের ছন্দ ক্রমেতে যুটিল
 কিন্তু কেহ সেহু পার না করে স্বীকার । এ বলে উহারে তুমি
 হও আশ্চর্য্য ॥ হেনমতে কত নারি করে কানাকানি ।
 সকলে বলে তুমি সত্য জানি ॥ এই কপে পরস্পর বলিছে
 সবই । তার মাঝে দাড়াইয়া কমলিনী রাই । তাঁহারে
 চাহিয়া কেহ নাহি কিছু কয় । কৃষ্ণ কলঙ্কিনী বলি জানিয়ে
 নিশ্চয় ॥ তাহা দেখি শ্রীমতীর বাঁধে অভিমান । নরনের
 জলে ভাসে কমল বয়ান । নিশ্বাস ছাড়িয়া পারি হ' কৃষ্ণ
 বলিয়া । অসতী হয়েছি নাথ তোমারে ভজিয়া ॥ সেই হেতু
 ঘৃণা করে নাহি কহে কথা । তাহাতে ছদয়ে কিছু নাহি মোর
 ব্যাথা । যদ্যপি দেখিতে পাই তোমার চেতন । তবেত এহু
 মোর ইবে মোচন । নতুবা ত্যজিব দেহ যমুনা জীবনে অন্তে
 যেন পাই স্থান ও রাঙা চরণে । এত বলি গাথি জলে ভাসে
 কমলিনী । এখানেতে সত্য চাহি অমেন রোহিণী ॥ সকলের
 কাছে দেবী যাচে পরিহার । কোন নারি আসি তথা নাকরে
 স্বীকার ॥ তাহা দেখি টেদা বর দেয় টীটকারি । ব্রন্দাবন
 মাঝেতে কি নাহি সত্য নরী ॥ ধিক ধিক গোকুল বাসিনী
 নারীগণে । একজন সত্য নারী নাহি এই স্থানে । সে
 কথায় লজ্জা পেয়ে যত নারীগণ । অধোমুখে রহে সবে না
 তোলে বদন ॥ কোনজন কিছু যদি উত্তর না দিল । তবেত
 রোহিণী দেবী নিরন্ত হইল ॥ দেখিয়া যশোদা রাণী করেন
 রোদন । মোর ভাগ্যে সত্য শূন্য টেইল ব্রন্দাবন ॥ ধনিষ্ঠা
 নামেতে সখী যশোদার ছিল । রাণীর কর্ণের কাছে কহিতে
 লাগিল ॥ জটীলা কুটীলা দুই জন বড় সত্য । চিরকাল এ
 গোকুলে আছয়ে খেলাতি ॥ কিন্তু তারা কৃষ্ণ পক্ষে বিপক্ষ
 সদাই । আনিবে কি না আনিবেকহিতে ডরাই ॥ রাণী বলে
 ভাল মনে করিলে জননী । জটীলা নিকটে চল যাইবু আ-
 পনি ॥ অবশ্য আনিব তারে করিয়া মিনতি । দ্বিজপলে
 শীঘ্র চল ওগো যশোদতি ॥

অথ জটিলার নিকটে যশোদার গমন ।

লঘু-দ্রিপদী । তবে নন্দরাণী, যেন পাগলিনী, জটিল
ভবনে যায় । নাহি কিছু দ্রুতি, চলে শীঘ্রগতি, মগিহারী
কণীপ্রায় ॥ ধুলার ধূসর, সর্ষকলেবর, যুক্তকেশ স্নানমুখী ।
সঙ্গে চারি সখা, ধনিষ্ঠা কুমুখী, শরলা শঙ্কতে তুখী ॥ এই
রূপে রাণী, সঙ্গেতে সঙ্গিনী, জটিল ভবনে গিয়া । কোথা
গো জটিল, বলি ডাক দিল, জটিল আইল ধাইয়া ॥ দেখি
নন্দরাণী, জটিল আপনি, আসন আনি যোগায় । বৈশ্য বলি
হয়ে কৃতঞ্জলি, বিবরণ জিজ্ঞাসয় ॥ শুনেছে সকল, তবু করে
ছল, যেন কিছু নাহি জানে ॥ করিয়া বিনয়, কুশল সুধায়,
যশোদারূপিদ্যমানে ॥ বলে যশোমতী, কি কব ভারতী,
কুশলায় বিবরণ । আজি দিব কল, কেটেছে কপাল, হারা-
য়েছি কৃষ্ণধন ॥ শুনি চমকিয়া, উঠে শীহরিয়া, বলে এঁক
সর্ষনাশ । হৃদি হৃষ্টভরা, মুখে সকাতরা, করে কত হা ছাশ
কহিছে জটিলে, কি কথা কহিলে, শুদ্ধিয়ে বিদরে হিরে ।
এঁক অকস্মাৎ, শিরে বজ্র ঘাত, কহ দেখি বিশেষিয়ে ॥
ধনী বলে আর, কি কহিব ছাঁর, আমার পোড়া কপাল ।
নাচিতে নাচিতে, পড়ে আচম্বিতে, মুচ্ছা গেল নন্দলাল ॥
চেতন কারণ, করে কত জন, যে যেমন ক্রম জানে । তার কত
জন, বৈদ্য বিচক্ষণ, বিবধ ওষধ জানে ॥ করি বহুক্রম, না
ধরিল ক্রম, ওষধ বিফল হইল । শেষে একজন, বৈদ্যোত্তম নন্দন
ব্রজমাঝে উত্তরিল ॥ পথে দেখা পাইয়ে, তাহারে ডাকিয়ে
আনিলেন ব্রজপতি । সে জন আসিয়া, গোপালে দেখিয়া,
কহিল অদ্ভুত অতি-না বহিলেক এই, সতী নারী যেই, যমু-
নার জল আনি ওষধ গুলিয়ে, দিলে খাওয়াইয়ে, তবে বাঁচে
নীলমণি ॥ সতী যে হইবে, পরীক্ষা করিবে, যমুনার তীরে
গিয়ে । যমুনার পার, হবে তিনবার, এক কেশ সেতু দিয়ে ॥
তবে জানি সতী, সাধী সুজমতী, কার্য্য হবে ভাল ত রাএ
কথা অবগে, যত নারীগণে, কেন না করে স্বীকার ॥ আমি
জানি ধনী, পতিপরায়ণী, তব সমা বেহনাই । তুমি দয়া
করি, আন যদি বারি, তবেত গোপালে পাই ॥ শুনিয়া

জটীলা, জৈবদ হানিলা, বলে এই কোন ভার । যখনায় গিয়ে
কেশ নেতু দিয়ে, পার হওয়া তিনবার ॥ শত শত বার, হতে
পারি পার, কিন্তু আছে কিছু কথা ॥ আমার যে কন্যা, সতী
মধ্যে গণ্যা, ধন্যা মান্যা যথা তথা ॥ তাহারে জিজ্ঞাসি,
কহিব গো আসি, যেবা হয় সুবিধান ॥ এতেক বলিয়া,
জটীলা উঠিয়া, কুটীলা নিকটে যান ॥ গোপনেতে থাকি,
কুটীলাকে ডাকি, কহিলেক বিবরণ ॥ কুটীলা শুনিলা, কো-
পেতে ক্রোধিলা, বিজ্ঞ করে নিবারণ ॥

অথ জটীলার কুটীলার কথোপকথন ।

পর্যায় । শুনিয়া মায়ের কথা ক্রোধিয়া কুটীলা । কর্ণ বচনে
কোপে কহিতে লাগিল ॥ ভাল হৈল মরিল সে নন্দ্রর কুমার
ঘুটিল পরম শত্রু আয়ান দাদার ॥ যার জন্য ঘরে পরে
লজ্জা সদা পাই । সেজন মরিলে ভাল আর কিবা চাই ॥ যার
মৃত্যু হেতু পুজা মানি দেবস্থানে । তাহারে বাচাতে যত্ন পাব
কি কারণে ॥ তোমার কুলের খেঁচা দিল যেইজন । তুমি তার
হিত হেতু করিছ যতন ॥ যে বল সে বল মাগে তাহা না চাইবে
বাচাইতে নন্দমুতে যাইতে নারিবে । আর ক এমন সতী
আছে বুন্দাবনে । জল আনি বঁচাইবে নন্দ্র নন্দ্রনে ॥ অত
এব তুমি আমি না গেলে তথায় । অবশ্য মাইবে শত্রু একথা
নিশ্চয় । শুনি কুটীলার বাণী প্রবিনা জটীলা । প্রবোধ বচনে
তারে বুঝাতে লাগিলা ॥ যে ক'হলা সত্যবটে সকলি প্রমাণ
কিন্তু আপনার সদা চাহি যশমান ॥ তন্দ্রমুতে বাচাইতে নাহি
মোর মন । তবে যে যাইতে চাহি যশের কারণ ॥ যে কর্ম
করিতে না পারিল নারিগণে । সে কন্ম করিলে কীর্তি রহে
ত্রিভুবনে ॥ ১৫ বা নিশি যঃ কীর্তি ঘুষিবে সবাই । জটিল
কুটীলা সমান সতী কেহ নাই । বিশেষতঃ সত্যকপে জানেন সর্ব
জন । নাগেলে বলিবে তবে থাকিবে কাবণ ॥ অসতী বলিয়া
পুনঃ ঘুষিবে সবাই । এই হেতু এই কর্ম করিবারে চাই ॥ এত
যদি জটীলা বলিলা বুঝাইয়া । কুটীলা উঠিয়া তবে হরষিত
হইয়া ॥ আন্তর্যাস্ত্রে উঠি তবে অনন্দিত মনে । আইলা জ-
টীলা সহ যশোদা সদনে ॥ কুটীলা যদোদা পদে করে প্রাণ-

পিত । আশীর্বাদ করে রাণী শিরে দিয়া হাত ॥ তবে তজটীলা বলে শুন যশোমতি । জল আনি বাচাইব তোমার মস্তক ॥ এতেক শুনিয়া রাণী রাণী হরষিত । জটীলাকুটীলা লয়ে চলিল। হরিত ॥ আপন আলয়ে গিয়া উপনীত হইয়ে । কহিলেন নন্দরাণী বৈদ্যেরে চাহিয়ে ॥ এই আমি জানিয়াছি সত্যি হইজন । যে হয় করিতে কৰ্ম্ম বলহ এখন ॥ দ্বিজ বলে বৈদ্যকৃপা দেব ভগবান । চলিলেন কেশ সেতু করিতে নিৰ্ম্মাণ

অথ বৈদ্যের কেশ সেতু নিৰ্ম্মাণ ।

দীর্ঘত্রিপদ । সত্যি দেখি বৈদ্যবর, হয়ে অতি লক্ষ্যস্তর, সম্বরেতে যমুনার শান । মাথা হৈতে তুলি কেশ, লইলেন অবশেষ, কেশ সেতু করিতে নিৰ্ম্মাণ ॥ যমুনার তটে গিয়া কেশে গ্রাসি দিয়া, শতধন্য দীর্ঘে বাড়াইয়া । যমুনা উভয়কূলে দুইশাল বৃক্ষমূলে, টানা দিয়া রাখিল বান্ধিয়া ॥ পার্শ্বভালে যোগ তার, না থাকিল কিছু আয়, নিম্নভাগে রহে শূন্যময় । তার নিম্নে সুগভীর, অতলম্পর্শ নীর, দেখিয়া মনেতে লাগে ভয় ॥ এই কপে সেতু করি, নন্দার মন্দিরে করি, বৈদ্যরাজ আসি ভরা করি । কহিলেন যাও তবে, সতী সঙ্গে লয়ে সবে পার হয়ে আনি দেহ বারি । তবে ত জটীল ধন্য, নারী মধ্যে অগ্রগণ্য, নিজ কন্যা, অগ্রেতে করিয়ে । সত্যমধ্যে দর্শ করি, কক্ষে লয়ে হেমঝারি, উঠিলেন অগ্রসারী হয়ে ॥ তবে ব্রজবাসীগণ, সঙ্গে চলে অগণন, জটীলার সতিত্ব দেখিতে । বাল বৃদ্ধা যুবা জর, স্ত্রী পুরুষ চলে ভরা, ক্রমে সবে চলে হরষিতে ॥ রাধিকার সহচরী, বৃন্দা চিত্রা আদি করি, বাড়শ সহস্র অষ্টজন । অকিঞ্চন নারী যত, এক মুখে কব কত, সকলেতে করিছে গমন ॥ হেনমতে ব্রজনারী, চলিলেন সারি সারি, নাহি হয় তাহার গণন ॥ সবে মাত্র বৃন্দাবনে, রাহিলেন পঞ্চজনে, শুন তার কহি বিবরণ । অচৈতন্য বলীধর, চিকিৎসক বৈদ্যবর, কৃষ্ণমাতা যশোরা রোহিণী । বন কক্ষে অশূলিয়া, এই হেতু নাহি গিয়া, অধিকন্তু রাখা সুবদনী ॥ কৃষ্ণ কলঙ্কের ভয়ে, লাজে নতমুখী হয়ে, নাহি যান জতি হুংসন ॥ এই হেতু পঞ্চজনে, রাহিলেন বৃন্দাবনে ॥

আর সবে করিলা গমন । ইহা তিন অন্য গ্রাম, কতক
কহিব নাম, যত দূর শুনে সমাচার । তথাকার লোক যত,
ধায় সবে অবিরত, দেখিতে অশির্বা ব্যবহার ॥ এই রূপে
কুতুহলে, যমুনার জলে স্থলে, রহে লোক অসংখ্য গণন ।
কেহ নৌকা করি ভর, কেহ উঠে বৃক্ষোপর, অশ্ব গজে রথে
কোনজন ॥ যমুনা উভয় কুলে, পদব্রজে ভূমিতলে, রহে
কত না হয় বর্ণন । স্বর্গে থাকি দেবগণে, করিবারে দরশনে,
আকাশেতে করে আগমন ॥ আপন আপন জানে, রহিয়া
আকাশ মানে, কোতুক দেখেন সর্বজন । দ্বিজ সবে সেই
স্থলে, রহে সবে কুতুহলে, পরে শুন কহি বিবরণ ॥

অথ জটীলার কেশসেতু পার হওন ।

পন্ন্যার । এই রূপ সর্বজন যমুনার কুলে । কোতুক দেখিতে
সবে রহে কুতুহলে ॥ হেনকালে জটীল আটল সেইস্থানে ।
দর্শ করি কহেধনী সব বিদ্যমান ॥ সতীত্বের বলে ত্রিভুবন
ভুচ্ছ করি । কেশ সেতু দেখিয়া কি আশি মরি ডরি ॥ এই
কেশসেতু পার কোন বড় ভার । তিনবার পার কেন হব শত
বার ॥ এই দেখ অনাস্রমে পারহয়ে যাই । অসতী কুলটার
মুখেতে দিরা ছাই ॥ হেনমতে বহুদর্শ করিলা জটীল । হেমঝারি
কক্ষে করি সতুরে চলিলা । অহঙ্কারে মত্ত হয়ে বেগেতে চলিল
কেশ সেতু উপরেতে পদ ভুল দিল ॥ যেই মাত্র পদা
র্পণ করে সেইস্থলে । কেশ সেতু ছিড়িয়া জটীল পড়ে জলে
জলেতে পড়িয়া ধনীভাসিয়া চলিলা তাহা দেখি সর্বজন হাগিতে
লাগিল ॥ বিপক্ষ গণেতে বলে ভাল বটে সতী । সেতু পার
হয়ে জল আনিছে সম্প্রতি ॥ এইরূপে বিপক্ষেতে টীটকারি
দেয় । জটীল পড়িয়া জলে ভাসিয়া বেড়ায় ॥ নৌকা আরো
হিংগে যত দেখিতে আইল । দেখিয়া দুর্দশা ভারা নৌকাতে
ভুলিল ॥ নৌকার আনিয়া তখন কুলেতে উঠায় । জটীল
না তোলে মুখ মলিন লজ্জায় ॥ বারম্বার উপহাস করে সর্ব-
জন । তাহা দেখি জটীলার অরুণ নয়ন ॥ মায়েরে নিন্দিয়া
কহে শূণ্ডীর বাণী । থাকিবে কিঞ্চিৎ পাপ মনে অহুমানি
দোষ আছে জান যদি আপনার মনে । তবে লোক হাসা-

ইতে গিয়াছিলে কেনে ॥ বিদ্যমান আছি তোর আশ্রিতে
নন্দিনী । তবে কেন এ কর্ম্মেতে আইলে আপনি ॥ এই দেখ
তোর বিদ্যমান আশ্রি যাব । সেতু পার হয়ে বারি এখনি
আনিব ॥ কোথা গেল বৈদ্যবর ডাকহ তাহারে । পুনঃ
নির্ম্মাইয়া সেতু দেয় সে আমারে ॥ এত যদি দর্প করি কু-
টীলা বলয় । দূরে থাকি চম্ভাবলী কৌশলেতে কর । না হইতে
কন্যার সতীত্ব হয় বড় । চিরকালাবধি সে আমরা জানি দড়
শুনিয়া চম্ভার কথা কুটীলা জলিল । তথাপি তখন কিছু
উত্তর না দিল ॥ বৈদ্য বলি ধনী ঘন ঘন ডাকে । বৈদ্যের
সংবাদ আসি কহে কোন লোকে ॥ তবে বৈদ্যরাজ শীঘ্র
গিয়া সেই স্থান । পুনর্বার কেশ সেতু করেন নির্মাণ ॥ সেতু
নির্ম্মাইয়া বৈদ্য গেল নন্দালয় । এখানে কুটীলা তবে পার
হতে রয় ॥ দ্বিজ বলে কোথা যাও হইয়া সত্তরা । সেতু নহে
এ কেবল কলঙ্কের ভরা ॥

অথ কুটীলার সেতু পার হওন ।

লঘু দ্বিপদী । কুটীলা সুন্দরী, উঠি দ্বরা করি, হেমকারি
কক্ষে লয় । মহাশয় বসনে, বস্ত্রিম নয়নে, ইতস্তত নিরীক্ষয়
দেখি সে চাহনি, পুরুষ অমান, পড়য়ে মোহন কান্দে । কি
জানি কি ঘটে, কলঙ্ক বা রটে, কলঙ্ক বিহীন চাঁদে ॥ মনে
এই ঘোর, মুখে মহাজোর, হলে কতমত ভাবে । সখীগণে
চায়ে, নয়ন ফিরায়ে, সতীত্ব জানায় ভাবে ॥ একপ ভজিতে
হেলিতে ছলিতে, সেতু কাছে উত্তরিয়া । সেতু লক্ষ করি,
কহিছে সুন্দরী, নারীগণে বিনিন্দিয়ে ॥ কেশসেতু শুন, হইয়া
নিপুণ, বজ্রনম হও তুমি । তব পায়ে গিয়া, পরীক্ষা করিয়া,
জল লয়ে আসি আমি । শুন তোরে বলি, নহি চম্ভাবলী,
নহি রাধা কলঙ্কিনী । নহি বৃন্দা দূতী, নহি চম্পাবতী, নহি
চিত্রা বিনোদিনী ॥ আর বৃন্দাবনে, আছে সখীগণে, ঘোল
হাজার অকৃতন । কলঙ্কিনী কন্যা, তাহে নাহি গণ্য, তোরে
বলি বিবরণ ॥ আরি হই ধন্য, সতী অঙ্গণ্য, কুটীলা সুন্দরী
নাম । যোর পুণ্যফলে, বাচিবে গোপালে, বজ্রনম আবিরাম

এতক বলিয়া, ছলেতে নিশ্চিন্দা, যতক রমণীগণে । সেতর উপরে, পদাৰ্পণ করে, অত্যন্ত গর্ভিত মনে। যেমনচরণ করিল অৰ্ণণ, কেণ সেতু উপরেতে । অমনি ছিড়িল, কুটীলা পড়িল, মেঘে লোক সকলেতে । চিরকালধরি, কুটীলা সুন্দরী, যায়ে যত বলে ছিল । পেয়ে তারা বাদ, সবে তোলে দাদ, যা যে মনে আছিল ॥ রাধার গঙ্গিনী, যতক রঙ্গিনী, দেয় কত করতালি । বলে সতী ভাল, ভাল ভাল ভাল, সতীত্ব ভাল জানাইলি ॥ কেহ উলু দেয়, কেহবা হাসয়, খল খল সব করি । কেহ শব্দ পুরে, কেহ উচ্চৈশ্বরে, ঘন দেয় টীটকারি । একপে সকলে মহা কোলাহলে, নিশ্চিন্দা করে কুটীলারে । কুটীলাহেথায় ভাসিয়া বেড়ায়, যমুনা গভীর নীবে । পড়িয়া তরঙ্গে, মনের আতঙ্কে, ভস্তির হৈল অতি । ভাসিল বসন, হৈল বিবসন, না হিক অঙ্কের ধূতি ॥ অল খেয়ে তার, পেট হৈল ভার, না পারে দিতে সাঁতার । মোর প্রাণ যায়, কি করে লজ্জায়, করে ধনী হাস্যকার ॥ ত্রাহি ত্রাহি কবে, ডাকে উচ্চৈঃশ্বরে, ছুবাছ তুলিয়া সবে । বলে মরি মরি, লয়ে আসি তরী, উদ্ধার করহ ভবে । যেই পুণ্যবান, হও আশ্রয়ান, প্রাণদান দেহ মোরে । সে কথা শুনিয়া, সখীরা হাসিয়া, বলে নাহি তোণ ওরে ॥ ও পাপ কারিণী, কুল কলঙ্কিনী, এখন বাঁচিতে নাথ । ঢাকি নিজ বাদ, করিয়া বিবাদ, লোকে দেও অপবাদ । বিধি তনুকুল জাজি সে আকুল, প্রকাশ করিয়াছিল । কোন মুখে আর ও মুখ তোমার, লোকেরে দেখাবেবল । দিক দিক দিক, কিকব অধিক, ঢলানি পাণিনী আলো । ছি ছি লাজ নাই, পোড়া মুখে ছাই, তোমার মরণ ভাল ॥ একপে তাহারে ভৎসেবারে ২ মিলে যত সখীগণ । সে কথা কে শুনে, ডাকে প্রাণপণে, রাখিতে প্রাণ আশন ॥ দেখি তার দশা, অনেক মহসা, তরি লইয়ে যাইল । ঘরি তার কর, ভুলি নৌকাপর, বসন পরিতে দিন ॥ তবেত কুটীলা, প্রাণেতে বাঁচিল, আইলা কুটীলা পাশে । তাহা দেখি পুন, হালে যক্ষজন, কহে কত কটুভাবে কুটীলা তখন, না তোলে বদন, রহে হেট মাথা করি । এখানেতে নন্দ, অতি নিরানন্দ, না মিলিল সতী নারী ॥ কিহবে

উপায়, ভাবিয়া না পায়, প্রমাদ গণিয়া মনে । আপন ভবনে
বৈদ্যের সন্দেশ, উত্তরিল ততক্ষণে ॥ যতক ভায়তী, বৈদ্য
অবগতি, করাইয়া ব্রজরায় শোকেতে মোচিয়া, হা কৃষ্ণ
বলিয়া, ভুসেতে নন্দ লোটায় ॥ কহে দ্বিজরায় ওহে বৈদ্যবর
তব পদে পরিহার । যে হয় উপায়, করহ ভুরায়, কৃষ্ণ শোকে
বাঁচা ভার ॥

অথ যশোদাকে জল আনিতে বৈদ্যের নিবেদন ।

পয়ার । সত্য যদি না মিলিল তবে নিরানন্দ । কৃষ্ণশোকে
বুঝ হয়ে কান্দছেন নন্দ ॥ তবেত যশোদা রাণী আপনি
উঠিয়া । কহিতে লাগিল কিছু বৈদ্যেরে চাহিয়া ॥ শুনহ বৈদ্য
বর করি নিবেদন । জল আনিবারে আমি করিব গমন ॥
পঞ্চবর্ষ কালে মোরে পিতা করে দান । তদবধি আছি
আমি পতি সন্নিধান ॥ সেই কালাবধি মোর হইতেছে মনে
কিছুই না জানি আমি পতির বিহনে ॥ অতএব আমারে
আরতি কর তুমি । পরিকা করিয়া জল আমি দিব আনি ॥
এত যদি নন্দরাণী বলিল বচন । বৈদ্যের মনেতে হৈল ভাবনা
তখন ॥ যশোদা বদ্যপি জল আনিবারে যান । না পারিব
করিতে মায়ের অপমান ॥ পরিকা করিয়া জল মাতী যদি
আনে । রাখার কলঙ্ক তবে ঘুচিবে কেমনে ॥ এতক বিচার
বৈদ্য করি মনে মন । যশোদারে মিষ্টবাক্য করেন বারণ
বৈদ্যবলে মাতা তুমি পারিবে আনিতে । কিন্তু উপকার কিছু
না হবে তাইতে ॥ মায়েরেতে ঔষধি দিলে নাহি ধরে ক্রম ।
বুধা কেন আপনি করিবে পরিশ্রম ॥ ব্যস কন বৈদ্যকপি
প্রভু নারায়ণ । অব্যর্থ তাহার বাক্য না হয় খণ্ডন ॥ তদবধি
সন্তানে ঔষধি দিলে মায় । না হয় রোগের শাস্তি জানিবে
উপায় ॥ যশোদা বলেন বাপ তবে কি হইবে । মিতাক
কি নীলমণি প্রাণেতে মরিবে ॥ বৈদ্য কন জননি গো স্থির
কর মতি । গণনা করিয়া দেখি ব্রজে কেবা নতি ॥ গুরুর
রূপায় জ্ঞান জ্যোতিষের গুণে । চরাচরে যতক আনিতে পারি
গণে ॥ এতবলি গণিতে বলিল বৈদ্যবর । দ্বিজ কহে কিবা
আছে তব অগোচর ॥

অথ বৈদ্যের গণনা ।

পায়ার । খড়ি লয়ে বৈদ্যবর কহেন রচন । পঞ্চম বর্ষের
শিশু আন এক জন ॥ তার হস্তে খড়ি দিব জ্ঞাতন করিয়া ।
খড়ি ধরি সেইশিশু রহবে বলিয়া ॥ মন্ত্রজপ করি আমি ঈ-
শ্বরে ভাবিতে । উঠিবে সতীর নাম শিশুর খড়িতে ॥ এতেক
শুনিয়া তবে যত গোপগণ । পঞ্চম বাণীর শিশু আনে এক
জন ॥ তার হস্তে খড়ি তবে দিয়া ততক্ষণ । বৈদ্যরূপী নারা
য়ণ জপে নারায়ণ ॥ এখানে শিশুর হাতে খড়ি ঘন বুলে ।
প্রথমেতে র অক্ষর খড়িতে লিখিলে ॥ আদ্যক্ষর উঠিল
বলিল বৈদ্যবর । তাহা ধরি নাম সবে কহে পরস্পর ॥ কেহ
বলে রমাবতী কেহ বলে রতি । রক্তবিলাসিনী রসমঞ্জরী যুবতি
হেনমতে ব্রকারাদি বহু নাম লয় । বৈদ্যবলে ইহার মধ্যেতে
কেহ নয় ॥ পুনর্বারজপেতে বলিল মহাকায় ॥ শিশুর খড়িতে
আসি অকারযোগায় ॥ রকারে আকার মিলে রা শব্দ হইল
বৈদ্যবলে আদ্যক্ষর এবার মিলিল ॥ তবে মবে রা আদ্যোতে
যত আস জানে । রাধা বিনে সব নামবলে বৈদ্য স্থানে ॥ যদি
বল রাধা নাম কেন দিল-বাদ । কৃষ্ণ কলঙ্কিনী বলি আছেতার
বাদ ॥ এই হেতু রাধা নামকেহ নাহি কয় । বৈদ্যবলে ইহার
মধ্যেতে কেহ নয় । এত বলি মন্ত্র জপে হয়ে এক মন । ধা
শব্দ আসিয়া হৈল খড়িতে যোজন ॥ রাধা শব্দ হৈল যদি
একত্রে মিলন । বৈদ্য বলে এইবার হৈল নিরূপণ ॥ রূপাবনে
কোন নারী রাধা নাম ধরে । তাহার রূপেতে রূপাবন আলে
করে ॥ চন্দ্রমালা হাস্যদৃশ্য বিশ্ব বিমোহিনী । দীর্ঘকেশ
মধ্যদেশ সুন্দর নিত্যস্থনী ॥ খঞ্জন গঞ্জন আখি চক্ষু যুক্ত
ভায় । কটাক্ষ রূপক্ষে বহে বিপক্ষের দায় ॥ এইরূপে যেই
নারী সেই সাধ্বীসুতী । কেশনেত্র পার হৈতে তাহারি সক্তি
নে রমণী রূপা করি আনি দেয় বারি । তবে নন্দমুখে আমি
বাচাইতে পারি ॥ এত যদি বৈদ্যবর বলিল বচন । শুনি চম-
কিত হৈল সবাকার মন ॥ সাধু লোকে সকলে বলয়ে ভাল
বাণী । কুটিল লোকেতে সব করে কানাকানী ॥ কৃষ্ণ

গণনা ॥ কুটীলা কুটীলা ছিল হেট মাথা করি । রাখানাম
শুনি ধনী উঠিল শিহরি ॥ অশ্রুরের মধ্যে তার অধিক জলিল
ক্রোধ ভরে বৈদ্যবরে কহিতে লাগিল ॥ জানা গেল বৈদ্যবর
জাল তব গুণ । এবসেসে এতগুণে হয়েছ নিপুণ ॥ না জানি
বাচিলে কত বাড়িবেক আর । শিখিয়াছ যার কাছে তারে
ননক'র ॥ হাসি পায় লাজে মরি এ কথা শুনিয়া । রাধিকা
হইল সতী খড়িতে গণিয়া ॥ ব্রজমাঝে নারী মধ্যে কল-
ঙ্কিণী যেই । তোমার গানে আজি সতী হৈল সেই ॥ হেন
মতে বৈদ্য যদি নিন্দে বহুতর । ঈষৎ হাসিয়া বৈদ্য করেন
উত্তর ॥ কেন গো কুটীলা তুমি ছলে কটু গাও । মিছা
বাদ করি কেন কোন্দল বাড়াও ॥ আমি তো অবোধ বৈদ্য
গুণে হীন আঁত । আপনিতো গোকুলেতে আছ বড় সতী ॥
জানিয়াছে সকলেতে তোমার যে কায় । বাক্য মুখে কথা
কহ নাহি বাস লাজ ॥ এত যদি বৈদ্যবর কুটীলারে বলে ।
শুনিয়া তাহার বাণি ছুলা ক্রোধে জলে ॥ ধুনা গন্ধ পেয়ে
যেন মনসা মাতিলা হাত নাড়া দিয়া বৈদ্যে গালি আর ডিল
পাড়িয়ে অসংখ্য গালি মুখে যত আসে । শুনিয়া সভাস্থ
লোক সকলেতে হাসে ॥ তবেত যশোদারানী বিষম দেখিয়া
কুটীলার হাতে ধরি আপনি উঠিয়া ॥ রাণী বলে কুটীলা
গো কমা কর মোরে । আমার মাথার কিরা সদত তোমারে
বিপদেতে দ্বন্দ্ব করা না হয় উচিত । নীলমণি বাচে যাতে
কর তার হিত ॥ রাধিকা হইলে সতী কতি কিবা তার ।
তোমার ঘরের বধু অন্যতো সে নয় ॥ দ্বিজ বলে কুটীলারে
নিরস্ত করিয়া । রাধিকা নিকটে রাণী চলিল ধাইয়া ॥

অথ শ্রীমতীকে যশোমতীর বিনয় ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী । রাধিকা যদ্যপি সতী, হরষিত যশোমতী
দ্রুতগতি রাখা কাছে গিয়া । ছুটি কর করে দিবে, কহেন
কাতরা হয়ে, উঠ ওগো বৃষভানু কিয়া ॥ তুমি ধন্য পুণ্যবতী
ব্রজমাঝে আছ সতী, বৈদ্যরাজ গণিয়া বলিল । স্বকর্ণতো
শুনিয়াছ, তবে কেন বসিয়াছ, কৃপাকরি উঠিতে হইল ॥
করিয়া সেতু পরীক্ষা, দেখাও সতী স্বদীক্ষা, শিকি কক্ক

ভয়ের বসতি । বাচও কৃষ্ণের প্রাণ, এ বিপদে কর ত্রাণ,
 রাখো মাগো জিজ্ঞাস্তে খ্যাতি ॥ এইরূপ নন্দবাণি, রাধি
 কারে কন রাণি, শুনি রাধা লোমাঞ্চ শরীর । অন্তরে হইল
 ভয়, মুখে বাক্য না ক্ষুরায়, দুই চক্ষে ঘন বহে নির । মনে
 রাখা প্যারি, বলে কি করিলে হরি, এক আর ঘটাইলে
 দায় । তব শোকে প্রাণ যায়, দারের উপরে দায়, ইথে জানি
 কি করি উপায় ॥ একে কলঙ্কিনী বলে, তাহে যদি গিয়া
 জলে, সেতু পার হইতে না পারি ॥ অধিক কলঙ্ক হইবে,
 লোকে মুখ না দেখিবে, কেমনে বাচিব তবে হরি । তুমি
 প্রভু বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্বের বিপদে হস্তা, বিশ্বত্রাতা বিধাতা ঈশ্বর
 তব পদ ঘেই স্মরে, তাহার বিপদ করে, বিপত্য ভঞ্জন নাম
 ধর । হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, জগতের প্রাণবন্ধু, রাধকা জন্ম
 ইন্দু শ্যাম । তব চরণ বিহনে, নাহি জানি অন্য জনে, তবে
 কেন বাড়য়ে দুর্নাম ॥ এইরূপে রাধা সতী, ভাবিয়া আকুল
 অতি, দুই চক্ষে বারি ধারা বয় ॥ হেনকালে কমলিনি, শুনিলেন
 দৈববাণি, আর কেহ শুনিতে না পায় । কি কারণে
 ভাব রাধা, তুমি কৃষ্ণ অত্র আধা, আদ্যাশক্তি ময়ী সনাতনী
 কেন তব এত ভুল, তুমি সকলের মূল, সতী মাধ্বী পতি
 পরায়নি ॥ উঠ উঠ ওগো প্যারি, সেতুর পরিক্ষা করি, যমুনা
 হইতে আন বারি । সে জলে ওষধি জলে, যাওয়াইয়া কুতু-
 হলে, চেতন করাও তব হরি ॥ একপ আকাশ বাণি, আপন
 কর্ণেতে শুনি, আনন্দিত কিঞ্চিত্ত হৃদয় । তথাপি সত্য মন
 ভাবে রাখা অনুক্ষণ, কি ঘটিতে কি জানি কি হয় ॥ ভাবিয়া
 চিন্তিয়া ধনি, হৃদে ভাবি চক্রপাণি, যশোদারেকন যুত্ববধে ।
 তোমার হিতের হেতু, পরিক্ষা লইব সেতু, শেষে মম ভাগ্যে
 যাহা করে । শুন গো তোমারে কই, পরীক্ষাতে জয়ী হই
 বাচে যদি তোমার নন্দন । তবে দে আসিব ফিরে, নতুবা
 যমুনা তিরে, সেইকণে ত্যজিব জীবন ॥ ক্রীদুর্গাপ্রসাদ কয়,
 কেন রাধে ভাব ভয়, ক্রীদরিকে করিতে চেতনে । তাহা
 কি ভুলেছ প্যারি, যখন অরূপি হরি, রূপ ধরায়েছ
 নিজ গুণে ॥

শ্রীমতীর সেতু পরিক্ষা স্বীকার ও যমুনায গমনোচ্ছোগ ।

পয়ার । শ্রীমতি করেন যদি পরিক্ষা স্বীকার । যশোদার
আনন্দের নাহি পারাপার ॥ করেছে ধরিয়া রাণী করেন
বিনয় । উঠমাগো শীঘ্র করি বিদ্রম না সর ॥ তবেত রাধিকা
সতী রাণী আশ্বাসিয়া । আপনার সখী সবে কহেন ডাকিয়া
শুনিয়া সঙ্গিনীগণ আনন্দিত মনাবন্দ । কহে বিলম্বিতে নাহি
প্রয়োজন । রাই বলে সঙ্গে চল যত সৎচারি । পরিক্ষা করিব
আমি কৃষ্ণ নাম স্মরি ॥ তাহা যদি ভগবান করেন রক্ষণ ।
তবে সে আশীর্ষে পুনঃ পাবে দরশন ॥ নহেত যমুনা জলে
তেয়াগিব প্রাণ । বিদায় হইলু আজি তোমা সবা স্থান ॥
বন্দ কহে কমলিনী ভাব ত কারণ । যাত্রাকালে স্মর তুমি
শ্রীমধমুদন ॥ কৃষ্ণ নাম বলে ভবনিকু হবে পার । যমুনা
হইতে পার কি ভাবনা তার ॥ বন্দার বচনে রাধা হরিত
হইয়া । উঠিলেন দ্রুতগতি শ্রীংরি স্মরিয়া ॥ গুরুজন চরণে
করেন প্রণিপাত । হেনকালে কুটিল উদীয় ধরে হাত ॥
কোথা যাহ কমলিনী নাম হাসাইতে । আমি হেন সতী
ঠেকিয়াছি পরিক্ষাতে ॥ যদি বল কবিরাজ করেছে গণন ।
সকলি অলিক ভণ্ড বৈদ্যের বচন । বৈদ্য নহে এই বেটা
কলঙ্কের ডালি । আসিয়াছে গোপকুলে দিতে চুন কালি ॥
কে কোথায় প্রত্যয় করে ভণ্ডের বচনে । আপনার হৃদি কথা
আপনি সে জানে ॥ তুমি শ্যাম কলঙ্কী জানত মানসে ।
পরীক্ষা করিতে যাহ কেমনমাহসে পরীক্ষাতে ঠেকিলে হইবে
বিপরীত । ভুবন ভরিয়া হবে কলঙ্ক বিদিত ॥ একে তোর
দায়ে লোকেমুখ না দেখাই । বৈদ্য পরীক্ষা করিয়া কাশনাই
এত যদি কুটিল কহিল। বার বার । শ্রীরাধার মুখে বাক্য
নাহি সরে আর ॥ কুটিলার কুবচনে পাঠিয়া বেরন । বসিলেন
কমলিনী হয়ে ধুমমন ॥ সহজে সরোজ মুখি অতিশয় ধীর
অপমান পেয়ে প্রাণে চক্রে বহে নীরাতাহা দেখি বন্দ দুতি
অস্তরে ক্রোধিয়া । কুটিলার প্রতি কোপে কহিছে ভণ্ডিয়া ॥
শুনগো কুটিল। তুমি বড় বুদ্ধিমতি । চিরকাল আপনারে
কহিতে সতী ॥ রাধা কলঙ্কী তুমি সাক্ষ্য পতিততা । অব-

শেষে প্রকট হইবে কবিল বিধাতা ॥ যেমন সতীস্থপন হইল
বিদিত । তথাপি কহিতে কথা না হও লজ্জিত ॥ আশু
হিঙ্গ ঢাকি রাখ পর ছিদ্ৰ ঘেঁও । পরাহস হেতু এত পবি,
তাপ পও ॥ রাখারে ঘাইতে মানা করুক কারণে । যে জন
যেমন গভী জ্ঞানে নিক মনে ॥ অবশ্য শ্রীমদ্রাণী সতী
সারে'জ্ঞার । ন'লে পণীক্ষা কেন কবিরে স্বীকার ॥ এত
যদি বুদ্ধ বলে জটীনারে চেয়ে । উঠিল কুটীলাধনী অনেক
জগিরে । ক্রোধে বৃন্দাবন দ্বন্দ্ব করিতে লাগিল । তাহা দেখি
নন্দরাণী প্রমাদগণিল ॥ জটীলা নিকটে গিয়া কহেন নন্দরাণী
সান্তনা করগে উঠি তোমার নন্দিনী ॥ যদি বাধা প্যারে
তবে ইথে কিবা ক্ষতি । তোমার ঘরের বধু তোমার সুখ্যাতি
যশোদার অনুরোধে জটিল উঠিয়া । বসাইল কুটীলারে
হাতেতে ধরিয়া ॥ অনুমতি দেও তুমি ডাকিয়া রাখায়
বৃন্দারে যশোদারানী আপনি বসায় ॥ জল আনি বাঁচাইতে
আপন ভনয় । এইরূপে উভয়ের দ্বন্দ্ব নিবারয় ॥ জটীল
রাখার প্রতি করে অনুমতি । পরীক্ষা করিয়া জল আনগো
শ্রীমতি ॥ একথা শুনিয়া প্যারী হর্ষিতা হইয়া । উঠিলেন
পুনরায় শ্রীহরি স্মরিয়া ॥ আগেতে প্রণাম করি জটীলার
পায় । তার পরে প্রণামিল রাণী যশোদায় ॥ তদন্তরে প্রণাম
করি যত গুরুজন । সমযোগ্য জনে কন বিনয় বচন । কুটি-
লার হাতে ধরি করেন মিনতি । সবাকার কাছেতে যাচেন
অনুমতি ॥ সকলে সন্তোষ চিত্তে করে আশীর্বাদ । কেবল
কুটীলা চিত্তে সদত বিষাদ । জনয়ের মধ্যে তার রহে হলাইল
মৌখিক বচনে তথা । পড়য়ে মজল ॥ এক কালে সকলেতে
করে জয়ধ্বনি । তবেত জলেতে চলে রাখা কমলিনী ॥ তাহা
দেখি বৈদ্য পুনঃ যমুনায় গিয়া । পুনরায় কেশ সেতু নির্মাণ
করিয়া ॥ আইলেন ক্রত যথাস্থিতিত পুরাণি । জল হেতু
জলে চলে ভার্য্য কুমারি ॥

শ্রীমতীর যমুনায় গমন ।

পর্য্যি । একে২ সকলের অনুমতি চাইয়ে । চলিলেন হরি
প্রিয়া হরিকে স্মরিয়া ॥ গজেন্দ্র গমনেগতি কক্ষে হেমবর্ষি

চতুর্দিকে চক্র করি বলে সংচরি ॥ হইল অপূর্ব শোভা কত
 ভাব হয় । চন্দ্রের মণ্ডল যেন ভূমেতে উদয় ॥ শ্রীমতীর মুখ-
 চন্দ্রে নিমিষ শশধর । সখীগণ মুখ তাহে চন্দ্রের সোঘর ॥
 একত্রে মিলনে যেন হৈল চন্দ্রময় । হেরিয়া সকল লোক অনি-
 মিক হয় ॥ এমতে শ্রীমতী সতী চলেন তখন । পথমধ্যে হয়
 কত শুভ দরশন ॥ দক্ষিণে গো মুগ দ্বিজ অতি শুভকারী ।
 বামভাগে পূর্ণকুন্ত কক্ষে কুল নারী ॥ সন্মুখে সরোজমুখী
 হেরেন সত্ত্বর । খঙ্কর বিহার করে কমল উপর ॥ কত মত
 শুভপথে দেখে কত আর । একেই নাম কত লইব তাহার ॥
 শুভ দৃষ্টে অতিশয় হরষিত মন । মনেই স্মরে রাখে শ্রীহরি
 চরণ ॥ হেনমতে সখীসহ যান ধীরে ধীরে । কতক্ষণে উত্তরল
 যমুনার তীরে । পূর্বাধি যতলোক আহিল তথায় । হেরিয়া
 রাধার রূপ সবে মোহ যায় ॥ এক দৃষ্টে সকলেতে নিরীক্ষণ
 করি । জলুমান করে সতী হবে এ সুন্দরী ॥ এই জন হইতে
 পারিবে সেতুপার । কেহ বলে যে হয় দেখিব এইবার ॥
 এইরূপে পরস্পর করে কানাকানি । দেখা সখী সহ কথা
 কন কমলিনী । বৃন্দ বে চাহিয়া পারি বলেন সত্ত্বর । শুনই
 শ্রিয় সখি আমার উত্তর ॥ পরীক্ষ করিব আমি কি জানি
 কি হয় । যদি পরীক্ষায় ঠেকি মরিব নিশ্চয় ॥ যুদ্ধাকালে
 দেখা না হইল কৃষ্ণ মনে । অতএব সখী আমি তায়িয়াছি মনে
 স্নান করি পুজিব সেই কৃষ্ণ চরণ । তবে আমি পরীক্ষার
 করিব গমন ॥ বৃন্দ বলে ওগো রাধে ভাব অকারণ । তুমি
 কৃষ্ণ অঙ্গ রাধা জগত কারণ । যেই কৃষ্ণ সেই রাধা ইথে
 নাহি জান । করহ উচিত তবে যে হয় বিনয় ॥ পরীক্ষায়
 তোমারে কে ঠেকাইতে পারে । আমার সংসার মাত্র কৃষ্ণ
 নাম সারে ॥ এতবলি ততক্ষণে নামি যমুনায় । স্নান করি
 বসিলেন হরিরপূজায় ॥ মানসেতে যথা বধিকরিয়া পুজন ।
 রূপ সাক্ষ করি পরে করেন শুবন ॥ শ্রীমতী করেন স্তুতি শ্রী-
 কৃষ্ণ চরণে । শ্রীরূপ প্রসাদ বলে শুন সকলজনে ॥

অথ শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেন ।

দীর্ঘ ত্রিপদী । কাতোরে কিশরী কষ, কোথা কৃষ্ণরূপা
 নয় কোন হেতু হৈলা অচেতন । কেবুঝ তোমার মঙ্গল, তুমি
 জান ভব কর্ম, সকলটে তুমি নারায়ণ ॥ তবে কেন হেনভাবে
 ভাবিয়া না পাই ভাব, তব ভাব ভাবনা অতীত । তুমি হে
 চৈতন্যরূপ, চিদানন্দ চৈতন্যরূপ, চিদাভাষ চিদাত্ম নিশ্চিত ।
 পরম পবিত্র বিতু, প্রকৃতির পর প্রভু, পরম আ প্রভু নিরা-
 কার ॥ লীলা হেতু অবতাবী, প্রকৃতি আশ্রয় করি, হইয়াছ
 আপনি সাকার ॥ নিত্যানন্দ তুমি শ্যাম, নিত্য দেহ নিত্য
 নাম, নিত্য তব ধাম বৃন্দাবন । নিত্যরাধা করি মোরে, নি-
 ত্যরূপ প্রেমভোরে, নিত্য ভাবে করেছ বন্ধন ॥ নিত্যবাক্য
 নরহরি, বলেছ নিশ্চয় করি, রাধা ছাড়া না হও কখন । নিতা
 মুখ বৃন্দাবন, নাহি ছাড় এক ক্ষণ, তবে কেন হইলে এনন ॥
 তোমার বিচ্ছেদ বাণে, বিদগ্ধ হতেছে প্রাণে, বিহিত বুঝিতে
 কিছু নারি । বিশ্বাসিয়া দৈব বাণী, বিষম পরীক্ষা মানি, আ
 সিয়াছি লইবারে বারি ॥ কিন্তু মনে করি ভয়, কি ঘটিতে
 কিবা হয়, কলেবর বাঁপে ভাবনার । কুটীল্য পরম দোষী,
 কালা কলঙ্কিণের কাঁশী, মদা দেয় আমার গলায় । সে মোর
 কলঙ্ক নয়, জন্মে জন্মে যেন রয়, কালা পরিবাদ নিত্য লাগে
 কালার চরণে মন রহে যেন প্রতিক্ষণ, কলেক না রহে অন্য
 ভাবে ॥ শুন ওহে কালার্চাঙ্গ, শিরে ধরি তব বাদ্য, তাহে
 কিছু ভয় নাহি মনে । পরীক্ষায় ঠেকি যদি, লে কৈ করে
 অপবাদী, অপরাধি হব শ্রীচরণে ॥ এই হেতু নিবেদন, তব
 গদে আরায়ণ, যদি ভালবাস দাসি বলে । তব রূপ কালশশি
 ভার্য্য রূপে গুণে বসি, দেখা দেহ যমুনার জলে ॥ আজ্ঞা কর
 আশিঠারে, যাই আমি সেতু পারে, ওচরণে করিয়া প্রণাম ।
 পরিকার উত্তরিয়া, যমুনার জল লৈয়া, তোমাকে চেতন করি
 শ্যাম ॥ আশু আজ্ঞা কর হরি, বিলম্ব হইলে মরি, বিচ্ছেদ-
 মেতে প্রাণ বাহিরায় । এইরূপে রাখাতি, কৃষ্ণের করেন
 স্তুতি, কৃষ্ণচন্দ্র উদয় ভবায় ॥ শ্রীচূর্ণা প্রসাদ নয়, রাখাক্ষ

ভিন্ন নর, এক তরু এক সে জীবন । লীলা হৈতু অবতার,
লীলা করে অনিবার, তাই মুখে যুগল চরণ ॥

অথ শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ-ছায়াৰূপ দর্শন ।

লঘু-ত্রিপদী । শ্রীমতিব স্তুতি, জানিয়া শ্রীপতি, উষ্টিয়া
গগণ স্থলে । অলঙ্কিতে বয়, কেহ না দেখয়, ছায়া লাগে
আসি জলে ॥ যথায় কিশোরী-যোগাসন করি, স্তবেতেমগন
মন । তাহার উপরি, রহিলা শ্রীহরি, ছায়া হৈল দরশন ॥
দেখিয়া সে ছায়া, নন্দমুত জায়া, প্রেমভাবে সমাকুল । ব্যা-
সের রচন, ছায়ায় বর্ণন, কায়া ছায়া সমতুল । কিবা মনো-
হর, শ্যামল সুন্দর, নবীন নীরদ নিক্তা । নিন্দে নিলোৎপল,
চরণ যুগল, নীরেতে অধিক শোভা ॥ কটি বেড়া ধড়া, শিরে
শোভে চুড়া, মাথায় ময়ূর পাখা । কিবা সে উজ্জ্বলা, কিবা
বর্ষ্ম-হেল, রাধা নাম তাহে লেখা ॥ শ্রীমুখ মণ্ডল, চক্ৰ নির-
মল, শতধারে সুধাকরে । রাধার নয়ান, চকোর সমান;
অনিবার গান করে ॥ ভালে শোভে ভাল, ভিলক উজ্জল,
গজমতি কাণে দোলে । কিবা সে কিরণ, তড়িত যেমন,
খেলিছে মেঘের কোলে ॥ গলে পুষ্পহার, কি শোভা তাহার
কৌস্তভ সহ বিরাজে । বলয় কেউর, রতন সুপুর, কর পদে
ভাল সাজে ॥ কিবা সে বরণ, রমণী রমণ, করেছে মোহন
বাঁশী । যে রূপ হেরিষা, সকল ত্যজিয়া, প্রজ্ঞানা হৈল দাসী
ভাবের ভঙ্জিতে, নয়ন ইঞ্জিতে, রাধারে চাহিয়া হ'লে । তরঙ্গ
তরলে, পবন হিল্লোলে, হেলে দোলে কিবা ভালে । হেরিয়া
কিশোরী, ভাবেতে পানরি, ধরি ধরি মনে করে । ধরিবারে
চায়, তন্তুরেতে ধায়, তুরঙ্গ লহরি ভরে । এইরূপে ভালে,
কণে কাছে আসে, কণে করে দূরে গতি । কত ভাবে খেলে
যমুনা সলিলে, রাধা সহরাধাপতি ॥ তবে কতকণে, রাধাশেরে
জ্ঞানে, ভাবেন বাঞ্ছা পূরিল । ছায়া রূপে হরি, আসি দরা
করি, আশাকে দেখা যে দিল ॥ কাবি কমলিনী, হরে যোড়
পাণ্ডী প্রণাম করেন তবে । হরি দয়াময়; আশিঠারে কর,
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হবে ॥ নন্দেতে বসিরা, আছলোদে গুরিয়া,
পুনঃ কর প্রণিপাত । চলিলা হরিতে, পরীক্ষা কারিতে, ব্রহ্মার

ধরিয়া হাত ॥ দ্বিজ বর ভাগে, মনের উল্লাসে শ্রীমতীর পদ
রঞ্জে । বিলম্ব করেনাও গো চন্দ্রাননা, কৃষ্ণশোকে ব্রজমজে ॥

অথ শ্রীমতীর সেতু পার হওন ।

পরার । সখী করে ধরি প্যারি মিয়া সেইস্থানে । হেরিয়া
আশ্চর্য্য সেতু চমৎকার মানো ॥ কেশসেতু বিদ্যমানে কেশর
ভাবিনী । করযোড় করি কিছু কহেন কাঁহনী ॥ শুনওহে
সেতু তুমি ধর্ম্মময় । তব পরিকাতে পাপ পুণ্য, প্রকাশয় ॥
তোমার মহিমা আমি কিকহিতে পারি। সহজে অবলা জাতি
তাহে গোপনায়ী ॥ এই নিবেদন করি তোমার বিদিত ।
যদি মোর পাপ থাকে দিবে সমুচিত ॥ আর যদি পতি পদে
থাকে রতি মতি । কোন পাপ নাহি থাকে যদি হই সতী ॥
তবে তুমি কেশনেতু ব্রজসম হও । আপন মহাঅ তব আপনি
কৈখাও । এতবলি কমলিনি সেতু প্রণমিয়া । সুবর্ণের হেম
ঝারি কণ্ঠেতে লইয়া ॥ গজেন্দ্র মিন্দিত অতি ধিবে খীরে
গতি । সেতুর উপরে পদ তুলে দিলা সতী ॥ প্রথমেতে বাম
পদ যেমন তুলিল । এক দৃষ্টে লোক সব চাহিয়া রহিল ॥
সতী দরশনে সেতু ব্রজসম কার । ক্রমেতে দক্ষিণ পদ আরো
পিলা তায় ॥ কেশসেতু বহিয়া চলিল চন্দ্রাননী । চমৎকার
মানি সবে করে জয়ধ্বনি ॥ হেরিয়া অদ্ভুত কণ্ঠ্য করে
কোলাহলাজয় জয় শব্দে হয় মহা উত্তরোল ॥ আনন্দে হইয়া
ভোর রাধা গুণগার । কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ বা বাজায় ।
তবলমাদল খোলকরতাল কাঁশী । শিঙ্গা ভেরিতুরি শঙ্খঘণ্টা
বীণা বাঁশী ॥ অধিক অধিক বাদ্য কে করে গগন । যেকপে
আনন্দ তথা অগাধ্য বর্ণন ॥ স্বর্গেতে ছন্দুভি বাদ্য করে দেব
গণ ॥ শ্রীমতীর শিরে করে পুষ্প বরিষণ ॥ আকাশ হইতে
পড়ে অনিবার কুল । ফুলেতে হইলপূর্ণ ময়ূরার কুল ॥ পারি
জাতি মালা পড়ে রাধিকার গলে । বিবিধ সুগন্ধি ফুল পড়ে
বাহুগলে ॥ মণ্ডিত মালতী মালে হৈল মৌলী স্থল । চরণ
কমলে পড়ে অমল কমল ॥ সেতুপরে স্বর্গকূলে রাধিকা শো
ভিল । কমল কাননে যেন কমলা উঠিল ॥ চঞ্চল চরণেপ্যারি
চলে অনিবার । যখন হইলা পার একশত বার ॥ তিনবার

পার হিলে বৈদ্যবর বাণী । শতবার হৈল পার রাখি কুরাণী
তবে সেহু হৈতে রাখা নামিয়া দ্বারিতে । লইয়া যখন জল পু
রিয়া ধারিতে ॥ ককে করি সেই ধারি চলিল । সুন্দরী । তারি
দিকে ঘেঁষিয়া চলিল সহচরী ॥ আনন্দেতে উত্তরিল নন্দেন্দ্র
ভবন । দেখি ধন্য শব্দ করে সঙ্গিন । মতান্তরে জল জানে
সহস্র ব্যার মুক্তালাবলী মতে কেশ সেহু পার যায় ॥ সেমতে
এ মতে কিছু নাহি ভাব জন । সতীষ পরীক্ষা মাত্র উত্তর
সমান ॥ যদি বল কইমত দেখি শাস্ত্রমতে । কিবা সত্য কিবা
মিথ্য । বুঝিব কিমতে ॥ উত্তরত সত্য সব মিথ্য । কিছু নয় ।
কল্পে কল্পে রাখা কৃষ্ণ অবতাবহর ॥ যে কল্পে যেমন কপে
লেখে নারায়ণ । যোগেতে জানিয়া শাস্ত্রে লেখে আবিগণ ॥
অতএব ঋষি বাক্য কতু মিথ্য নয় । এক্ষণে শুনহ পুনঃ যে
রূপ উদয় ॥ রাখা সতী বলে সবে করে নমস্কার । বৃন্দাবনে
রাধানন্দ সত্য নাহি আর ॥ রাখা কলঙ্কী মন বলিত ঘা-
হরা । সতী বলে আসিয়া প্রণাম করে তারা ॥ সেই হৈতে
বুঢ়ে গেল কলঙ্কী নাম । তার কি কলঙ্ক থাকে ছদে বার
শ্যাম ॥ রাখানতী বলে হৈল গোকুলে ঘোষণা দ্বিজ বলে
শুন সবে শ্রীহর চৈতন্য ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য ।

পয়ার । জল গঠে রাখা সতী যদ্যপি আইল । কোটা খুলি
কবিরাজ মহোদধি দিল ॥ শ্রীমতী ওদধি লয়ে করিয়া বতন
দ্বর্গ খলে সেই জলে গুলে ততক্ষণ ॥ ভক্তিতাবে স্বর্ণ বল ধরি
মনে সুখে । শ্রীমতী ওদধি দিল শ্রীকৃষ্ণের মুখে । জিজ্ঞাস
ওদধি পড়ি প্রবেশে গলায় । গলা অধোক্রান্ত হয়ে উদরস্থ
যায় ॥ যেমাত্র উদরস্থ ওদধি হইল । পাশনোক্তা দিয়া হরি
অমনি উঠিল । নিস্ত্রিত বাগক বেন আইল শয়নে । মিষ্টা
ভক্তি চাহে ঘন আসন নয়নে ॥ উঠিয়া বাসিল যদি নন্দেন্দ্র
গোপাল । আনন্দে ভাসিল সব গোপিনী রাখান । রাখান
সুখীঅতি অগ্রজ বলাই । ব্রজপুরে আনন্দেন্দ্র পরিসীমা নাই
অন্য অন্য বহু লোক আইল ভদ্রায় । কৃষ্ণের চৈতনে সবে

জানকী স্বপ্নে ॥ নিঃশব্দেই হয়ে তারা নিজ ঘরে গেল। নিজ নিজ বসুবর্গ নিকটে রহিল ॥ কৃষ্ণচন্দ্র দুই করে চক্ষু কণা-লিয়া। আন্তরে ব্যস্ত দেখিছেন চৌদিকে চাহিয়া ॥ শ্রীহরী প্রণাম কৃষ্ণ পদে বাচেন গার। শিশু গোবিন্দের ভাবে চাহ একবার ॥

অথ যশোদার কোলেতে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণাধিকার
নবনী ভোজন।

পর্যায়। উঠিয়া বসিল যদি নন্দর তনয়। নন্দ নন্দরাণী যতদেহে প্রাণ পায় ॥ তবে যশোমতি অতি স্বরিতে উঠি: ॥ রাখারে করয়ে কোলে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ॥ রাখা হৈতে যশোদা পাইল কৃষ্ণধন। বাড়িল অধিক ঘেহ রাখারে তখন। কীর মর নবনীত নানাবিধ আমি। যতনে রাখার করে দেন নন্দরাণী ॥ খাও খাও বলিয়া দিব্য দেয় রাখায়। রাখা ভাবে এ আবার ঘটিল কি দায় ॥ কৃষ্ণের প্রসাদ নহে এই নরনীত। আহার বরিতে আগে না হয় উচিত ॥ রাখার জানিয়া মন শ্রীহরি তখন। পাতিলা অপূর্ণ মায়া অপূর্ণ কখন ॥ ঢুল ঢুল চক্ষে হরি চারিদিকে চায়। জননীর কোলে রাখা দেখিবারে পায়। বালকের স্বভাব ক্রীড়ায় নরহরি। আছাড় খাইয়া পড়ে আন্তনাদ করি ॥ মায়ের কোলেতে দেখি অনেকের সম্মান। রোদন করিয়া কৃষ্ণ গড়াগড়ি যান ॥ তাহা দেখি নন্দরাণী আসিয়া ছুরায়। দক্ষিণ কক্ষেতে ডুলি লইয়া তনয়। বাম কক্ষে রাখা শোভে দক্ষিণে শ্রীহরি। যশোদার কোলে কিবা সুগল মাধুরী ॥ তদন্তরে শুনহ হরি করিলা যেমন। রাখা করে নবনীত করি দরশন ॥ কোথাকারে থাকা দিয়া কাড়িয়া লইল। আপনার বদনেতে দুই হাতে দিলা কি কর কি কর কৃষ্ণ বলে নন্দরাণী। কাড়িয়া লইলে কেন রাখার নবনী ॥ রাখা হৈতে তোরে আজি পাইয়াছি কোলে। এত কল মীলমাণ ছিলে কোন স্থলে ॥ কিছু খাও কিছু দেও রাখারে আহার। তোমারে নবনী আমি দিবরে আহার ॥ মায়ের বদনে হরি সুবৎ হাসিয়া। মুখে হৈতে দিলা কিছু রাখার করিয়া ॥ আপন রাখার করে দিলা নারায়ণ। কহ

পাতি রাধাসতী লইল তখন । কৃষ্ণের প্রসাদে দ্রব্য ভাবিলে
কেমনে । হেটুগুণে কমলিনী দিলেন বদনে । যশোদার কোলে
রাধা কৃষ্ণের ভোজন । স্বর্গে থাকি দন্য করে বরপুত্র গণ ॥
বিধি বলে কত পুণ্য যশোদার ছিল । সেই হেতু রাধা কৃষ্ণ
কোলেতে ভুঞ্জিল ॥ হেনমতে জনৈক কহে দেবগণ । বিজ
কহে যথা মূল ব্যাগের বচন ॥

অথ বৈদ্য বিদায় ।

দীর্ঘ ত্রিপদী । রাধাকৃষ্ণ কুতুহলে, থাকি যশোদার কোলে,
নবনীত করিয়া ভোজন । তদন্তরে রাধাসতী, প্রণয়মিয়া শো-
মতী, নিজগৃহে করিলা গমন ॥ তবেত যশোদা রাণী, কোলে
করি নীলমণি, বৈদ্য কাছে উপনীত হন । করেন প্রিয়ময়, যত
সে কথা কাহব কত, কর ষোড় সজল নয়ন ॥ এখানেতে নন্দ
ঘোষ, বৈদ্য করিতে সন্তোষ, দান দ্রব্য ভাবিয়া নী পান ।
কৃষ্ণে প্রাণ দিল যেই, তারে কোন দ্রব্য দেই, ত্রিভুবনে কিবা
হেন দান ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীর, উপায় না পায় স্থির, কিসে
রহে বৈদ্যের সম্মান । ভাগ্যের ভাবিয়া ধন, আনে রত্ন আভ-
রণ, স্তূপে স্তূপে পূরিত প্রমান ॥ যত ছিল ঘরে তার, আনে
নব তারে তার, অশ্রমিত নীমা দিতে নাই । রথ যান হয়
হাতি, আনিয়া বিবধ জাতি, লক্ষ লক্ষ আনে হুঙ্করতী গাই
বিচিত্র বসন আর, আনিয়া বিবিধাকার, স্তূপে স্তূপে রাখিল
যতনে । নন্দঘোষ ধন আনে, নন্দরাণী ভাবে মনে, আমি কিবা
দিব এই জনে ॥ ব্রজরাজ ধনবান, দিবে বহু ধন দান, নারী
জাতি কোথা পাব ধন। যেই দিল পুত্রদান, তারে কিবা দিব
দান, কিবা আমি করিব এখন ॥ একথা কাহারে কব, সাহসে
কেমনে বব, বৈদ্য কবে জননী পাষণী । এত বলি নন্দরাণী
হুই চক্রে পড়ে পাণি, শ্লিষ্টমানা আকুল পরাণী ॥ তবে কত
কণে ধনি, মনেতে উপায় গনি, মোহে করে খণ্ড আয়োজন
করি হুই সূত হারা, হুঙ্কর দ্রব্যাদি নাম, কির গর নবান
রাখন ॥ লাড়ু কত কল মূল, সুমিষ্ট ব্রজল কল, আনে রাণী
যত কিছু পারি । অনেক অনেক সত, নাম তার কব কত, শত

শত আহরে ভাষায় ॥ হেনমতে বহুসত, আগারির জ্ঞান যত,
 আরোজন করে নন্দহারী । ভাবে রাণী বৈদ্যরায়, কৃপা করি
 কিছু থাক, তবে মোর সকল একত্রি ॥ দেখিয়া রাণীর ভাব
 বাঞ্ছিত বৈদ্যের ভাব, মনে মনে বাঞ্ছানি অপারি । ধন্য ধন্য
 রাণী গুণ, ধন্য মোহ সুনিপুন, এত গুণে হইছে জননি
 যোগো যশোদা মাই, তব গুণের সীমা নাই, স্নেহ ভাবে
 কিনিলা অমায় । যদি জন্ম হয় আরি, জন্মে জন্মে বার বার,
 যেন পাই জননী তোমার ॥ বৈদ্য এতভাবে বসি, হেনকালে
 নন্দ আসি, করঘোড়ে করে নিবেদন । বিনয়েতে নন্দ কর,
 শুন শুন মহাশয়, আমি দিনদিন অভাজন ॥ সহজে গোয়ালী
 জাতি, নাহি জানি স্তুতি নাহি, কি করিব তোমার পূজন ।
 তোমার মহিমা যত, একমুখে কব কত, যদি হৈত মহত্ব বদন
 তুমি দিলা কৃক ধন, তোমারে কি দিব ধন, হেন ধন আছে
 কি আমার । করিলে যে উপকার, তাহা কি কহিব আরি,
 শ্রুতিতে নারিব তব ধার ॥ তবে যে কিছুই হয়, তব উপযুক্ত
 নয়, সমুখে আনিতে আনি ডরি । অতিশয় তপ্পা জানে,
 শ্রী না করিষা মনে, লৈতে হবে অনুমান করি ॥ বৈদ্যকলে
 মহাশয়, কত কর সবিনয়, আমি তব পুত্রের সমান । জানিয়াছ
 বহু ধন, বহু মূল্য এতন, এত দ্রব্য নহে অল্পজান ॥ তবে
 যে তোমার কই, ধনের বঞ্চিত নই, স্নেহ মাত্র যের্থ পুত্র
 ভাবে । আমি বশীকৃত ভাবে, যে জন যে তা'বে ভাবে, বসি
 ভূত থাকি তার ভাবে ॥ ধন কড়ি নাহি চাই, যথা ভাব তথা
 বাই, ভাব ভয়ে আমি দ্বারে দ্বারে । যেজন অভাব করে, নাহি
 বাই তার ঘরে, ভাববিনে নাপারি আমারে ॥ তুমি অতি সন্ত
 সন্তি, তনয়িক যশোদাতি, মোহ ভাবেহয়েছিন্নস্তোব ধনকড়ি
 ভোল ঘর, আমি তব নাচি পর, ই-খ কিছু নাহি কার দোষ
 মোহ করি নন্দরাণী, জানিয়াছ ক্ষীরননী, নেহ কিছু কহির
 ভঙ্গন । এতবলি বৈদ্যরায়, বাক্যে কুবি ত্র-জগত, ক্ষীর শর
 করিল ভোজন । তবে হৈল অল্পখ্য ম, কেহ মা দেখিতে পান
 কৃক ভঞ্জে অক্ষ মিশ্রিলা । তবে বলে এই ছিল, কণমাত্র
 কোথা গেল, অল্পমানে ইন্দুর আনিল ॥ হেনরূপে রাখা কই

রাধার কলঙ্ক শাস্ত, অবহেলে করিলা তথায় । শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়
গায়, কলঙ্ক ভঞ্জন যায়, মজ মন রাধাকৃষ্ণ পায় ॥

অথ কলঙ্ক ভঞ্জনান্তে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমতীর
কুঞ্জে গমন ।

পরায় । এখানেতে শ্রীমতীর কলঙ্ক ঘুচায় । আহেন
আনন্দ যন্ন আমন্দিত হয়ে ॥ সূর্য্য গেল অন্তাচলে আইল
রজনী । দেখি হরষিত হৈল এতু যাতুমণি ॥ নিজাগেল পুর
বাণী নিশি ঘোরতর । নিকুঞ্জ কাননে কৃষ্ণ চলিল সত্বর ॥
বামর সাজায় বসি রাধা বিনোদিনী । হেনকালে উপনীত
হৈলা চক্রপাণি । কৃষ্ণ দেখি কমলিনী উঠিয়া সত্বরে । সমা-
দরে বসাইল সিংহাসনোপরে ॥ নানাবিধ মিষ্ট অন্ন কবি
আয়োজন । শ্রীকৃষ্ণেবে বডরস করানভোজন ॥ ভোজনান্তে
তান্বুল যোগায় সখীগণ । মুখ শুদ্ধি করি হরি বলিলা তখন
বাম ভাগে বসিলেন রাধা বিনোদিনী । শোভিত হইলা যেন
মেঘে সৌদামিনী ॥ তাহা দেখি সখীগণ আনন্দিত হয়ে । রাধা
কৃষ্ণে সাজাইল নানা ফুল দিবে ॥ চারিদিকে সহচরি চামর
ঢুলায় । তাহাতে আনন্দ বড পাইয়া দোহায় ॥ তবে হরি
শ্রীমতীকে কহেনবচন । আজি হৈতে হৈল তব কলঙ্ক মোচন
যতেক রমণী করে ব্রজেতে বসতিসকলের মধ্যে ধন্যতুমি
রাধা সতী ॥ কহ কহ এয়ে মোরে স্বরূপ বচন । একণেতে
সন্তোষ হয়েছে তব মন ॥ শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী কহেন শ্রীমতী
তার কি ভাবনা নাথ তুমি যার পতি ॥ তুমি ব্রজা তুমি বিষ্ণু
তুমি, মহেশ্বর । তব দেহে নিবসয়ে যত চরাচর । তোমার
মায়ান্তে মুখ এ তিন সংসার । তব দয়া বিনে কেহ না হয়
উদ্ধার ॥ কহ শুন রাধাকান্ত স্বরূপ বচন । কি করিলে পার
তবে ও রাজা চরণ ॥ কবি কহে অল্পগ্রহ যদি তব হয় । জাগ
তব্ব কহ কিছু হইয়া সময় ॥

অথ শাস্ত্রাযোগ কথন ।

পরায় । কিশোরীর কথা কৃষ্ণ করিয়া শ্রবণ । তুচ্ছ হইলে
কহিছেন কমললোচন ॥ শুন শুন গুণবতী হয়ে সাবধান ।
শ্রীকৃষ্ণের মতে কহি অপূর্ণ আখ্যান ॥ সকলের কল

ভোগ করণ কারন । লোক হয়ে দেহ সেই করণে ধারণ ॥
 অশ্রু প্রাতে তাই ঘটে কত ভোগ । বালা যুগে বৃদ্ধ কবা
 শরীরে সংযোগ ॥ যদি কেহ পতন করে প্রাণী দুরে য় ॥
 তাহে য না শোক করে গাধু বলি জায় ॥ বিশেষত সুখ
 দুঃখ সম যার জ্ঞান । সেজন পরম প্রাক্ত পণ্ডিত প্রধান ॥
 অশ্রুস্রাবী শরীরের বৃদ্ধা অভিমান । তুচ্ছ অস্থি মেধ সংস
 দোষিত নির্মাণ ॥ সদা অপরিভ্রমর জাতে এই দেহ । যারা
 মুখ জনগণ ভ্রমে করে স্নেহ ॥ অনিত্য সংসার জ্ঞান কিছু
 নহে । নিছা লোক আহারে করি কহে ॥ পিতা মাতা ভগ্ন
 ভাত বন্ধু ছাড়া পুত্র । কেহ করি নয় সখ শোকার মুক্ত ॥
 অহামোহে জীব চক্ষু সত্যে বন্ধ হয়ে । প্রপঞ্চভূতের ভাব সর
 শিবে বয়ে ॥ ক্রমে ক্রমে কলিকাল পূর্ণ যবে হবে । বন্ধুবর্গ
 পরিবারে কেবা শোথারবে ॥ ময়ন মুদিলে সব অন্ধকার ময়
 জাম্বলে মরণ আইছে নাকি সংশয় । মরিলে পুনশ্চ জন্ম
 করিয়া গ্রন্থ ॥ গর্তবাগে নানা ক্লেশ করয়ে জনন ॥ পুনরায়
 মৃত্যু পুনঃ এইবে জন্মম । না বুঝিয়া কর্ম কর্ম থাকে অচেন
 জীব বস্ত্র যেমন তাজিয়া গুণগণে । সুতন বসন পরে আন
 দ্রিত মনে ॥ সেই রূপে জন্ম মৃত্যু বিধর বিধান । এত
 দেহ তাজি আস্মা অন্য দেহে যান । কুলাল চক্রে ন্য য় গতা
 হ্রিত করে । মুখ লোক ইহাতে বিনাম জাবি মবে ॥ অ আদি
 বিনাশ নাই জানিব নিশ্চয় । বিজলোকে শোকাহ্ন কখন
 না হয় ॥ স্থির ভাবে লীলালাভ সম করে জ্ঞান । সুখ দুঃখ
 অরাজক তুল্য মানামাম । শীত উষ্ণ সম ভাবি ভাবিয়ে যে
 জ্ঞান । বদা বিধি হিন্দুরের করয়ে গমন ॥ সে হয় পরম গাধু
 বিজ মহাজন । চরমে হইবে প্রাপ্ত আহার চরণ ॥ বিষয়ে
 জাবিষ্ট মন না হয় বাহার । স্বয়ং নষ্টোষে থাকে আনন্দ
 অপার ॥ স্পৃহা হ্রেন হিংসা বেশ করয়ে বর্জন । স্থির প্রাক্ত
 বলি তারে কহে জানীগণ ॥ সাইলে প্রচুর ক্লেশ না হয়
 দুঃখিত । ইচ্ছাযোগে সুখ ভোগ নহে আনন্দিত ॥ পাপ
 পুণ্য ধর্মাদর্শ সখ ভোগ করে । পুত্র পরিবারে স্নেহ না রাখ
 অকরে ॥ বড়ান বসত কর্ম করে আপমারি । বস্ত্রপদ মণ্ডক

সুকার হৈ প্রকার । সেইকণ জ্ঞানধাম সমুদ্রা নকল । বিবরে
বিরত ধরা পদ্মপত্রের মূল । আশ্রয় বস্তু যোগে জ্ঞান করে
অচরণ । দেখিলে আমারে পার নিশ্চয় তখন ॥ কর্ম জন্য
কলাকালা ত্যজিয়া ধোমান । আমার প্রিতার্থ করে কর্ম
অহুতান ॥ কাম্য কর্ম কলভোগ করিতে না চায় । অজ্ঞান
সময়ে সেই মম পদ পায় ॥ জ্ঞানীর বিধম বৈরা হয় অতি-
শয় । না কেন বিবেক জ্ঞান হইতে প্রকাশ ॥ অতএব আশা
হরণ করিয়া যে জন । কর্মকল আমারে করয়ে সমর্পণ ॥
জন্ম মৃত্যু বন্ধন কাটিয়া কনাগোসে । সেজন বিমুক্ত হয় ভোগ
মায়াপাশে ॥ যোগ বিবরণ এই কলিাম ধনী । আর কি
কহিব প্রিয় বল দেখি শুন ॥ শ্রীহর্গাশ্রয় ভাবি শ্রীকৃষ্ণ
চরণ । বুদ্ধিগতাধীশ্বরী গ্রন্থ করিলি রচন ॥

অথ সদা সৎসঙ্গের প্রসঙ্গ ।

পরায় । শাস্ত্রাযোগ বিবরণ শুনিয়া শ্রীমতী । কৃষ্ণ কাছে
কাঁহছেন করিয় মিনতি ॥ কাঁহিলে শুনিতু নাথ যোগ বিব-
রণ । সদা সৎসঙ্গের ফল কহ নায়ায়ণ ॥ হইলে অসৎসঙ্গ
কিবা দোষ ঘটে । কিবা কলোদয় হয় সত্তের নিকটে ॥
আমরা অবলা নারী কিছুই না জানি । অনুগ্রহ প্রকাশিয়া
কহ চক্রপাণি ॥ তোমার বদন বিনিমিত্ত বাক্যসুধা । শ্রবণে
যুচিবে চিত্ত চকরের ক্ষুধা ॥ রাধিকার বিনয় বচন শুনি হরি
কছেন করুণাময় জীবাক্ষয় করি ॥ শুন প্রিয়ে চাক্ষুশিলে
সদা সৎসঙ্গ । বিস্তারিয়া কহি কথা পুরাণ প্রসঙ্গ ॥ মম পূজা
নিত্য করে কৃষ্ণবলে ডাকে । নিতান্ত আমার ভাবে মগ্ন হয়ে
থাকে ॥ তীর্থ পর্যটন তীর্থ স্নান করে সুখে । মিথ্যা কথা
কল্পনা জল্পনা নাহি বুখে ॥ অতিশয় সেবার আভাস অল্প
রক্ত । দেব বিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ চরণে প্রিয়ভক্ত ॥ পিতা মাতা
জ্ঞতি ভক্তি রাখে মান্যমান । অকাতরে জ্ঞাতিগণে করে
অন্নদান ॥ অশক্তের হিতে মন নিবস্তুর রত । সকলের সঙ্গে
সমভাবে আবিবর্ত ॥ পরহিংসা পরনিষ্ঠা না করে কখন ।
এ সকল হয় প্রিয়ে সত্তের লক্ষণ ॥ সৎসঙ্গ বাসিতে বাড়য়ে
ধর্ম অক্ষ । অশেষ অনিষ্ট কর অসত্তের মদ ॥ ইহার সমাধি

এক ইতিহাস কই। মনোযোগ করি শুন রাধা রসময়ী ॥
 আছরে অবন্তিপুর সুবিখ্যাত গ্রাম। তথায় বসতি দ্বিজ বরিশ
 শর্মা নাম ॥ তিন পুত্র ব্রাহ্মণী আপনি দ্বিজ বরে। পঞ্চমানে
 একত্রেতে গৃহবাস করে ॥ সর্গশাস্ত্রে বিদ্যারস নিজে বিদ্যা
 মান ॥ জ্যেষ্ঠ দুই পুত্র জ্ঞানী পিতার সমান ॥ বাদব নামেতে
 তার কনিষ্ঠ তনয়। খেলায় নিমগ্ন লেখা পড়া না করয় ॥
 পিতা যদি করে তারে তাড়না বিস্তর। লুকাইয়া থাকে গিয়া
 বনের ভিতর। নিশাকালে আইসে তার মায়ের সদনা পুত্র
 স্নেহে দেয় স্নাতা করিতে ভোজন ॥ উপবীতদ্বিজ হয়ে ক্ষণ
 নাহি করে। দিবসে সারিয়া পক্ষীআশ্রমের তরে ॥ একপে
 বেড়ায় নিত্য ব্রাহ্মণ কুমার। দেখিয়া প্রবল ক্রোধ হইল
 পিতার ॥ ব্রাহ্মণীর প্রতিদ্বিজ প্রকোপে কহিল। এমন দুরাশ্রা
 পুত্র কেন না মরিল ॥ ক্ষুধার্ত হইয়া যবে আনিবে নিশাতে
 অন্ন নাহি দিয়া তারে পাংশু দিও খাতে ॥ শুনিয়া স্বামীর
 আজ্ঞা ব্রাহ্মণ রমণী। বাক্যালাপ না করিয়া রহিল অমনি ॥
 ক্রমেতে দিবস গত সন্ধ্যাকাল হয়। হেনকালে উপনীত
 ব্রাহ্মণ তনয় ॥ আসিয়া মায়ের কাছে কাশিয়া কহিছে।
 অন্ন দে মা খেতে অক্ষ ক্ষুধার দহিছে ॥ চক্ষু না দেখিতে
 পাই কণে নাহি শুনি। ভোজন করায়ে প্রাণ রাখগো
 জননী ॥ তবেত ব্রাহ্মণী অন্ন আনিরয়ে গায়। স্বামী আজ্ঞা
 হেতু কিছু পাংশু দিল তার ॥ দেখিয়া বলেন শিশু কি দিলে
 বাইতে। মা হরে কি সন্ধ্যানেরে পাংশু হয় দিতে ॥ ব্রাহ্মণী
 কহিছে বাছ। শুন বাপধন। পিতা আজ্ঞাবর্ত্তি করি নাহি
 অশ্রায়ন ॥ একারণে তব পিতা ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে। আজ্ঞা
 করিলেন মোরে পাংশু তোরে দিতে ॥ স্বামীর বচন
 আমি লজ্জি নাথ্য নাই। এক পাশে কিঞ্চিৎ দিয়াছি তাই
 হাই ॥ অন্যথাধি রাখ পুত্র আমার বচন। খেলা ত্যজি যবে
 কর নিখর পঠন ॥ খুনি শিশু জননীকে কিছু না বলিল।
 তন্ন কেলে দিয়া অন্ন ভোজন করিল ॥ অভিমানে নিশ
 মানে বনে প্রবেশিয়া। নিবীড় কানন মাঝে। উত্তরিল গির
 হৃদপরে উটিয়া রহিল সারারাত্রি। মনোহুগে নতমনে নির্গ

নীর সাজ । প্রভাত হইল নিশি রবির উদয় । বৃক-ইতে
 নার্মিলেক ব্রাহ্মণ জনয় । পূর্বমুখে সহরে চলিল জাতিশয় ।
 কিছু দূরে সম্মুখেতে দেখে লোকময় ॥ চণ্ডাল বসতি পেটী
 চণ্ডালের পাড়ী । অন্য জাতি নাহিক চণ্ডাল জাতি ছাড়া ॥
 পথদ্ব্যটনে দ্বিজ আইল তথায় । শোকানলে তরু কলে কি
 করে কথায় ॥ কতিপয় চণ্ডাল একত্রে বসিয়াছে । দ্বিজ স্তম্ভ
 দিয়া উপস্থিত তার কাছে । গলে ধক্ত সূত্র দেখি চণ্ডালের
 গণ । বসিবারে আনি দিল উত্তম আশন ॥ প্রণাম করিয়া
 সবে কহে সমাদরে । কি কারণে আগমন চণ্ডাল নগরে ॥
 দ্বিজ বলে আমার সংশেতে কেহ নাই । বনেতে ভ্রমণ করিয়া
 ফিরি ভাই ॥ পর্যটনে ক্ষয় হইয়াছে অতিক্রান্ত । কিঞ্চিৎ
 ভোজন দিয়া শীত কর শান্ত । শুনিয়া দ্বিজের মুখে এতেক
 ভারতি । কহে চণ্ডালগণ ব্রাহ্মণের প্রতি ॥ জাতিতে
 চণ্ডাল মোরা কহে সর্বজন । কেমনে এখানে তব হইবে
 ভোজন ॥ ব্রাহ্মণ কহিল আর কোথায় যাইব । এইখানে গৃহ
 বাস করিয়া থাকিব ॥ জাতিগোত্র পরিবার নাহিক আমার
 অকুলেতে ভানিয়াছি আমি কোন ছার ॥ শুনিয়া চণ্ডাল
 গণ পাইল সম্প্রীত । বলে ভূমি জান দোহে হও পুরোহিত ॥
 যজ্ঞমান হব তব আমরা সকলে পরম অনন্দে বাস কর
 এই স্থলে ॥ প্রাদু শান্তি ক্রিয় কর্তব্য ব্রতাদি প্রভৃতি । মকলি
 করিবে ভূমি যথা রিতী নীতি ॥ উপজ্ঞান হবে তাহে চল
 কলা বাড়ি দক্ষিণ বলিয়া আর পাবে কত কড়ি ॥ আমরা
 সকলে দিব তোমার বিবাহ । অনায়াসে যুবক হইবে
 নিকাগ । শুনয়া এসব কথা বিপ্রের কুমার । চণ্ডালের পুরে
 হিত্য করিল নীকার ॥ ভূণের কুটীর এক বাজিয়া তথায় ।
 রহিল চণ্ডাল সমস্ত চণ্ডালের প্রায় ॥ চণ্ডালের অন্ন অন্ন করেন
 তখন । গল্পগোশে সূত্রমাত্র ব্রাহ্মণ লক্ষণ । চণ্ডালের ক্রিয়া
 কর্তব্য করিয়া যাজ্ঞন । চণ্ডাল কতি কতি বাড়ি করে উপজ্ঞান ॥
 এইরূপে কিছু কাল অতীত হইল । চণ্ডালগণ পরামর্শ
 করিতে লাগিল ॥ পুরোহিত আছিল এই ব্রাহ্মণ হাওাল ।
 জাতি অন্য হয়ে বৈদ্য বড়ীর চণ্ডাল ॥ কহিয়াছি ইহার

বিবাহ মোরাদিব । ব্রাহ্মণের কন্যা আর কোথায় পাইব ।
আমাদের জাতিতে চণ্ডালী একজাতি । অঙ্গাঙ্গলে তাহার
বৈধব্য ঘটিয়াছে ॥ আনিয়া তাহাকে দিব ব্রাহ্মণের বিয়া ।
তাই জনে সুখী হবে দৌহারে দেখিয়া ॥ মন্ত্রণা করিয়া স্থির
ব্রাহ্মণে কাহিল । মুক্তালভাবলী গ্রন্থ দ্বিজ বংশিল ॥

অথ দ্বিজ পুত্রের চণ্ডালিনী-সহ বিবাহ ।

লম্বু-ত্রিপদা । যতেক চণ্ডাল, হয়ে চামেহাল, কহে শুন
দ্বিজপুত্র । বিবাহ তোমার, দিব মারোদ্ধার, কহিতেছি তার
সুত্র ॥ শুন বিপ্রনর, কহিছে সত্বর, আরোজন কর সবে ।
মুন্দ্রী দেখিয়া, কন্যা আন গিয়া, তবেত বিবাহ হবে ॥ এ
কথা শুনিয়া, চরিত্র হইয়া, মিলিয়া চণ্ডালগণ । আনিলেক
কন্যা, বিবাহের জন্য, কিবা রূপ সুগঠন ॥ ঢাক জিনি
কোটী, কোটারাকি ছুটি, বরণ জলোকা প্রায় । অঙ্গের
সৌরভ, কি কব গৌরব, পচাগন্ধ তারগায় ॥ খাঁদা সে নাসিকা
কর্কশ হাসিকা, গন্ধভ নাসিকা ধনী । অঙ্ককূপ সমা, রূপ
নিরূপম', দিনে অঙ্ককার মণি ॥ বিভাল নয়না, পেচক বদনা
মুলা সম দন্ত পাতি । ছুটিপাশোপরে, গোঁদ শোভাকরে, গলে
গল কণ্ঠ ভাতি । বিনাইয়া বেশ, বান্ধিয়াছে কেশ, কিবা
খঁপা পরিপাটি । তুলনা তাহার, কিসে দিব আর, যেমন
বহরী আটি । পূর্বে কুঁচশোভা, অতি মনোলোভ', গমনে
গোধিকা হারে । কুশাশু আকার, কুচযুগতার, দোলে আপ-
নার ভারে ॥ চণ্ডালিনীগণ করিয়া বরণ, কন্যায় বরেতে
লইল । ব্রাহ্মণ নন্দনে, আনি ততক্ষণে, শূন্যকণে বিভা নিল ।
স্ত্রীআচার আদি, কর্ম যথাবিধি, করিলেক আরো যত । পরে
কন্যা হবে, বসয়ে বাসরে, যৌতুক দিতেছে কত ॥ কৌতুক
প্রসঙ্গে নান'রস রঙ্গে, পরিহাস করে বরে । কেহ মলে নাক
দেয় কানে পাক, পরম রহস্য ভরে ॥ এইরূপে সবে, মহা-
মহোৎসবে, চণ্ডাল যুবতীগণে । বাসর জাগিয়া, প্রভাতে
উঠিয়া, গেল তারা নিকেতনে । তদন্তরে দ্বিজ, লয়ে প্রিয়া
নিজ, গৃহে আ'স উত্তরিল । কন্যার বদন, হেরিয়া তখন,
আপনাকে পাশরিল ॥ ব্রাহ্মণ নন্দন, প্রেমিক সুজন, রসিক

রনের ভরা । চণ্ডালী সে কণ, কপে অপকণ, হারির মুখের
সরা । হইল মিলন, দৌহে বিচকণ, রতনে রতন মত্ত । দেখিয়া
দৌহার, দৌহে মোহ যার, দৌহাতে দৌহার রত ॥ কামে
হত জ্ঞান, জ্ঞান সন্তান, রহিল চণ্ডালী লয়ে । দম্পতি সং-
যোগে কামকোনি ভোগে, সদা থাকে মত্ত দৌহে ॥ নাহিক
বিচ্ছেদ, প্রেম পরিচ্ছেদ, অচ্ছেদ প্রভেদ হীন । দৌহে এক
স্বর, রহে নিরন্তর, সরোবরে যেন মীন ॥ তাজিয়া বিবাদ,
শ্রীমুগা প্রসাদ, ভাবি শ্রীমধুসূদন । হয়ে কুতুহলী, যুক্তানতা
বলী, গ্রন্থ কৈল বিরচন ॥

অথ নাড়ীজঙ্ঘাবকোপাখ্যান ।

পয়ার । শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন রাধা বিনোদিনী । রহিলেক
দ্বিজ পুত্র লয়ে চণ্ডালিনী ॥ বিছুকাল আনন্দোদেতে করিল
বঞ্চন । অতঃপরে উপস্থিত অপূর্ণ ঘটন । একদিন চণ্ডালিনী
তাজি লাজ ভয় । ধরিয়া পতির গলা অভিমানে কর ॥ দেখ
নাথ কেমন সুন্দরী হই আমি । স্বর্ণ অলঙ্কার কিছু নাহি
দিলে তুমি ॥ এ হেন সোণার অঙ্গে নাহি অভরণ । দেখিয়া
না দেখ তুমি এ আর কেমন ॥ নবীন যৌবন মোর জনদগ্ধি
প্রায় । অলঙ্কার বিনা কি ইহার শোভা পায় ॥ রমণীর কপ
ডালি হরত যৌবন । যৌবন প্রদীপ্তকারী বসন ভূষণ ॥ অত-
এব সকাভরে বলি প্রাণনাথ । গহণা দিবার চেষ্টা কর অচি-
রাতে ॥ এখন না দিলে আর শেষে কি হইবে । যৌবন বহিয়া
গেলে পরে বুঝি দিবে ॥ শোণা লানী পরিব থাকিব সুখে
বাসে । তোমারে করেছি বিয়া এই অভিলাষে ॥ তুমি যদি
না দিলে গহনা মনোমত্ত । তবে কেন থাকিব তোমার অনু-
গত ॥ স্বর্ণ অলঙ্কার বিনা না রহিব ঘরে । তোমারে ছাড়িয়া
আমি যাব স্থানান্তরে ॥ না হইবে তব সঙ্গে বিহার বিলাস ।
অন্যপতি লইয়া কারিব গৃহবাস ॥ যেই মাত্র এই কথা চণ্ডালী
কহিল । দ্বিজের স্বদয়ে যেন শেল প্রবেশিল ॥ প্রিয়তীর
করুণা করেতে ধরিয়া । কহিতে লাগিল তারে সাক্ষনা
করিয়া ॥ তুমি মোর প্রাণপ্রিয়ে রমণী রতন । মন প্রাণ
তোমারে করেছি সমর্পণ ॥ হমেছে তোমার অঙ্গে প্রেম

বাড়াবাড়ি । মরিলেও কখন না হবে ছাড়াছাড়ি ॥ তবে তুমি
 ছাড় যদি হয়ে অভিমানী । নিশ্চয় কহিলু আমি ত্যাজিব
 পরানী । বিধি মোরে লক্ষীছাড়া করিয়াছে তাই । নহিলেকি
 স্বর্ণ ভূষা দিতে ইচ্ছা নাই ॥ যেমন কপলী তুমি যুবতী তেমন
 লোণার গহণা বিনা সাজে কি এমন ॥ তুমি প্রিয়ে যেনকারে
 প্রকাশিলে খেদ । শুনিয়া আমার মঙ্গ হইতেছে ভেদ ॥
 শপথ করিয়া ধনী তব কাছে বলি । এই আমি স্বর্ণ
 আনিবার ভরে চলি ॥ এক মাগ চুপ করে বসে থাক ঘরে ।
 অবশ্য আনিব আমি ইহার ভিতরে । নানা দেশ দেশা-
 ভরে করিয়া ভ্রমণ । ভিক্ষামেগে এনে দিব সুবর্ণ ভূষণ ॥
 তোমার বাসনা পূর্ণ করিব নিশ্চয় । ইহাতে না ভাবি কিছু
 প্রাণের সংশয় ॥ একেলা রহিলে গৃহে সাবধানে থেক ।
 প্রেমদাস বলে মোরে মনে মাত্র রেখ ॥ চলিলাম দূরদেশে
 তোমার কারণে । প্রতিজ্ঞা তোমার শুদ্ধ স্বর্ণ আনিয়নে ॥
 অতএব বিনোদিনী ঘোষ তেয়াগিয়ে । অধিনে বিদায় কর
 এসনা হইয়ে । এতবলি রমণীর রাগ শাস্ত করি । যাত্রা করে
 বিপ্রসুত স্মরিয়া শ্রীহরি ॥ গৃহ গৈতে বাণীর হইয়া চলে
 যায় । ক্রমেতে চণ্ডাল পাড়া পশ্চাতে এড়ায় জাপানুর ছাড়া
 ইয়া অরণ্যে পশিল । দিশ্রাম কারণে বৃক্ষতলায় বসিল ॥
 চিন্তায় আকুল চিত্ত ভাবে কোথা যাব । কাহার নিকটে
 গেলে স্বর্ণ প্ত্র পাব ॥ কে এমন আছে মোর করিবে সুরার
 কাহার উপরে আনি দিব এই ভার ॥ স্মরিত হইবে কিসে
 মনের কামনা । সাত পাচ কত মত করিছে ভাবনা ॥ উঠিয়া
 চলিল পুনঃ বন অভিলুপে । সন্তাপে তাপিত তনু গাঢ়
 মনোভুঞ্জে । নির্জন কাননে গিয়া করিল প্রবেশ । ব্যস্ত
 ভল্লকে ভয় না মানে বিশেষ ॥ চলে যেতে পথে কাটা
 খোচা ফুটে পায় । হোচটে খাইয়া বিজ রক্ত পড়ে তায় ॥
 প্রভাকর করে করে অঙ্গ জালাতন । অস্তরে আত্মিক চিন্তা
 দহে সদা মন ॥ কোথা গেলে মোণা লাভ হবে কি প্রকারে
 ভাবিয়া উপায় কিছু চাহিতে নারে ॥ কাননে ভ্রময়ে কুখা
 নদিক গজগন । যতসমুদ্র যারে বিধাতা বিকল ॥ অস্তাচলে

গমন করিল দিবাকর । সম্মুখে দেখিল এক উচ্চ তরুণ
 তমোময় নিশি ঘোর হইল যখন । ধীরে ধীরে বৃক্ষোপরে
 উঠিল তখন ॥ বক্ষিবার উপযুক্ত শাখা এক পেয়ে । বসিলেন
 ছিঁজপুত্র যেন কশি হয়ে ॥ সেই বৃক্ষে থাকে বক নাড়ী অঙ্ক
 নাম । বেদ তন্ত্র পুরাণে পণ্ডিত গুণধাম । পরম ধার্মিক বক
 ধীর শাস্ত্র জানী । ব্রজার সত্যার কহে পুরাণ ক'হিনী । নিত্য
 গিয়া ব্রজলোকে কহে যোগ কথা । দেব বন্দ লয়ে ব্রজা,
 শুনেন সর্বথা ॥ ব্রজলতা ত্যজিবক বাসায় আইল । গাছেতে
 মনুষ্য আছে দেখিতে পাইল ॥ জিজ্ঞাসিল কেবা তুমি কহ
 মহাশয় । কি জন্যে অরণ্যে এলে দেহ পরিচর ॥ মনুষ্যের
 গম্য নহে দুর্গম এ বন । মণিষ গণ্ডার ব্যাস্র চরে অগণন ॥
 কেন হেন বনে মনে করিয়া কি আশা । যে ডালে বসেছ
 তাহা আমার সে বাসা ॥ ছিঁজ কর প্রাণে ভয় নাহিক আমার
 আশ্রমে অতিথি আজি হয়েছি তোমার ॥ ক্ষুধার তৃষ্ণার
 আর কানন ভ্রমণে । বিষম ব্যাকুল বাহ্য না সরে বদনে ॥
 ভক্ষ্য দ্রব্য দিয়া আগে কর ক্ষুধাকর । শেষে কব আমার
 বৃত্তান্ত সমুদয় ॥ শুনিয়া ছিঁজের কথা ভাবিতেছে পাখি ।
 অতিথির সেবা ধর্ম কল্পপেতে রাখি ॥ একে বন তাহে ঘোর
 নিশি অন্ধকার । খাদ্য দ্রব্য এখানে মিলিবে কি প্রকার ।
 আশ্রমে অতিথি যদি থাকে উপবাসী । হইবে দুষ্কর ধর্মনাশ
 পাপ রাশি ॥ নরকে করিতে বাস সাধ্য আসি হবে । সকল
 জন্মের পুণ্য ঘুচে যাবে তবে ॥ এত ভাবি সাধু বক নারি ছুই
 পাখি । উড়ে তবে উর্দ্ধ উঠে হইয়া আদেখা । কণমাত্রে ছানি
 উত্তরিল নদীকূলে । চক্ষু পুটে ধরিলেক বৃহৎ শকুলে ॥ মৎস্য
 লয়ে হর্ষ করে শাস্রমে চালল । ছিঁজ তনয়ের তরে ডাকিয়া
 বলিল ॥ কার্ত্তেঃ ঘরষিয়ে অগ্নিযোগ কর । পোড়াইয়া খাও
 মৎস্য আনিয়াছি ধর ॥ বৃক্ষ পাশে ক্ষুদ্র এক ছোনা আছে
 কাছে । জলপান তথায় করিবা গিয়া পাছে ॥ শুনি ছিঁজ
 বৃক্ষ হইত ছরিতে নামিল । কাটি কুড়াইয়া ক্রমে অনল জালিল
 লইয়া শকুল মীন পঙ্ক করে ভায় । আপনায় মনোমুখে পরি

তোষে খায় ॥ আত্মদানে পোড়ামাহ লাগে যেন সুখ ॥ ইদর
হইল পূর্ণ তুর্ণ চুর্ণ ক্ষুধা ॥ তদন্তে শলিল পানে স্তুতির হইল
হেনকালে বক বিশ্রুতে জিজ্ঞাসিল ॥ এখনতো তব দেহ
হয়েছে শীতল । তবে আর বিলম্বিতে কিবা আছে কল ॥
বিশেষ করিয়। বল আচারে সবাসে । কে তুমি অরণ্যে এলে
কোন অভিলাষে ॥ আত্ম অন্ত ঘোমার যতেক বিবরণ । শুনিব
সকল আমি এই নিবেদন ॥ দ্বিজ বলে ব্রহ্মকূলে জনম আমার
অতি অভাজন আমি পাপী ছরাচার ॥ বিদ্যা শিক্ষা যেতু
পিতা করিতেন রাগ । একারণে ঘর বাড়ি করিলাম ত্যাগ
বিবাহ করিয়া শেষে চণ্ডালের বালা । স্বর্ণ আভরণ বিনা ঘটি
ব্রাহ্মে জালা ॥ তাই আসিয়াছি বনে কহিলাম নাটো অন্তরে
বিবাদ অতি দেখে বুক কাটো ॥ ব্রাহ্মণের কথার বকের হৈল
হাস । কহিতে লাগিল দয়া করিয়া প্রকাশ ॥ শুন দ্বিজ বলি
আমি এক উপদেশ । যাহাতে প্রচুর সোনা পাইবে বিশেষ
আছরে আমার সখা যক্ষ আধিপতি । যদি তুমি যেতে পার
তাহার বসতি ॥ বিনয়ে কহিবে তারে মোর নমস্কার । পাইবে
সুবর্ণ রাশি অতি চমৎকার ॥ দ্বিজ বলে কোথা সেই যক্ষরাজ
থাকে । কোন দিকে গেলে দেখা পাইব তাহাকে ॥ ক্রীতুর্গা
প্রসাদ ইচ্ছা চরণ ভাবি ॥ মুক্তালভাবনী কহে ভাষায় রচিয়া
অথ দ্বিজ পুত্রের যক্ষালয়ে গমন ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী । কহিছেন জলচর, শুনহ দ্বিজবর, যে স্থানে
থাকয়ে যক্ষেশ্বর । সে দিক উত্তর দটে, হিমালয় সন্নিবটে,
গঙ্গাতটে স্থান মনোহর । কাঞ্চন নির্মিত পুর, দর্পণের দর্প
চুর, হীরক কপাট ভায় শোভোঢ়ারিতিতে কলবান, সুশীতল
সমীরণ, মধুভ্রত ধায় মধুলোভে । সরোবর সুবিসল, পুরিত
নির্মল জল, টল টল করে মন্দ বায় । পুষ্প পুষ্প প্রসু-
ত, গন্ধে করে আমোদিত, কোকিল পঞ্চম স্বরে গায় ॥
ছয় ঋতু পরস্পর, বাজিয়াছে নিরন্তর, সহিত নিজের দলবল
ময়ুর ময়ুরী যত, নিত্য নৃত্য করে কত, বিস্তারিয়া কি কব
সকল ॥ যক্ষরাজ নিকেতনে, প্রতি দিন নিমন্ত্রণে, হয় লক্ষ
ভোজন । সুবর্ণের থালা বাটি, ব্যরি ঘটি পরিপাটী

দেয় নিত্য করিতে সেবন ॥ ব্রহ্মসেবা হও। মাত্র, লইয়া
উচ্ছ্রিত পাত্র, দূরে ফেলে যেন ঘুমঘরাঘাবে তুমি সেই স্থানে
যক্ষরাজ বিদ্যমান, মোর নামে দিও পরিচয় ॥ তা হইলে
ধনপতি, তুষ্ট হয়ে তোমা প্রতি, সুবর্ণ নইতে অজ্ঞা দিবে ।
যত তব ইচ্ছা আছে, তার বাঞ্ছা লইও পাছে, তদন্তরে বিদায়
হইবে ॥ বক মুখে সবিশেষ, জ্ঞাত হয়ে উপদেশ, ব্রাহ্মণ
কুমার মনে ভাবে । কতক্ষণে সুখ তারা, যামিনী করিয়া
সাধ, ভপন উদয়া চলে যাবে ॥ রহিল ভাবনা ভরে, নিদ্রা
নাই বৃক্ষোপরে, সারা নিশি জাগিয়া কাটায় । প্রভাত হইলে
পরি, বৃক্ষ হইতে বিজবর, নামিয়া উত্তর মুখে যায় ॥ নিশ্বাস
ভ্যজিয়া দড়, আশ্বাস পাইয়া বহু, বিশ্বাস করিয়া শীঘ্র চলে
পর্কত কানন কত, এড়াইল শত শত, বিশ্বাস না করে কোন
স্থলে । সদা বসুবেগে ধার, সম্মুখে দেখিতে পার, যক্ষ মহা
রাজার ভবন । অউলিকা থরে থরে, হেরে মন মুগ্ধ করে,
চৌদিগে বেষ্টিত উপবন । লক্ষলক্ষ শিবালয়, মন্দির মাণিক্য
ময়, কনক কলস তার কোলে । শ্বেত রক্তবর্ণ নান, পতাকা
উড়িডয় মানা, পবন হিলেলে হেলে দোলে ॥ প্রশস্ত সমস্ত
বাট, কত শত হাট ঘাট, গীত নাট হয় স্থানে স্থানে, মাংস
ভুরঞ্জ যত, রাজপথে ভ্রমে কত, রথ রথী যেখানে সেখানে
করাল ভীষণাকার, যক্ষে রাখি পুরদার, চমৎকার বিকট
বদন । দীর্ঘ তাল তরুবর, লম্বিত যুগল কর, ভয়ঙ্কর ঘোর
দরশন । কেশ জটা চক্ষু কটা, মঘ সম অঙ্গ ছটা, ঘোর ঘটা
হুলাকার দোত । কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ উত্তরড়ে ধার,
শুশল মুক্তার ধারী কেহ । কেহবা হইয়া ক্রুদ্ধ, করে শুদ্ধ মল্ল
বুদ্ধ, কেহ দক্ষ নাড়িছে পাঁহাড় । দেখে বিজয়ুত ভয়ে,
দাঁতে দাঁত এক হয়ে, রাজ পথে খাইল আহাড় ॥ ছারি
ভারে ধরি তোলে, ইজিতে জিজ্ঞাসে ছলে, কেবা তুমি কোথ
কার পাপ । কোন গোত্র কিবা জাতি, কার পুত্র কার নাতি
সত্য বল নহে দিব শাপ ॥ মনে ভয় অস্তর, ছিজ কর মহা
শয়, সমুদয় পরিচয় কই । বিশেষরূপে জন্ম মমন্সরাম মৌর
সম, আর কেহ নাই আসা বই, ভ্রমিয়া অনেক দেশ, অরণে

পাইয়া ক্রেশ, অবশেষে এনোছি এখানে । বাঞ্ছা এই চাইয়াছে
 যাঁ যক্ষ রাজা কাছে, সমাচার কব তাঁর স্থানে ॥ শুনি ছারি
 মুহুরাসে, কর্কট বচনে ভাসে, বলে কিরে যাও কোথা যাবে
 লক্ষ্মী ছাড়ি মরো দুঃখে, তুমি বল কোন মুখে, যক্ষ রাজ দর
 শন পাবে । হেথা আসিয়াছ ভোরে, কে দিল বলিয়া তোরে
 বুঝি তোর প্রাণে নাহি ভয় । শুনিলে যক্ষের রাজা, দিবেন
 উচিত সাজা, তবে তোরে কে দিবে আশ্রয় ॥ অতএব পুনঃ
 বলিতেছি দ্বিজ শুন, সুশীত্ৰ পলাও লয়ে প্রাণ । নতুবা শঙ্কট
 ঘোর, উপায় না দেখি তোর, কি রূপে পাইবে পরিত্রাণ ॥
 দ্বিজবলে শুন ছারি, তর্ক না করিতে পারি, কেন তুমি বল
 বার বার । এত আমি নাহি মুঢ় আছে কিছু কর্ম তুচ্ছ কহি
 তবে মূল সমাচার । নাড়ীজঙ্গ নাম ধরি, আছে বক ধর্মচারি
 সেই মোরে পাঠাইয়া দিল । সখা তাঁর যক্ষ ভূপ, জানাইতে
 কোন রূপ, পরামর্শ আমারে কহিল ॥ ছারি কহে বটে
 সত্য, জানিলাম তবে তথা, সেই বক বটে নৃপ সখা । কিঞ্চিৎ
 দাড়াও তুমি, জিজ্ঞাসিয়া আসি আমি, আজ্ঞা হৈলে পাইব
 রাজ দেখা ॥ তদন্তরে ছারি ধেরে, সংবাদ কহিল যেয়ে, যক্ষ
 পতি বসিয়া যে স্থানে । শুন নৃপ যক্ষেশ্বর, আসিয়াছে দ্বিজ
 বর, ইচ্ছা তার আসে বিদ্যমান ॥ নাম বক নাড়ী জঙ্গ, তবে
 প্রিয় অন্তরঙ্গ, সেই তারে করিল প্রেরণ । অনন্তর কথা নয়,
 যদি অনুমতি হয়, তবে তারে আমি এইক্ষণ ॥ ছারীর বচন
 শুনি, যক্ষরাজ মনে গুণি, অনুচর প্রাতি তবে কর । কোথা
 আছে দ্বিজ নর, আনি গিয়া শীত্ৰতর, সুধাইব সখার বিষয় ।
 ভূপতির আজ্ঞা পায়, ছারী বায়ুবেগে ধায়, উপনীত হইল
 দুয়ারে । কহে চল বিশ্র বর, আদেশিল যক্ষেশ্বর, সঙ্গে লয়ে
 যাইতে তোমাং ॥ ধন্য পুণ্য গণ্য রেখা, অদৃষ্টের আছে লখা
 কুবের সহিতে দেখা হবে । ভাগ্য কি ইহার পর, পাবে মনে
 মত্ত বর, মন দুঃখ মুচ হাবে তবে ॥ ছারীর কথায় বিজ্ঞ, গম
 করেন শীত্ৰ, মনে মনে আনন্দ অপার । ত্রিভুগী প্রসাদ বলে
 ত্রিভুগীর পদতলে, শিশুর পুরাও বাঞ্ছা যার ॥

অথ দ্বিজ পুত্রের বন্ধরাজার সহিত সাক্ষাৎ ।

পয়ার । অনন্তর দ্বিজবর অনুসর সঙ্গে । কটক কটক
দিয়া চলে মনোরঞ্জে ॥ নরনে নগর শোভা নিরীক্ষণ করি ।
বলে একি অপকৃপ আহা মরি মরি ॥ জনমিয়া হেন পুরী দেখি
নাই চক্ষে ॥ স্বপ্ন সম জ্ঞান হয় হেরিয়া প্রত্যক্ষে ॥ প্রসাদ উপর
সব নাগরী সুন্দরী । চমকিত চঞ্চল চিত্ত ছলে লয় হরি ॥
রাজ পথে বুথে বুথে যক্ষ নারীগণে । জলাশয়ে জল আশয়ে
করিছে গমনে ॥ দেখিয়া ব্রাহ্মণ পুত্র মোহিত হইল । চর সহ
পুরীমধ্যে গমন করিল ॥ বসিয়া আছেন যক্ষ মহারাজ
যথা । দ্বিজ গিয়া উপনীত হইলেন তথা ॥ প্রণাম করিয়া
ভূপ করিল জিজ্ঞাসা । আমার নিকটে এলেকি মনে
প্রাশনা ॥ কহ শুনি বক বন্ধু আছেন কেমন । তোমারে
পাঠারে তার কি লাভ এমন ॥ নিত্য তিনি প্রভাতে আসেন
মোর পুরে । তবে কেন তোমাকে পাঠান এত দূরে ॥ উত্তর
করেন দ্বিজ কথার কৌশলে । তব কথা নাড়ীজঙ্ক আছেন
কুশলে । তিনি মোরে পাঠাইয়ে দিলেন এইখানে । কহিলা
চাহিলে সোণা পাব তব স্থানে ॥ এই হেতু আশা সেতু বান্ধিয়া
যতনে । বহু কষ্টে আসিয়াছি তোমার সদনে ॥ ধর্ম্মে মতি
ধনপতি তুমি মহাশয় । তোমার করুণা হইলে আর কারে
ভয় ॥ সম্প্রতি আমার প্রতি নাহি কর ক্রোধ । বিশেষত
তোমার বন্ধুর অনুরোধ ॥ বন্ধরাজা বলে আজি থাক দ্বিজ
বর । নিয়মিত ব্রাহ্মণ ভোজন হলে পর । যত স্বর্ণ লইতে
পার করিব প্রদান । প্রভাতে উঠিয়া কল্য করিহ পয়ান ॥
জ্ঞান সন্ধ্যা পূজা গিয়া করহ এখন । এস্থানে রহিল ভোজ
নের নিমন্ত্ৰণ । দূতেরে কহিল ভূপ দেহ বাসাঘর । ব্রহ্মভোজ্য
কালে পুনঃ আনিবে সস্তর ॥ যে আজ্ঞা করিয়া দূত বিদায়
হইল । দ্বিজ সুতে দিব্য এক বাসা বাটী দিল ॥ নিযুক্ত হইল
আসি ভৃত্য দুইজন । শীতল শলিল দিয়া ধোয়ার চরণ ॥
নারায় তৈল আনি অঙ্গেতে মাখায় । গঙ্গামান করিবারে
তবে লয়ে যায় ॥ শরীর মার্জনা পরে স্নান করাইয়া । ধান
গম্বদের যোড় দিল পরাইয়া ॥ তদন্তরে লয়ে গেল রাজার

সত্যায় । নিমন্ত্রিত দ্বিজগণ বসিয়া যথায় ॥ ভোজনে বসিল
গগনিয় এক সঙ্গ । খাদ্য দ্রব্য আনিয়া ঘোণায় সব যক্ষ ॥
চব্য চুবা লেহ্য পেয় নানা উপহার । মিষ্টান্ন সম্ভোগ ভক্ষ
বিবিধ প্রকার ॥ কাঞ্চন গঠিত পত্র সকলের পাতে ।
যত্নরসে উল্লাসে ভুঞ্জিত একসাথে ॥ ভোজনান্তে সকলে
করিয়া আচমন । কর্ণপুর ভাঙ্গুলে করে মুখের শোধন ॥
দক্ষিণা দিলেন পরে যক্ষ নৃপমণি । মানিকা সুবর্ণ মুক্তা মণি
হীরা চূনি ॥ আশীর্বাদ ভূপালে করিয়া দ্বিজগণ । পরস্পর
নিজালয় করিল লমন ॥ কেবল রাহুল স্বর্ণ লোভী দ্বিজমুত
ভাবিহ ভাবনার ভাবে ভয়বৃত্ত ॥ তদন্তরে ভূত্যগণ আনিয়া
তথায় । উচ্ছৃঙ্খল সুবর্ণ পাত্র ফেলিবারে যার ॥ দেখিয়া ব্রাহ্মণ
কহে ত্যজি সর্ব লাজ । এই সোণা দেহ মোরে যক্ষ মহারাজ
সুবর্ণ প্রধান ধাতু উচ্ছৃঙ্খল না হয় । বেন শাস্ত্র পুরাণ
প্রমাণে হেন কয় ॥ শুনিয়া ইন্দিতে হাসি বলে যক্ষেশ্বর ॥
লইতে পার যত সোণা লহ দ্বিজবর ॥ যেই মাত্র যক্ষরাজ
অনুজ্ঞা করিল । মহানন্দে দ্বিজার নাচিতে লাগিল ॥ সেই
নিশি কষ্টে শ্রুতে তথার থাকিয়া । প্রভাতে সুবর্ণ বোকা
লইয়া বাহিয়া ॥ গুরুতর ভার লয়ে করিল গমন । পথেতে
হইল রাত্রি ঘোর দরশন ॥ হাতাড়িয়া যান বনে দেখিতে না
পায় । উপনীত নাড়ী জঙ্গ বকের বাসায় । বৃক্ষ নীচে ভ'র
রাখি উঠিয় শাখায় । ব্রহ্মলোক হৈতে বক আইল তথায় ।
দ্বিজ বলে কত সুখে আছ বক ভাই । বহুদিন উভয়েতে
দেখা শুনা নাই ॥ তোমার সমান মোর বন্ধু নাহি কেহ ।
বেচিলাম ভব সন্নিকটে এই দেহ ॥ বক কহ অতিশয় পাই
স্বাস্থ্য কষ্ট । স্বর্ণলাভ হেতু তুচ্ছ হয়েছি যথেষ্ট ॥ এই রূপে
মিষ্টান্নাশ উভয়ে করিয়া । পূর্ব প্রায় বক মৎস্য আনিল
ধরিয়া ॥ অগ্নি জালি পোড়াইয়া থাইল ব্রাহ্মণ । বকের
শাখায় দাঁড়ে বসিল তখন ॥ বক বলে অর্দ্ধরাত্রি অনিদ্রা যাহ
তুমি । জাগরণ করি ধন রক্ষা করি আমি ॥ পরে আমি ঘুমা
ইব অ পুনি জাগিব । রজনী প্রভাত হৈলে গৃহেতে যাইব
এক বলি জলচর জাগি ॥ রহিহাক্ষমে রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত

হইল ॥ পরে বক ঘুমাইল ব্রাহ্মণ জাগিল । মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল ॥ প্রভাত হইলে নিশি যাব নিজস্থানে বন মধ্যে ধ্যান দ্রব্য পাইব কেমনে ॥ বকেরে মারিয়া লই পথে পোড়াইব । ক্ষুধানলে এই মাংসখুঁতে খাইব ॥ এত ভাবি উপকারি বকেরিনাশিল । সুবর্ণ ভারের অগ্রে বাজিয়া লইল । পোহাইল যামিনী উদয় দিবা কর । তারলয়ে প্রস্থান করিল দ্বিজবর ॥ এখানেতে যক্ষপতি ভাবে নিজমনে । বক বন্ধ কেন না আইল এতক্ষণে ॥ আসিবার তাগার সময় বয়ে যাইল । কি কারণ নখা মোর এখননা আইল ॥ বিপদঘটেছে বুঝি করি অনুমান । তত্ত্বকরিবারে দূতগণেরে পাঠান ॥ উর্দ্ধ স্থানে হীন বাসে যক্ষ চর খার । কত দূরে দ্বিজবরে দেখি বারে পায় ॥ দেখে তার ভারে বাক্সা আছে মরা বক । বলে ওরে ছুটে দ্বিজ তুই বড় ঠক ॥ যে জন করিল তোর বড় উপকার । বিনাশিলি তারে তুই পাপী ছরাচার ॥ বিশ্বাসঘাতক তোরে ঘৃণা হয় ছুঁতে । ইহা বলি বান্দে তারে যক্ষরাজ দূতে মৃত কল্প করিয়া মারিল বহুতর । লটয়া চলিল যক্ষ রাজার গোচর ॥ মৃত বক দেখিয়া যক্ষের অধিকারী । শোকে সকাভর অতি চক্ষে বহে বারি ॥ জিজ্ঞাসিল সমাচার কহ অনুচর । দূত বলে বকেরে মারিল এই নর ॥ শুনিয়া ভূপতি অতি কাতর হইল । চণ্ডাল দ্বিজের প্রতি ভৎসিয়া কাহিল ॥ কি কারণে যক্ষেরে মারিল ছুটমতি । অপরাধি নহে তোর কি করিল কতি ॥ তোরে লোণা দিতে মোরে করিল অঙ্গুরোধ । প্রাণ বিনাশিয়া তুই দিলি তার শোধ ॥ গোমারে বধিলে পাপ না হয় কিঞ্চিৎ । ভুগিবে নরক পাপ ঘেমন সঞ্চিত ॥ বলিতে বলিতে ক্রোধে যক্ষ অধিপতি । বধিতে দ্বিজের প্রাণ দিল অনুমতি ॥ দূতগণ শত পুর হইয়া ঘেরিল । বিশ্বমুখে একবারে প্রাণেতে মারিল ॥ হেথা ব্রহ্মলোক ব্রহ্মা আদি দেবমণে । বিলম্ব দেখিয়া লহু বক আগমনে ॥ ধ্যানযোগে জানিয়া সকল বিবরণ । চলিলেন যক্ষ অধিপতির ভবন ॥ দেখিলেন মরা বক রয়েছে পড়িয়া । কমণ্ডলু জল তাহে দিল ছড়াইয়া ॥ প্রাণ

দান পেয়ে বক উঠিয়া বসিল। দেবগণে একেই প্রণাম করিল
 তে মরা সকলে প্রাণ বাগলে আমার। যে মোরে বধিল
 কোথা সেট ছুরাচার।। যক্ষরাজ কহে তারে করিয়া নিধন।
 ফেলিয়া দিয়াছে দূরে জলচরণ।। বক বলে হারি সখা কি
 কর্ম করিলে। আমার লাগিয়া কেন ব্রাহ্মণে বধিলে।।
 প্রাণীহত্য হইল আমার সহযোগে। ঠেকিতে হইল মোরে
 এই পাপ ভোগে।। অতএব তার প্রায়শ্চিত্তের কারণ।
 নাহিক সংশয় আমি ত্যজিব জীবন। এত বলি প্রতিজ্ঞা
 করিল বকবীর। শুনিয়া সকল দেব হইল আশ্চর্য।। কহিলেন
 চতুর্মুখ শুন যক্ষপতি। কোথা তার শবদেহ আন শীঘ্রগতি
 দ্রুতগণে মৃতদেহ তখনি আনি।। সঞ্জয়নামে ব্রহ্মা দ্বিজে
 বাচাইল।। প্রাণদানে চেতন পাইয়া ততক্ষণ।। সমুখেতে
 দেবগণ করিল দর্শন।। অন্তরেতে পাপ তার ঘাইল অন্তরে।
 বোধমান প্রবেশিল হৃদয় অন্তরে।। বিস্তরকবিল স্তব দেবতা
 সকলে। আমার সমান পাপী নাহি ভূমণ্ডলে।। বিশ্ব কুলে
 আমার যে হইয়াছে জন্ম। পরিত্যাগ করিয়াছি নিজ ধর্মকর্ম
 চণ্ডালের প্রায় আছি চণ্ডালি লইয়া। আকৃত হইয়াছি আমি
 বকেরে মারিয়া।। এত বলি হজ মৃত বিবাকি হইয়া।
 আরম্ভ করিল তপ বনে প্রবেশিয়া।। অতঃপর দেবগণ বকে
 সজ্জ করি। চলিয়া গেলেন সব অমর নগরী।। শ্রীকৃষ্ণ
 কহেন কমলিনী তবে শুন। এই দেখ সদা সৎসঙ্গ দোষ গুণ
 বিশ্ববংশে জনমিয়া ব্রহ্মণ সন্তান। চণ্ডালের সহবাসে হারা
 ইব জ্ঞান।। এক রাত্রি তার সহ করিয়া নিবাস। ধর্মজাতী
 জলচর হইল বিনাশ।। যদ্যপিও বক করেছিল উপকার।
 তথাচ অসৎ তারে করিল সংহার।। হইলে অসৎ নর এই
 দশা ঘটে। সহায়তা করিলেও এলায় নরক ট।। দেখি প্রিয়ে
 সত্ত্বরে কি গুণ চমৎকার। প্রাণ নাশ করেছিল ব্রাহ্মণ
 কুমার।। তথাপিও বক তার বাচাইল প্রাণ। সাধনজ সহ
 বাসে হৈল দিব্যজ্ঞান।। শুনিয়া শ্রীমতী অতি হর্ষিতা হইল।
 ব্রহ্মপতাবনী গ্রন্থ নিজ বিরচি।।

অথ গৌরমুখ মূনির প্রশ্ন ।

পর্যায় । এতেক কহিল যদ্বিধ্যাস তপোধন । শুনি আনন্দিত
হইল হরে যত ঋষিগণ ॥ তবে পুনঃ গৌরমুখ মূনি মহা-
শয় । ব্যাসের নিকটে কন করিয়া বিনয় ॥ অদ্বৈত কৃষ্ণের
কথা যেন সুধাধার । অবগে অবগে ক্ষুধা বাড়ে অনিবার ॥
শুনা আছে সুধাপানে ক্ষুধা নিবারয় । এসুধাপানেতে ক্ষুধা
অধিক বাড়য় ॥ যত পার তত পায় ক্ষান্ত নহে মন । এ বড়
আশ্চর্য্য প্রভু অদ্বৈত কথন ॥ হইয়াছি ক্ষুধাতুর অত্যন্ত এখন
কৃষ্ণ কথা সুধাপানে তৃপ্ত কর মন ॥ পূর্ণব্রহ্ম পরাংপর প্রভু
নিরাঞ্জন তাহার ইচ্ছায় সৃষ্টি হয় ত্রিভুবন ॥ সেপ্রভুর নিজ
খাম গোলোক কেমন । কোনরূপধারী সেই বিভূ সনাতন ॥
সাকার কি নিরাকার গোলোকগ্রীহরি । কিহেতু বা গোকুলে
ইয়া অবতরি ॥ একাংশেত অবতার কিবা পুণ্যতম । প্রকা-
শিয়া কং প্রভু প্রভুর নিয়ম ॥ আর তাঁর প্রাণাধিকা প্রধানা
কামিনী । পরমাদ্যা পূর্ণময়া গোলোক বাসিনী । সেই যে
শ্রীমতী সতী কিসের কারণে । ভাসুর নন্দিনী হয়ে অন্নে
বৃন্দ বনে ॥ কোন হেতু আয়ানের রমণী হইল । কৃষ্ণসংবাসে
কেন কলঙ্ক ঘটিল ॥ এ সব বিস্তার করি কহ মহাশয় ।
শ্রীকৃষ্ণের কথা ইচ্ছা বড় হয় ॥ ১ ব্যাসদেব কন মূনি
শুন অতঃপর । সে বড় নিগুড় কথা কহে দ্বিজবর ॥

অথ গোলোক খামের বিবরণ ।

যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে । তেজোব্রহ্ম যদ্রূপে ধ্যায়ন্তে যো-
গিণঃ সদা । তত্তেজো মণ্ডলাকরে সূর্য্যাকোটি বন প্রভে ।
নিত্যস্থানঞ্চ প্রচ্ছন্নং গোলোক ভেবিমোর চ ॥ ত্রিকোটি
যোজনান্যাম বিস্তীর্ণং মণ্ডলাকৃতং । তেজঃ স্বরূপং সমহ্রদ্ব
ভূমিসময়ং পরং ॥ উদ্ধৃষ্টিতঞ্চৈবকুণ্ডাৎ পঞ্চাশৎকোটি যোজনং
গোণোপ গোপীসংযুক্তং কম্পরূপ গণানিতং । কামধেনু
ভরাকীর্ণং রাসমগ্নপদগুপ্তং । বৃন্দারণ্যং বনাচ্ছন্নং বিরজা
বেষ্টিতং যুগে । সত্যং শূন্য শতশৃংগং সুনীলমীপসিতং ॥ অ-
দৃশ্যং যোগিতঃ স্বপ্নে দৃশ্যং সম্যক্ বৈকবৈঃ । যোগেন শ্রুত
মীসেন চাক্ষরীকং স্থিতং বরং ॥

অন্য ভাষা ।

পয়ার । পরং ব্রহ্ম পরাংপর পূর্ণ তেজোময় । যোগীগণে
 যোগ সঙ্গাযেকপ ধোয় । যে তেজো মণ্ডলাকার অতিশয়
 শোভা । কোটি সূর্য্য সম যার হইয়াছে প্রভা ॥ অতি অগু
 স্থান সে প্রভুর নিত্য ধাম । গোলাকার এই হেতু গোলোক
 তার নাম । ত্রিকোটি যোজন স্থান অতি পরিপাকটি ।
 মৃত্তিকা নাহিক তথা রত্ন তার মাটি ॥ যোজন পঞ্চাশ
 কোটি ঠৈকুণ্ড উপরে । ঈশ্বরের যোগ ধূত আছে শূন্যতরে ॥
 বিবজা নামেতে নদী গোলোক বেকন । পশ্চাতে কহিব সে
 বিবজা বিবান ॥ গোলোকের মধ্যে শত কম্পবৃক্ষগণ ।
 বৃন্দাবন বন ছিন্ন অপূর কানন ॥ গোপ গোপীগণ আছে
 আছরে গোপালে কামধেনু আছে কত তাহার মিশালে ।
 শত শৃঙ্গ নামে তথা শোভয়ে ভূধর । শত শৃঙ্গ ধরে সে
 পর্বত তেজোম্বর । রাসমঞ্চ আছে তথা অনেক প্রকারে
 তাহার শোভার সীমা নাহিক সংসারে ॥ একপ গোলোকে
 অতি গোপনীয় স্থান ॥ স্বপ্নেতেও যোগীগণে দেখিতে না
 পান । বৈষ্ণবগণের মাত্র দৃশ্য গম্য হয় । কুব্জতত্ত্ব হেতু রূপা
 করে রূপাময় ॥

শ্লোক । লক্ষকোটি পরিমিতৈরাশ্রমৈঃ সুমনোহরে ।
 রত্নেশ্বর নির্মাণে গোপী নামাবুতং সদা । শত মন্দির সং-
 যুক্তমাশ্রমং সুমনোহরং । রত্নবিনির্মাণ লক্ষ মন্দির সুন্দরং
 আশ্রমং চ ভুরশ্রবণ চন্দ্র কিম্বা কৃতং শুভং । গোলোক মধ্য-
 দেশস্থমতীং সুমনোহরং । প্রকার পরিণায়ুক্তং পরিজাত
 বনান্বিতং । কৌস্তুভেন্দ্রেন মণিনা নির্মাণ কলসাজ্জলং ॥
 হিরাসার বিনির্মাণ গোপান জজ্ঞমুন্দরং । মণীশ্রমারে
 নির্মাণ কপ ট পর্ণায়িতং । নানাচিত্র বিচিত্র চমরশ্রমভাষ
 জংকৃতং । শোভষভার সংযুক্ত সুদীপ্তং রত্নদীপকৈঃ ॥ তত্র
 নিংগাসনৈঃ চামূল্য রত্ননির্মিতে । ন নচিত্র বিধিত্রাঢ্য
 বসন্তদীপ্তং বরং ।

অন্য ভাষা ।

পয়ার । এই যে গোলোক ধাম অতি অল্পম । গোপী
 দের লক্ষকোটি আশ্রমে আশ্রম ॥ রত্নেশ্বর ভাগ্যেতে সুন্দ

সুনির্মিত । কিবা শোভা মনোহর চৌদিকে বেষ্টিত । একত্রে
আশ্রমে মন্দির শত শত । রত্নময় প্রকার পথি শতান্বিত ॥
গোলোকের মধ্যবর্তি প্রভুর আশ্রম । কি কব তাহার শোভা
অতি মনোরম ॥ প্রকার পার্থক্যমুক্ত পারিজাত বন ॥ শো-
ভিতেছে কি সুন্দর পুষ্পের কানন ॥ চতুষ্কোণে সে আশ্রম
চন্দ্র কিম্বাকার । শোভিত মন্দির লক্ষ মध्येতে তাহার ॥
অমূল্য রতনে সুনির্মিত সে সকল । কৌন্তুভ মণিতে তার
সকল উজ্জল ॥ কপাট সকল শোভে মণিতে খচিত । কি
সুন্দর রতন দপণ সমান্বিত । কিবা সে সোপান বন্ধ দিয়া
হিরা সার । হেরিলে হরের চিত্র সুদীপ্ত তাহার ॥ মধ্যভাগে
প্রধান মন্দির মনোহর । ঘোলছারে সুসংযুক্ত আশ্রম সুন্দর
রত্নময় প্রদীপেতে করে তথা আল । নানাবিধ মণি মুক্তা
মাণিক প্রবাল ॥ তার মধ্যে রমণীর রত্ন সিংহাসনে । বিচিত্র
চিত্রিত নানা মণি বিভূষণে ॥ তাহে বিরাজিত ক্রক গোলো-
কের পতি । বাক্য মনে অগোচর অপূর্ণ মূর্তি ॥ বাক্য
মনে ধ্যান বাহা ধরিতে না পায় । কি রূপে সে রূপ আমি
কহিব তোমায় ॥ তবে যে কিঞ্চিৎ কহি শুন তপোধন ।
নারদে কহেন যাগী দেব পঞ্চানন ॥

অথ গোলোক নাথের রূপবর্ণন ।

শ্লোক । নবীন নীরদশ্যাম কিশোর বয়সঃ শুভংশরঙ্গ-
ধারু রাজীব প্রভা মোচন লোচনং ॥ শরৎ পার্শ্ব পূর্ণেন্দু
শোভা ছাদন মামনং । কোটিকন্দপ লাবণ্য লীলা নিম্নিত
সুন্দরংকোটিচন্দ্র প্রভ মুকুট শ্রীযুক্ত বপ্রহং । সন্মিতং মুর-
লীংস্ত সুপ্রসন্নং স্তম্ভলং ॥ বহ্নিসংস্কার পিতাংশে যুগলেন
সমুজ্জল । চন্দ্রনোক্ষিত সর্বাঙ্গং কৌন্তুভেন বিরাজিতং ॥
অজান্ত মালতীমালা বনমালা বিভূষিতং । ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা
বুত্ত মুক্তামাণিক্য ভূষিতং ॥ ময়ূরশিচ্ছ চুড়ঙ্গ সত্ত্ব মুকু-
টোজ্জলং । রত্নকেয়ুর বলয়ঃ রত্নমঞ্জীর রঞ্জিতং ॥ রত্নকুণ্ডল
বুগোন গুণ্ডস্থলে সুশোভিতং । মুক্তাপুংস্ত বিনিম্বক দংশ-
নং সুমনোহরং ॥ পঙ্কুবিদ্যায়রোক্তং নাগিকোন্মশোভিতং ।
বীকিতং গোপীকান্তি বেষ্টিতান্ধিস্তনুতং ॥ স্থিরযৌবন

বুজাতিঃ সন্মিতশাস্তসাম্রং । ভুবিভানিষ্ঠ সজ্জ্ব নিৰ্ম্মণ
ভুযণেন চ ॥ সুরেন্দ্রেন্দ্র মুনীন্দ্রেন্দ্র মনুজিমানবেশ্রকৈঃ
ব্রজা বিষ্ণু শিবানন্ত ব্রজ নৈরতি বন্দিতং । ভক্তিপ্রিয়ং
ভক্তনাথং ভক্তানুগ্রহকারকং । রাধেশ্বরং সুরসিকং রাধা
বন্ধস্থল স্থিতং । এবং কপমকপস্তং ব্যাধায়ন্তে বৈষ্ণবা-
নুনে ॥

অসাত বা ।

পয়ার । নবীন নীরদ নিম্নি শোভা কলেবর । পঞ্চদশ
বৎসর জিনিয়া শোভাকর ॥ শরৎপার্বণীর পূর্ণাংশীশোভা
ঢাকা । হয়েছে উজ্জলকরী প্রভু মুখ রাগা ॥ কোটি কন্দ-
পের নিম্নি লাবণ্য সুন্দর । কোটিচন্দ্র জিনিয়া ত্রীপুৰ্ণ বপু
বর ॥ হাসাযুক্ত সুপ্রসন্ন বদন মণ্ডল । মোহন মুরলী হস্ত
অগত মঞ্চল ॥ বহি সংস্কৃত পীতবস্ত্র পরিধান । চন্দনে
চর্চিত অঙ্গ অতি শোভমান ॥ অজানুদ্বিত কিবা মালতীর
মালে । বনমালা খোভে গলে কোমলত মিশালে ॥ ত্রিতক
ভক্তিমা কিবা অঙ্গ সুগঠন । সন্ধ্যাক্রে ভূষিত মণি মাণিক্য
রতন ॥ চুড়ার মধুবপুচ্ছ শোভিত নিৰ্ম্মল । রত্নময় মুকুটেতে
অধিক উজ্জল ॥ রতন সুপুরে যুগ্ম চরণ রঞ্জিত । রত্নকেয়ুর
বলয়াতে ভুজ বিভূষিত ॥ রতন কুণ্ডলে গণ্ডস্থল সুশোভন ।
বুজাপুংক্তি নিন্দা করি সুন্দর দশন ॥ পক্ষু বিশ্ব বিনিন্দিয়া
অধরোষ্ঠ শোভা । উন্নত নাসাতে কিবা কপ মনোলোভা ॥
অপকপ কপ কৃষ্ণ অতি চমৎকার । সন্ধ্যাক্রেতে ভূষিত রত্ন
অলকার ॥ সূস্থির ঘোবনা গোপী সুহাস্য বদন । চারিদিকে
ত্রীকৃষ্ণের আচ্ছয়ে বেষ্টিত ॥ বিধি বিষ্ণু শিব আর অনন্ত
প্রভৃতি । সুরেন্দ্র মনীন্দ্রমনু মানবেশ্রকৃতি । স্তবনবন্দন করে
করি যোড়হাত । সিংহাসনোপরি স্থিত গোলোকের নাথ ।
ভক্ত অনুগ্রহ কারী পুরুষ রতন । ভক্তিপ্রিয় ভক্ত নাথ বিভু
মনাতন ॥ রাধেশ্বর সুরসিক রাধিকার কাণ্ড । রাধাবন্ধস্থল
স্থিত বশে নাহি অন্ত ॥ এইরূপে নারদে কহি মহেশ্বর
পুনরপি মহাদেব করেন উত্তর ॥ যদ্যপি অকপী হন প্রভু
পরাংপর ॥ ভক্তের ভাবনা হেতু কককপধর । অতএব এই

কপ বৈকব সকলে । ধ্যানেন্তে রাধারে করে হৃদয় কমলে ॥
 দ্বিজ কহে মহেশ্বর বাক্য সংস্কার । ব্যাস প্রকাশিত ভাবা
 কহিলাম সার ॥ অপরে শুনহ মুনি অপূর্ব কথন । যে কপ
 করেন ক্রোড়া প্রভু নারায়ণ ॥ গোলোকে প্রভুর হুই বিবা-
 হিতা নারী । প্রধান প্রকৃতি সতী শ্রীমতী সুন্দরী ॥ আদ্যা-
 শক্তি মহামায়া অনন্ত কপিণী । প্রাণাধিকা প্রিয়া তিনি
 শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী ॥ তদন্যা বিরজা নামে গোপের কুমারী ।
 প্রিয়তমা পুণ্যময়ী পরমা সুন্দরী ॥ এই দুই বিবাহিতা পত্নী
 সেই স্থান । উভয়ে করেন ক্রোড়া প্রভু ভগবান ॥

অথ গোলোকিনাথের বিহার ।

শ্লোকঃ । একদা রাধায়া সঃ ক্রিঃ গোলোকে শ্রীহরি স্বয়ং ।
 বিজহার মহারণ্যে নির্জনে রাসমণ্ডপে ॥ রাধিকা স্তম্ভ
 সন্তোঃগাতু বৃধে ন স্বয়ং পরং । কৃষ্ণা বিহারং শ্রীকৃষ্ণস্তাদৃষ্টো
 বিহ চর ॥ গোপীকং বিরজা মান্যাং শৃঙ্গারার্থং জগামাহ
 তন্যা বয়স্যা সৌন্দর্য্যা গোপীনঃ শতকোটয় ॥ রত্নসিংহাসন
 স্থাসা দর্শন হরি মন্তিকে । দৃষ্টাতং শ্রীহরি স্তূর্ণং বিহার
 তরাসহ পুষ্পতলে মহারণ্যে নির্জনে রত্নমণ্ডপে ॥ তরাসক্তং
 শ্রীহরিক্ষং রত্নমণ্ডপ সংস্থিতং । দৃষ্টাতু রাধিকালস্য চক্রস্তাঞ্চ
 নিবেদনং ।

ভাস্যভাষা ।

পয়ার । গোলোকেতে মহাবনে রাসমণ্ডোপরে । একদা
 রাধিকা সহ শ্রীহরি বিহরে ॥ রাধিকা বিহারে সুখে হয়ে
 অন্যমনা । পাসরিলা আপনারে পর কি আপনা ॥ শ্রীমতী
 যদ্যপি সুখে হারাইলা জ্ঞান । বিহারান্তে ভগবান করিলা
 প্রস্থান ॥ রাধিকারে না বলিয়া প্রভু নারায়ণ । বিরজার
 নিকটেতে করেন গমন ॥ বলিয়া বিরজা রত্নসিংহাসনো-
 পরি । চৌদিকে বেষ্টিতা শত কোটি সহচরী ॥ হেনকালে
 শ্রীহরিকে নিকটেতে হেরে । ভাসিলা বিরজাদেবী আনন্দ
 সাগরে ॥ বিজারে হেরি হরি হর যত মন । প্রেমে পূর্ণ কটী
 কোঁতে করি নিরঞ্জন ॥ নির্জনে সে রত্নমণ্ডে পুষ্পশয্যা

করে । বিরজা সহিতে হরি আনন্দে বিহারে ॥ তাহা দেখে
রাধিকার প্রিয় সখীগণ আশ্রিয়া রাধিকা পাশে কর নিবে
দন ॥ শুনি কমলিনি হৈলা বিযাদিত মন । কর কর করে
নার নরনে তখন ॥

অথ বিরজার কৃষ্ণ শ্রীমতীর গমনোদ্যোগ ।

শ্লোকঃ । তান্যাক্ষ বচনং শ্রুত্বা সুস্থারৈচক্ররোদচ । উবাচ
তাশ্চসাদেবী মাস্তুং দাশয়িতুং কমা ॥ যদি সতীভ্রতযুধং সয়া
সাক্ষিঃ প্রগচ্ছত । তামুচঃ পুরত স্থিতা আকীর্ষ্য এব প্রিয়াসতীং
বসন্তং দর্শয়িষ্যামৌ বিরজাসংস্থিতং প্রভুং । তাসাম্ভবচনং শ্রুত্বা
রথ মারুহু সুন্দরী ॥ জগাম সাক্ষিঃ গোপীভি স্তিস্থ শত
কোটিভিঃ ।

অস্যভাষা ।

পর্যায় । সখীগণ মুখে শ্রুতি এইব বচন । শয়্যাগত হয়ে
প্যারী কবেন রোদন ॥ তবে কতক্ষণে রাধা সখীগণে কয় ।
সত্য কি দেখেছ হরি বিরজা জালয় ॥ দেখাইতে পারিবে
কি তথা প্রাণেশ্বরে । সত্য যদি দেখে থাক লয়ে চল মোরে
সখী সবে বলে রাধে দেখেছি নিশ্চত । বিরাজিত রাধাকান্ত
বিরজা সহিত ॥ অবশ্য তোমারে মোরা দেখাইতে পারি
দেখিতে যদিপি চাহ চল জুরাকরি ॥ এতেক শ্রুতিয়া রাধা
রথ আরোহণে । সখী সহ চলিলেন বিরজা ভবনে ॥
তিন সপ্ত শতকোটি সখী সঙ্গে চলে । রথের বণ নিশুন
দ্বিজবর বলে ॥

অথ শ্রীরাধার রথ বর্ণনা ।

শ্লোকঃ । রত্নেস্ত সার রচিতং কোটি সূর্য্য সম প্রভং
সর্কোবাংস্যম্ভনানাক্ষ প্রভং দায় চরং পরং ॥ কোটি ঘণ্টা সমা
যুক্তং মনোশষাশ্রিতমনোহরং । শত যোজন যুক্তঞ্চ দশযোজক
বিস্তৃতং ॥ মনিসার বিকারশ্চৈব কে টীন্তভেঃ সুশোভিতং
রতি মন্দির লঙ্কেশচরভূসার বিনশিতং । রত্নপর্ণ লক্ষণাং
শতকৈশ্চ সমাধিতং ॥ পারিজাত প্রসুন্নানাং মালা কোটি
বিরাজিতং কুন্দানাং করবীনানাং সুধিকানান্তথৈবচ । সুচাক্র
চক্ষুকানাঞ্চ নাগেশ্বানাং মনোহরৈঃ মল্লিধানাং মালতিনাং

মাধুরীনাং সুগন্ধিনাং ॥ কন্দমানাঞ্চ মালানাং কদম্বেন্দ্রবিরা-
জিতং । সঃ স্রবনপদ্মনাংমালা পদ্মে বিভূষিতং ॥ শ্বেতচামর
কোটিভি বজ্রমুষ্টি ভিরম্বিতং । পারিজাত প্রসুনাানাং কোটি
কল্প বিলাজিতং রত্নশয্যা কোটিভিঃ নিলবজ্র পরিচ্ছদৈঃ ।
পুষ্পোপবান মুকুতাভিঃ শৃঙ্গাভি রক্ষিতং ॥ অন্যভাষা ।

দীর্ঘ ত্রিপদী । অপূর্ব রথের শোভা, কোটি সূর্য্য সম
প্রভা, শ্রেষ্ঠ রত্নসারে বিনির্ম্মাণ । কি কব রথের কথা, যতরথ
আছে যথা, এ রথের না হয় সমান ॥ লক্ষলক্ষ আছে ঘোড়া
রথেতে নাহিক ঘোড়া, বায়ু ভরে করয়ে গমনামনোহর দীপ্ত
অতি, চলেন মনের গতি, ঘোড়া তার আপনি পবন। কোটি
পতাকায়, রথধ্বজ শোভা পায়, কোটি ঘণ্টা বাজে একে-
বারে ॥ মণিহারে বিভূষিত, কোটি শুভ সুশোভিত, রথের
উপরে চারিধারে ॥ মধ্যেতে অপূর্বস্থান, রত্নসারে সুনির্ম্মাণ
সুৰভি মন্দির লক্ষ তায় । রত্নের মর্পণ কত, লক্ষ লক্ষ শতং,
সম্বিত কিবা শোভা পায় ॥ তার মধ্যে দ্রব্য কত, গৃহব্যব-
হার মত, খাদ্য দ্রব্য কত পরিপাটি । পারিজাত পুষ্প তায়,
কোটি শয্যা শোভা পায়, রত্নশয্যা শোভে কোটি ২ । কোটি
কোটি পরিমিত, বজ্রমুষ্টি সন্মিত, শ্বেত চামরেতে শোভা
ববে । নানাবিধ পুষ্প মালে, বিভূষিত যে স্থলে, কি সুন্দর
রথের উপরে ॥ করবার কেয়াপাতি, মল্লিকা মালতি জাতি,
মাধবা কদম্ব চাঁপাফুল । নাগেশ্বর আদি করি, পুষ্পমালা
সাজি, সুগন্ধেতে করে সমাকুল ॥ কোটি পারিজাত মালে,
উজ্জল করেছে ভালে, পদ্মশয্যা পদ্ম ফুলমালা । কত কব
তার শোভা, ব্রহ্মাদির মনোলোভ, কিসুন্দর হয়েছে উজ্জ্বলা
এ রথের রক্ষকারি, ঘোড়শ বর্ষিয়া নারী, সারি সারি আছে
অগণন । ত্রিহুগা প্রসাদাণী, হেন রথেরাধা ব্রাহ্মী, উঠিলেন
রোষযুক্ত মন ॥

ঐরাধিকার বিরজা ভবনে গমন ও বিরজার

নদীকূপ হওন ।

শ্লোকঃ । এবমভূতাত্মা তু ন সবকল্প হরিপ্রিয়া । অগাস
মহা দেবী তৎরত্ন মণ্ডপং যুনে । দ্বারে নিবুজং দদর্শদ্বার-

সালং মনোহরং । লক্ষগোপ পারবৃত্তং স্নেহমানন সরোজহং ।
 গোপং শ্রীদাম নামানং শ্রীকৃষ্ণাঙ্গয় কিঙ্করং তম্বাচরুবা দেবী
 রক্ত পঙ্কজলোচনাং ॥ দূরং গচ্ছ গচ্ছ দূরং রতি লম্পট কিঙ্কর
 কদুলী মৎ পরাকান্তা ব্রজ্যামিৎ প্রভো ॥ শ্রীহরি রাধিকা
 বচনং শ্রদ্ধা নিঃশঙ্ক্য পুরস্তিতঃ । তামেবন দনৌগন্তং বেত্রপাণী
 মহাবলং ॥ তুঙ্গরাধিকালন্ত শ্রীদামানং সাক্ষরং । বলেন
 প্রেষণামাংস্ত কোপেন ক্ষুরিয়া ধারা ॥ অস্ত্রা কোলাহলং
 শব্দং গোপিকানাং হরিশয়নং । জাহ্নবচকুপিতাং রামভক্তান
 চকারহ ॥ বিরজা রাধিকা শব্দা মন্তদ্বানং হরেবপি । দৃষ্টা
 রাধাং ভয়াভীনা জহৌ প্রাণাংশ্চ যোগতঃ । দস্যাস্তত্র নরিজং
 তচ্ছবীবং বজ্রবহাং ব্যাঘ্রবর্ত লকারং তরা গোলোক মেবচ
 কেটি যোজন বিস্তীর্ণং প্রস্থেতি হিঙ্গমেবচ ॥

অস্যাভাষা ।

পর্যায় । হেন রথে হরিপ্রিয়া করি আরোহণ । চক্ষুর
 নিমিষে গেল বিরজা ভবন ॥ দ্বারেতে ঘাইতে তথা দেখে
 ছাপরাল । লক্ষ গোপ পরিবৃত্ত শ্রীদাম রাগাল ॥ হাস মুক্ত
 মুখে তার সরোকহ সম । কৃষ্ণের কিঙ্কর সেই অতিপ্রিয়তম
 তাহারে দেখিয়া দেবী আরক্ত লোচন । ক্রোধিত কম্পিতা
 হরে কহেন বচন ॥ শুন শুন ওরে রতি লম্পট কিঙ্কর । দূর
 হও দূর হও ছাড় দ্বার বর ॥ তোমার প্রভুর আছে মদন্য
 কামিনী । দেখিব তাহারে আমি কি রূপ সে ধনী ॥ রাধি-
 কার বাক্য শুনি দ্বার না ছাড়িল । বেত্র হস্তে মহাবলী অগ্রে
 দাঁড়াইলা রাধিকারে প্রবেশিতে নাহি দেয় পুরে । নিঃশঙ্কে
 শ্রীদাম রহে দ্বার রুদ্ধ করে ॥ তাগা দেখি রাধিকার যত
 সখীগণ । ক্রোধে কম্পমান তরু যুগিতি রোচন ॥ একত্রে
 অসম্মা সখী কোপেতে ঘাইয়া । লক্ষ গোপ সহ কল
 শ্রীদামে ঠেলিয়া । বলতে শ্রীদামে ঠেলি চলে সর্বজন ।
 মহা কোলাহল শব্দ গেল সেইক্ষণ । অস্ত্রপূরে থাকি শব্দ
 শুনি নাভ্রাণ । অস্ত্রব্যামি ভগবান জানিল কারণ ॥ আইলা
 শ্রীমতী সতী সখী সবে করি । লজ্জা বেঁধে অস্ত্র ন হইলেন

হরি ॥ তবের সত্য চিত্ত বিরজা সুরন্দী । মনে মনে ভাবে
ধনী উপায় কি করি ॥ অন্তর্দ্বান হইলেন আগনি ত্রীপতি ।
নিকটে আইলা রাধা অন্তিকোপবতী । রাধিকার সঙ্গে আমি
বলে না পারিষা । এখনি তাহার কাছে অপমান হইব । এতেক
ভাবিয়া ধনী ভয়েতে অস্থির । যোগেতে ছাড়িল প্রাণ গলিল
শরীর ॥ দ্রব হয়ে অঙ্গ তার প্রাবিত হইল । মহানদী কপে
দেবী গোলক বেড়িল ॥ বলয়া আকারে করে গোলোকে
বেষ্টিত । এক কোটি যোজন প্রস্থেতে নিকপণ ॥ নিম্নেতে
গভীর তার সমান নির্ণয় । বিরজার নদীকূপ দ্বিজবর কয় ॥

অথ ত্রীমতীর বিরজার গৃহ হইতে নিজালয়ে গমন ।

শ্লোকঃ । রাধা রতি গৃহং গঙ্গা নদদর্শ হরাং মুনৈ । বির-
জাশ্চ সরিঙ্গপংদূক্যং গেহং জগামসাম ॥ ত্রীকৃষ্ণ বিরজা দৃষ্টা
সরিঙ্গপাং প্রিয়াংসতী । উঠে রুরোদ বিরজাতীরে মনো
হরে ॥ মমাস্তিকং রমাগচ্ছ প্রেমসীনাং পরেবরে । পুরাতনঃ
শীরবস্ত্রে সরিঙ্গপ যভূত সতী ॥ জলাত্মথেরা চাগচ্ছাবহার
মুতনাং হনুং । আজগামহবেবগ্রংসাক্ষা দ্রীধেবসুন্দরী ॥ তাক্ষ
কপবতী দৃষ্টা প্রেমাংকং জগৎপতিঃ । চকালিজনং তমুং
চুচুম্ভমুহুঃ ॥ কান্তে ন তং তবস্তু ন মাগনিষ্যামি নি-
শ্চিতং । তথা রাধা তং সমাত্মং ভাব ভবিষ্যামি প্রিয়াংসম ।
ইত্যুক্তবস্তুং ত্রীকৃষ্ণ বনস্তং বিরজান্তিকে । দৃষ্টা রাধা রায়-
স্যাশ্চ কথারাম সুরেশ্বরী ॥

অন্য ভাষা ।

পর্যায় । বিরজার রতি গৃহে প্রবেশি কিশোরী । দেখেন
তথায় নাহি প্রাণকান্দ হরি ॥ বিরজা নাহিক তথা দেখিলেন
সতী । সম্মুখে বিষম আছে নদী বেগবতী ॥ তাহা দেখি
কমলিনী মনে বিচারিল । মম ভয়ে নদীকূপা বিরজা হইল ॥
লজ্জা হেতু নারায়ণ হৈল অন্তর্দ্বান । এত ভাবি তথা হৈতে
করিল প্রস্থান ॥ সখীসহ হরিপ্রিয়া নিজালয়ে গেল । অপরে
শুনহ তথা যে কূপ হইল ॥ বিরজার নদীকূপা দেখিয়া তখন
মনেতে পাইল ব্যাধা কমললোচন ॥ বিরজা নদীর তীরে
আসি দ্বন্দ্ব করি । প্রেম ভাবে সমাকুল হইয়া ক্রীহরি ॥ দুই

চক্ষে করে জল করেন রোদন উচ্চৈঃস্বরে বিরজারে ডাকেন
তখন ॥ কোথা হে বিরজা মম প্রাণের প্রিয়নী । জল হৈতে
উঠি শীঘ্র দেখা দেহ আসি ॥ পুরাতন তনু তব হইয়াছে
বারি । ধরিয়া লুতন তনু আইস হে সুন্দরী ॥ শ্রীহরির বাক্য
শুনি বিরজা সুন্দরী । জল হৈতে উঠিলেন দিয়া দেহ ধরি ॥
রাখা সমা কপবতী হইয়া তখন । নখের নিকটে আসি দিল
দরশন ॥ নিজনারী বিরজারে দেখি কপবতী । প্রেমভাবে
ভূষিলেন গোলোকের পতি । চুম্ব আলিঙ্গন দান মুক্তমুক্ত
করি । তুষ্ট হয়ে বিরজারে বলেন শ্রীহরি ॥ শুন প্রিয়ে সত্য
সত্য বলিহে তোমায়ানিতা নিত্য তব স্থানে আসিব দেখায়
রাখার সমান তুমি প্রিয়সী আমার । ইহার অন্যথা কিছু
নাহি ভাব আর ॥ এত বলি কোলে লয়ে বিরজা সুন্দরী ।
বিরজার তীরে সুখে বসিলেন হরি ॥ তাহা দেখি রাধিকার
প্রিয়সখী যত । পুনরপি রাধিকারে করাইল জ্ঞাত । শ্রীভূগা
প্রসাদ কয় শ্রীকৃষ্ণ চরণে । দৃঢ় ভক্তি দেহ প্রভু শিশুর মননে
অথ রাধিকার নিকটে গোলোকনাথের আগমন ও
শ্রীরাধিকার মান ।

শ্লোকঃ । অহাকুরোধ সা দেবী সুস্থাপ ক্রোধ মন্দিরে ।
অন্তবক্রং সম্মতঞ্চ বিষকৃত্ত পয়োমুখং । মদাশ্রয়ং সমাগন্তুং
মুখং দাসোদ্যানদাস্যার্থ ॥ এনাম্মনস্তার কৃকো ও গাম রাধিকা
স্থিকং । প্রতন্তৌ রাধিকা দ্বারে শ্রীনাগহ নারদ ॥ রাজেশ্বরী
হরিং দৃষ্টা ককৌবাচ প্রিঃপুঃ । বিরজা প্রিয়নী কান্তা
মদ্রপাব ভুবহ ॥ দেহৎ ত্যক্তা মম ভীত্বাশিষ্যা সিতাং প্রতি
হে নদীকান্ত দেবশ নদীং সংভেদ্য মিচ্ছসি ॥ তন্তীরে
মন্দিরং কুত্বা তিষ্ঠ তিষ্ঠ তয়াসহ । নদী বভূব সাধক নদো
ভাব ভু মহাব ॥ মদস্যানাদাস্যার্থ সঙ্গনোত্তরবানভবেৎ ।
সজাত পরমা প্রীতিঃশরনেভোজনেমুখাং ॥ ইতুত্বা রাধিকা
দেবী বিরয়াম কুর্বাষত । নৌতুত্বা ভুমিশয়ানাৎ গোপি
লক্ সসম্বিত ॥

পর্যায় । সখী মুখে কমলিনী শুনিয়া বচন । ক্রোধ করে
ক্রোধাগারে করিলা শয়ন ॥ সখীগণে ডাকি বলে কান্দিত

কান্দিত্তে । না দিবা জামার ঘরে শ্রীকৃষ্ণ আসিতো । বিষকৃত্ত
ভাব হেন মুখে রুচি রয় । অন্তরে বক্রতা তার মুখে হাস্য
নয় ॥ এইরূপে কহে রাধা অখীর সহিত । হেনকালে রাধা
কান্ত আসি উপনীত ॥ শ্রীদামে সংহতি লয়ে শ্রীকৃষ্ণ তখন ।
রাধিকার দ্বারে আসি দিল দরশন । রাধিকা আপন কান্ত
দেখিয়া সম্মুখে । কটুবানী কমলিনী কহে মনে দুঃখে ॥
প্যারী কন ওহে নাথ নিবেদন করি । তোমার প্রিয়সী ভগ্যা
বিরজা সুন্দরী । মম ভয়ে নী কপা হইল সেধনী । তথাপি
তাহার কহে য'ও গুণমণি ॥ ওহে নদীকান্ত তুমি দেবের
ঈশ্বর । নদীর সঙ্গে গ ইচ্ছা কর নিরন্তর ॥ এক্ষণে সে নদী
তীরে মন্দির করিয়া । থাক থাক তথা সেই নদীকে লইয়া
নদী যদি হৈল তব প্রিয়তমা নারী । উচিত হইতে নদ তোমার
সুরারি ॥ নদীসহ নদের সঙ্গম নমুচিত । শয়নে ভোজনে সুখ
স্বচ্ছাতি সহিত ॥ এতবলি ততক্ষণে নিরব হইল । ক্রোধে
কমলিনী ভূমিশয়া না ত্যজিল ॥ লক্ষ গোপী নিকটেতে
আছিল তখন । আজ্ঞা অনুবর্ত্ত হইয়া রহে সর্বজন ॥ যে
ভাবেতে গোপীগণ আইয়ে তথায় । শুন সবে এক ভাবে দ্বিজ
বর কর ॥ রাধিকার সদা দ্রব্য তন্ত্রেতে করিয়া । চারিদিকে
ঘেরি সবে রহে দাণ্ডাইয়া ॥ আজ্ঞামাত্র আনিয়া যোপায়
ততক্ষণ । আজ্ঞা বিনা কারু মুখে না সবে বচন ॥

অথ শ্রীমতীর সেবাধিকারী গোপীদিগের বর্ণন ।

শ্লোকঃ । কাশিচ্চী মহরস্তাশ্চ কাশিচ্চ মুক্খাশ্চ রাধিকা
কাশিচ্চমূল হস্তাশ্চ কাশিচ্চকালী বলী করাঃ । বাসিতোদ
করাঃ কাশিচ্চ কাশিচ্চ পদ্মা বলী করা । কাশিচ্চ সিন্দূর
হস্তাশ্চ মণি হস্তাশ্চ কাশ্চন ॥ রত্নালঙ্কার হস্তাশ্চ কাশ্চন
প্রমদোত্তমা । বেণুবীণী করাঃ কাশিচ্চ কশ্চদঘন্ত্র করঃ পরা
সজ্জিত নিপুণঃ কাশিচ্চ কাশিচ্চনর্ত্তন তৎপরা । ক্রীড়াবস্ত্র
করাঃ কাশিচ্চমধুহস্তাশ্চ কাশ্চন ॥ মুখাপত্র করাঃ কাশিচ্চমজ্জি
পিঠকরাঃ পরা । বেশবস্ত্র করা কাশিচ্চ কাশিচ্চরণ সৌরিকা
পুষ্ঠাঞ্জলি করাঃ কাশিচ্চ কাশিচ্চস্ততি পরা বরা । এবংকতি
বিধাঃ মত্তিরাধিকা পুরতো মুনৈ । বহির্দেশস্থিতা কাশিচ্চ

কোটি পায়ুশঃ সনা । কাশ্চিদার নিযুক্তাশ্চ বয়স বেশ-
রাধিকা ॥

অন্য ভাষা ।

পয়ার । কোন গোপী আছে করে ধরিয়া চামর । কারু
করে মুকুট বস্ত্র অতি শোভাকর ॥ ঝাড়ি ভরা সুবাসিত বারী
করি করে । প্রস্তুতিত পদ্মপুষ্প কারু হস্তপরে । কেহবা
ভাস্কর হস্তে আছে দাঁড়াইয়া । অপূর্ণ পুষ্পের মালা কেহ
বা লইয়া ॥ সুন্দর দিল্লুর হস্তে আছে কোন জন । কারু
হস্তে মণি মাণিক্যরতন ॥ কেহ কেহ ধরিয়াছে রত্ন অলঙ্কার
কখন কি বাঞ্জা হর শ্রীমতী রাধার ॥ বীণা বাঁশী কারু করে
যন্ত্র সুবাজনী । সঙ্গীতে নিপুণা কেহ কেহ বা নাচিনী ॥
আজ্ঞা হৈলে পরে নিত্য গীত বাদ্য করে । এ হেতু সমুখ
ভারা আছে ঘোড় করে । খেলনীর বস্ত্র লয়ে আছে কোন
জন । কি খেলিতে মনে ইচ্ছা হয় বা কখন ॥ মধুহস্তে করি
তথা কেহ কেহ আছে । সুধাপর্ণ পাত্র লয়ে কেহ রহিয়াছে
নানাবিধ বেশ বস্ত্র কেহবা লইয়া । কেহ আছে পাদপীঠে
হাতেতে করিয়া ॥ কেহবা দাঁড়ারে আছে পদ সেবা আশে ।
কেহ কেহ স্তম্ভ পাঠ করে চারি পাশে ॥ এইরূপে লক্ষ
গোপী রহিয়াছে কাছে । ইহা ভিন্ন অন্য কত দিকে আছে
বহিরাগে কোটি কোটি আছে গোপনারী । শ্রীমতীর
পুরের হইয়া রক্ষাকারী । ষোড়শবর্ষীয় গোপী সবে
মনোরমা । মনোহর বেশধারী নাহিক উপমা ॥ দ্বিজ
কেহ সামান্য ভেবনা গোপীগণে । সৃষ্টিকালে রাধা অঙ্কে
জন্মে সর্বজন ॥

অথ শ্রীরাধার পুরে প্রবেশিতে শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ

ও শ্রীকৃষ্ণের স্থানান্তরে গমন ।

শ্লোকঃ । কৃষ্ণমভ্যন্তরং গন্তুং নদদুষ্কার সংস্থিতং । পুরস্তি
তৎ স্বং প্রাণেশঃ রাধা পুনকুবাচমা ॥ হে কৃষ্ণ বিরজাকান্তং
যচ্ছ মৎপুর ভাষার ॥ হে সুশীলে শশিকলে হে পদ্মবতী
সাধবা । নিবার্যভাষ্য ধুতোয় সম্যাক কিং প্রয়োজনং ।
রাধিকা বচনং শ্রদ্ধা তমুহ গোপীকা হরি ॥ হিতং তথ্যং

বিনয়ং সারং যং সত্যোচিতং । কাশ্চিচ্চুরিতি হরে গচ্ছ
স্থানান্তরং ক্ষণং ॥ রাধা কোপানয়নে গমরিষ্য ময়া বরং ।
কাশ্চিচ্চুরিতি পীত্যা ক্ষণং গচ্ছ গৃহান্তরং । স্বয়ৈব বদ্ধিতা
তং বিনায়কং বজ্রাতি ॥ কাশ্চিচ্চুরিতি প্রেমা রাধিকায়ী
হরিং মুনে ॥ ক্ষণং বৃন্দাবনং গচ্ছ মানশনয়ন্য বিধি ॥
কাশ্চিদিহ চুণাংকং পরিহাস পরং বচ ॥ মানাপনারনং
ভঙ্গী মানিনাঃ কুরুকামুকঃ । কাশ্চি মে চুরিতি হরিং
সম্মুখং পুরতঃ স্থিতা গজামীপ মূৰ্খণ্য পানাপরং কুরু ॥
কাশ্চিমিবাবিধা মশুমাদবঃ প্রমাদোত্তমঃ । স্মিতবস্তুকং সর্কেশঃ
শ্চচ্ছনক্ৰোধমীশ্বরঃ ॥

অস্যা ভাষা ।

দীর্ঘত্রিপদী । এ কণেতে গোপীগণ, যথা ছিল যতজন,
রাধা বাক্য করিতে পালন । বাইতে রাধার ঘর, মানা
কৈল নটবরে, শুনি কৃষ্ণ রহিলা তখন ॥ দ্বারে রহে প্রাণ-
পতি, তাহা দেখি রাধাসতী, পুনরপি বলেন বচন ! হে কৃষ্ণ
বিরজাকান্ত, আমার আঁখির অন্ত, দাঁড়াইও না করহ গমন
ওহে সখি শশীকলে, পছবতী হে সুশীলে, মাধবিনো প্রিয়
সহচরি । নিবারণ এ ধূর্তেরে, কি কার্য্য আমার ঘরে, আমি
নহি বিরজাসুন্দরি ॥ এত যদি রাধা কয়, তবেত সে সখি
চয়, কৃষ্ণে কহে করিয়া বিনয় । হিত কথা নিতি সার, সময়
উচিত আর, যাহাতে ক্রেধের সাম্য হয় ॥ কেহ বলে ওহে
হরি, ক্ষণেক উপেক্ষা করি, স্থানান্তরে করহ গমন । যুচিবে
রাধার মান, আমি গিয়া তব স্থান, ডাকিয়া আনিব ততক্ষণ
কেহ বলে প্রীতি করি, ক্ষণকাল যাহ হরি, গৃহান্তরে ভুমিহে
এখন । তোমার বাঞ্ছিতা প্যাবি, তোমা বিনে হে মুরারী,
কান্তে আর বলিবে বচন । প্রেমে কহে কোন জন, ক্ষণ
যাহ বৃন্দাবন, মানান্ত অবধি নটবর । কেহ পরহাসে কয়,
শুন হে কামুক রায়, ভক্তিভাবে মান ভঙ্গ কর ॥ কেহ বা
বল্য থে আমি, কহে ঘন হামির, মানিনীর নিকটেতে যাও
অধিক কি কব আমি, যে ভাবেতে পার ভূমি, মান ভঙ্গ
করিয়া উঠাও ॥ হেনকালে আমি পুনঃ, প্রহৃতনা সখি কোন

মাধবের করে নিবারণ । সহজে জগতপতি, সদানন্দ সচ্ছ-
মতি, জেধ গীন মহান্য বঙ্গম ॥ শুনিয়া সখির বাণি, সেই
কণে চক্রবাণি, গৃহান্তরে করেন গমন । দ্বিজবর কহে পুনঃ,
তদন্তে সকলে শুন, শ্রীদামে লইয়া বিবরণ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের গৃহান্তরে গমনে শ্রীদামের ক্রোধ ও

শ্রীদামের প্রতি শ্রীমতীর অভিলাপ ।

শ্লোকঃ । গোপীভব যা মামেচ জগত বারণ কারণে ।
সদ্যন্ত কোপ শ্রীদামা হরৌ গেহান্তরং গতে ॥ কোপত্বাচ
শ্রীদামা রাধিকাং পরমেশ্বরীং । যত্নপদ্মে কণ রক্তং রক্ত-
পঙ্কজ লোচন ॥ কথং বনসি মাতস্তং জটুবা কাং মদীশ্বরং ।
অঃস্মারামং পূর্ণকামং করোনি ভং বিদম্বনং ॥ দোষীৎ
প্রবর্তক নিরোধঃ কন্যাসেবয় । কন্য পাদার্চিমাতৈব সর্কেষা
নীশ্বরপরাং ॥ ভ্রগগলীলাক কৃষ্ণরুকেং শতশ্চ তদ্বিধাং ।
কোটিশঃ কোটিশো দেবীস্তং নাজামি নিষ্ঠুরং ॥ বৈকুণ্ঠে
শ্রীহরেরস্য চরণাঙ্কু মার্জ্জন । করোতি কেশঃ শম্বঃ শ্রীসে-
বনং ভক্তি পুরীকং ॥ সন্ন্যস্তীচ স্তবনৈঃ কর্ণপিষুষ স্তন্দরৈঃ ।
সত্ততং স্তোতিষং ॥ ভক্তান জানানি তমীশ্বরং । কিপ্ররেষ
পরিভাজা ভজমুজং হরে । শ্রীদামো বচনং শ্রদ্ধা কেবলং
কই স্তলনং ॥ সদ্যন্তকোপস্য ব্রহ্মনু খারস মৃদাসহ । রাণে-
শ্বরী বর্গিতা তদ্রূপাচহ নিষ্ঠুরত । ক্ষুব্দোটি মুক্তোকেণী
রক্তটুক লোচন ॥ রাণোবাচরে রোজলামহা মুঢ় শূন্য
লম্পট কিঙ্কর ॥ তদ্ব জানানি সন্ধ্যা ন জানানি স্বদীশ্বরং
স্বদীশ্বরোহুয় শ্রীকৃষ্ণো নহ্যস্মাকং ব্রজাধম ॥ জানানি
জনকং স্তোমি নদা নিন্দরি মাতং ॥ যথানুরাশ্চ ত্রিদেশ-
মিত্যং নিদন্তি সন্তঃ ॥ তথা নিন্দসি মাং মুঢ় তথা অস-
নুরোভব ॥ গোপংব্রজা সুরীংঘোনিং গোলাকচ্চ বহির্ভব
ময়াদ্য লাগ্না মুঢ়তং কস্তাংরকিতুমীশ্বরঃ ॥ রাণেশ্বরী তমি-
ভ্যক্তা মুদ্রাপ বিবরামচ । বরম্যাঃ সেবয়া মাতশ্চামুবেরত
মুষ্টিভিঃ ॥

অম্বা ভাষা ।

পয়ার । বারিত হইয়া কৃষ্ণ গোপীর বারনে । গৃহান্তরে
গমন করেন ততক্ষণ ॥ কৃষ্ণের গমনে তবে শ্রীদাম কৃষ্ণ
শ্রীমতীর প্রতি কিছু কণ্ঠে লাগিল ॥ ক্রোধেতে কিশোরী
হিল আরক্তলোচনী । শ্রীদাম আরক্তচক্ষে ক্রোধকহেবাণী
কেনগো জননী তুমি আমার ঈশ্বরে । কটু বাক্য কহ কিছু
না ভাবে অন্তরে ॥ আআরাম পূর্ণকাম যেই ভগবান । বিড়
ম্বনা কর তুমি এ কোন বিধান ॥ জাননা কাহারপাদপঙ্খপূজা
করি । হইয়াছে আপনি গো ত্রিংশ ঈশ্বরী ॥ দেবীতে প্রবরা
তুমি পূজা করি কার । না জানিয়া নিজমনে কর অহঙ্কার ॥
অবলীলাক্রমে কৃষ্ণ চাহি ক্রতজিতে । তব সমা কোটী কোটী
পারেন সৃজিতে ॥ বৈকুণ্ঠেতে বিষ্ণুরূপ প্রভু যে আপনি ।
কমলা করয়ে সেবা নিবসরজনী ॥ ভক্তিভাবে সেবো দেবীহরে
একমন । কেশেতেমার্জনা করে যুগল চরণ । কর্ণপীযুষের
স্তবে দেবী সরস্বতী । ভক্তি করি যেই জনে সদা করে স্তুতি
এহেন প্রভুরেতুমি কহ কটুতরা জাননা যে কৃষ্ণচন্দ্র তোমার
ঈশ্বর ॥ রোষ ত্যজি শীঘ্র উঠ শুনহ বচন । ভক্তিভাবে ভজ
গিয়া শ্রী-রি চরণ ॥ শ্রীশ্যামের একপ শুনিয়া বটুবাণী ।
শুনিয়া ক্রোধিতা হৈল রাধা ঠাকুরাণী ॥ বাহিরে আইলা দেবী
ক্রোধেতে অমনি । ক্ষুরদোষ্টি মুক্তকেশা আরক্ত লোচনী ।
শ্রীশ্যামেরকহে দেবী নির্মুর উত্তরাওরে জাল্মা মহামুঢ়লম্পট
কিঙ্কর ॥ তুমি কি কেবল জান তোমার ঈশ্বরে । আমি কিছু
নাহি জানি ভেবেছ অন্তরে ॥ তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণ আমাদের
নয় । এইকি আপন মনে জেনেছ নিশ্চয় ॥ ওরে ব্রজাধন
তুমি জান হীন অতি । জননী নির্দয়া কর অনেকের স্তুতি ॥
অনুরেরা নিন্দা যেন কয়ে দেবতারে । সেইমত নিন্দা তুমি
করহ আমারে ॥ আশুরী স্বভাব তোর ওরে মুঢ়মতি । অনুর
হইয়া গিয়া জন্ম বসুমতী ॥ গোলোক হইতে তুমি করহ গমন
হুয়ামি তোরে অভিশাপ দিলাম এখন ॥ কে তোরে রাখিতে
পারে ওরে ছরাশয় । অবার্থ আমার বাক্য জানিহ নিশ্চয় ।
এতবলি রাসেশ্বরী গৃহে প্রবেশিলা । মৌনভাবে পুনরপি

শয়ন করিল। ॥ নিকটেতে আছিল যতক সখীগণ । দ্বিজ
কহে করে তারা চামর বাজন ॥

অথ শ্রীমতীর প্রতি শ্রীদামের অভিলাষ ।

শ্লোকঃ । শ্রুত্বাচ বচনং তম্য। কোপেন ক্ষুরিতাধরঃ
নশাপতাক্ষ শ্রীদামা ব্রজযোনিং ব্রজয্যসি । মনুষ্যাইব
কোপন্তে তন্মত্বং মানুষীভুবিঃ ॥ ভবিষ্যসিন সন্দেহ ময়া নশু
ভ্রমস্থিকে ॥ সূচ্যারণ্য পদ্মিং হং বক্ষ্যামি জগতি তলে ।
রায়ণঃশ্রীহরের শোভৈশ্যা বৃন্দাবনেবনেঃ ॥ গোকুলে প্রাপ্য
হং কৃষ্ণ বিহত্যবর কাননে । ভবিষ্যতে বর্ষহং বিচ্ছেদো
হরিনা সহ ॥ পুনঃ প্রাপ্য তমীশঞ্চ গোলোকো আগমিষ্যসি
তামি ভ্যক্তাচর্য্যাক্ষাচ নজগমেহরেঃসুরঃ ॥ গদ্বাননাম শ্রীকৃষ্ণ
শাপাখ্যানমুবার্চি । আনুপূর্য্যাতু তংসর্বং কারাদচ ভূং
ব্রজ ॥ উবাচ হং রুদন্তঞ্চ গচ্ছহং ধরণীতলং । নজ্ঞে তাত্তে
ত্রিভুবনোহনুরেন্দ্রা ভবিষ্যসি ॥ কালে শঙ্কর শুলেন দেহং
ভ্যক্তাসমাস্তিকং । আগমিষ্যসিপঞ্চাশৎ যুগান্তিত মমাশিষা
শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃশ্রুত্বাতনুবাচ । মদান্নিত্য ওদ্ভক্তিবহিতং মঞ্চ
কদাচিন্ন করষ্যসি ॥ ইত্যুক্তা শ্রীহরিং নত্বা জগীমস শ্রম-
জ্বহি । এব শঙ্কচূড়ঞ্চ বভূব তুলসী পতিঃ ॥

অন্যভাষা ।

পর্যায় । শুনিয়া রাধার বাণী শ্রীদাম কুপিল । ক্রোধভরে
ওষ্ঠ ধর কাঁপিতে লাগিল ॥ মহাক্রোধে শ্রীমতীরে অভিলাষ
করে । ব্রজযোনি প্রাপ্ত তুমি হবে ব্রজপুরে ॥ মানুসী সমান
কোপ তোমার দেহেতে । মানুসী হইবে তুমি আমার
শাপেতে ॥ একবার কদাচিত নাহিক সংশয়াবশ্য অস্থিকে
হবে মানুসী নিশ্চয় ॥ সূচ্যমতি বৈশ্য জাতি আয়ান নামেতে
শ্রীকৃষ্ণের অংশজাত হইবে ব্রজেতে ॥ ভূপ কপে খ্যাত সেই
হবে বৃন্দাবনে । তোমাকে আয়ান পত্নী বলিবে ভুবনে ॥
আয়ানের বাণী কপে সেন্থানে রহিরে । পুনরপি বৃন্দাবনে
শ্রীকৃষ্ণ পাইবে ॥ কত দিনে কৃষ্ণ গজ্ঞে করিবে বিহার । তদ্র
স্তরে বিচ্ছেদ ঘটিবে আরবার ॥ শতবর্ষাবধি কৃষ্ণ বিচ্ছেদে
হরিয়া । গোপ্যোকে আসিবে পুনঃ শ্রীকৃষ্ণে পাইয়া ॥ এতবলি

প্রণমিয়া রাধার চরণে । কৃষ্ণের নিকটে গেলা বিদ্যাদিতমনে
 শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণ পদে প্রণাম করিয়া । যত সমাচার কহে
 কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ পূর্বাপর শাপাশাপি সকল কহিল ।
 রাধিকার সহ তার যে রূপ হইল ॥ কহিয়া সকল কথা করয়ে
 রোদন । ছুই চক্ষে হয় ঘন বারি বরিষণ ॥ শ্রীদামের রোদন
 দেখিয়া নারায়ণ । আশ্বাসিয়া কন তারে মধুর বচন ॥ খেদ
 নাহি কর যাহ ধরণী উপর । অমুরের রাজা হয়ে জন্মিবে
 সত্ত্বর ॥ ত্রিভুবনে না পারিবে জিনিতে তোমারে । অজয়
 হইয়া মুখ ভুঞ্জিবে সংসারে ॥ পঞ্চশত যুগান্তিতে উদয় কা-
 লের । ত্যজিবে সে দেহ তব শূলেতে শিবের ॥ আনিবে
 আমার কাছে আশীষে আমার যাহতুমি ভ্রমশূলে ভয় নাহি
 আর ॥ কৃষ্ণের মুখেতে শুনি এতেক বচন । কৃতাঞ্জলি হয়ে
 কিছু করে নিবেদন ॥ আনুরীক দেখে আমি রব বহুদিন ।
 না করিঃ মোরে প্রভু তব ভক্তিহীন ॥ এত বলি কৃষ্ণপদে
 করিয়া প্রণাম । আশ্রমের বাহিরেতে গেলেন শ্রীদাম ॥ সেই
 সে অনুরবর শ্রীদাম স্মৃতি । শঙ্খচূড় নামে যেই তুলসীর
 পতি ॥ দ্বিজ কহে কৃষ্ণচন্দ্র করুণাসাগর । ভক্তগণ রক্ষা
 হেতু সদত কাতর ॥

অথ শ্রীদামের শাপে ভীতা হইয়া শ্রীমতির শ্রীকৃষ্ণের
 নিকটে গমন ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের অবতার ।

লোকঃ । গতে শ্রীমাদ্মিসাদেবী জগামেশ্বরান্নিধিঃ ভীত
 শ্রীদামশাপাৎনা শ্রীকৃষ্ণং সমুবাচহ ॥ স্বরাবিনা কথমহং ধরি
 য্যামিন্মজীবিতং । কণে নমে যুগশতৎকালোনাথ স্বরা বিনা
 শোকস্তবকিতাং কৃষ্ণো বোধয়ামাসু প্রেরণীং । স্বরানার্জং
 গমিষ্যামি রাধেহং ধরণীতলং ॥ রাধা জগাম ধরণীং নরাহে
 হরিণা সহ । বৃষভাসু গৃহে জয়লভতেগোকুলেশ্বরে । অতো-
 হেতা জগন্নাথ আজগামমহীতলং বিজহারতরানার্জং গোপ
 বেশী বিধায়গঃ ॥ ভ্রাজ্জনা প্রার্থিতঃ কৃষ্ণ আজগাম মহীতলং
 ভারবিতারিঃ কৃষ্ণা জগাম স্বালয়ং বিভুঃ ।

পর্যায় । শ্রীদামের গমনেতে শ্রীবতী তখন । বিষম শাপের
 হেতু বিধাদিত মন ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবীউষ্টিয়া মধুর ।
 শ্রীকৃষ্ণ নিকটে যান সত্তর অন্তর ॥ ক্রমেতে শাপের কথা
 সকল কহিয়া । রোদন করেন দেবী শোকেকেতে মোহিয়া ॥
 কাতরে কহেন রাধা কৃষ্ণের চরণে । মায়া হইয়া যদি জন্মিব
 ভুবনে ॥ তোমা বিনা কি কপেতেতে ধরিব পরাণ । অনেক
 বিচ্ছেদ নাথ যুগ শত জ্ঞান ॥ এও বলি কমলিনী করেন রো-
 দন । শ্রীকৃষ্ণ কহেন তবে আশ্বাস বচন ॥ শোকাতরা দেখি
 কৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারে । মধুর বচনে প্রভু বুঝান তাঁ হারে ॥
 বিচ্ছেদের ভয়ে শ্রিয়ে না চণ্ড কাতর । তব সহ যাব আমি
 অবনী ভিতর ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন যদি এতেক বচন । সানন্দিত
 হৈল তবে শ্রীনতীর মন ॥ শ্রীকৃষ্ণ সহিতে রাধা সানন্দিত
 মনে । হইবেন অবতার জাগি বৃন্দাবনে ॥ বৃষভানু ঘরেতে
 জন্মিয়া কমলিনী । শ্রীদামের শাপ হেতু আশ্রয় গৃহিণী ॥
 রাধা হেতু কৃষ্ণচন্দ্র হন অবতার । গোপ বেশে রাধাসহ ক-
 রেন বিহার ॥ অধিকন্তু বিধাতার প্রার্থনা আছিল । ভারব-
 ভারণ হেতু তাহাও হইল ॥ এ সকল কৰ্ম্ম ক্রমে সমাপণ করি
 পুনঃ গোলোকেতে যান গোলোকে করি হরি ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী । ব্যাস কন মুনিগণ, কৃষ্ণচন্দ্র যে কারণ, অব-
 তারে স্থানিলে আশ্রয়ান । বৃন্দাবন মাঝে হরি, পূর্ণ কপে অব-
 তারি, বেদ বিধি পুরাণে প্রমাণ ॥ তথাপি মানুষী লীলা, কত
 নভে প্রকাশিলা, কে করিতে পারে সে বর্ণন । শাস্ত্রে যা
 দেখিতে পাই, কিছু কিছু বলি তাই, পুরাণের কথা পুরাতন
 শুন শুন ঋষিগণ, পুনরাপি ত্রিলোচন, নারদের কহেন যেকণ
 জন্মিয়া বৃন্দাবনে, রাধাকৃষ্ণ দুই জনে গোপনে বিহার
 অপরূপ । শ্রীদুর্গা প্রসাদ বাণী, রাধা কৃষ্ণ এক জ্ঞানি, প্রকৃতি
 পুরুষ ব্রহ্মস্বর্য এই করি অভিলষ, শিশুর পুরাণ আশ,
 অস্ত দেহ প্রাদপদ্য হয় ॥

অথ বৃন্দাবনে শ্রীরাধা কৃষ্ণর বিহার ও নন্দ শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লই। ভাণ্ডীর বনে গে চারণ করেন ।

শয়্যার । এক দিন বৃন্দাবনে নন্দ মহাশয় । কোলেতে লইয়া সুখে শ্রীকৃষ্ণ তনয় ॥ বৃন্দাবন উপবনে ভাণ্ডীর কাননে গোপন চারণ করি আনন্দিত মনে ॥ তদন্তরে সরোবরে গিয়া মতিমান । কর ইয়া গো বৎসেরে স্ব দুঃস্বপ্ন পান ॥ বালকেরে জলপান করাইল পরে । আপনি করিয়া পান স্ব স্বকটে অন্তরে বসিলেন বটমূলে শ্রীশ্রাম কারণ ॥ হেনকালে দেখে তথা আশ্চর্য ঘটন ॥ মায়াবী মানুষ কৃষ্ণ বলিয়া কোলেতে । পাতিলা বিষম মায়া দেখিতেহা ॥ আচম্বিতে আকাশেতে মেঘের উদয় বাজ্রবাত বজ্রবাত ঘোর শব্দ হয় ॥ দূর দূর করে মেঘ বরষে গজ্জন ॥ স্থলিকার বারি ধারা হয় বরিষণ ॥ বৃক্ষগণ কম্পিত হইল মহাক্রোধে । বড় বড় বৃক্ষ শালা ভগ্ন হয়ে পড়ে ॥ শেখিয়া নন্দের মনে বড় ভয় পায় । কি করিব কি হইবে ভাবেন উপায় ॥ নন্দ বলে এ সময়ে গোবৎস ভাজিয়া । গৃহেতে যাঁইব আমি কেমন করিয়া ॥ গৃহে যদি নাহি যাই বালকে কি হইবে । উভয় শঙ্কটে হৈল কেমনে স্তুতিবে ॥ এইরূপে নন্দ ঘোষ ভাবিয়া আকুল । কোন মতে কোন দিকে নাহি পান কুল ॥ হেনকালে কৃষ্ণসুত্র মায়া বাড়াইল । নিজে ভয়ে-শ্বর হয়ে উবেতে ভাসিল ॥ দুইহাতে জড়য়ে ধরি পিতার গলেতে মহাভয়ে মরহরি লাগিল কাপিতে ॥ তাহা দেখিনন্দ-ঘোষ ভাবেন অপার । ব্যাস করে তদন্তরে ভবার্থ প্রচার ॥ গে কুলেতে আছিলেন রাধা ঠাকুরাণী । অকস্মৎ হৈল তাঁর আকুল পরাণী ॥ সর্ব অন্তর্ভাসি রাধা জানিল কারণ ॥ বৃক্ষসহ মিলনের দিন শুভক্ষণ ॥ এতেক ভাবিয়া তবে পূর্ব ভব স্মরি । গোপকে যেকূপে ছিল সেইরূপ ধরি ॥ যেখানে আছেন নন্দ কোলেতে শ্রীধরি । ত্রিঙ্গ কহে চলিলেন শ্রীমতী সুন্দরী ॥

অথ ভাণ্ডীর বনে শ্রীমতীর আশ্রমন ।

শয়্যার । তদন্তরে হরির নিকটে হরিপ্রিয়া । উভয়দ্বন্দ্বীরে গিয়ে সম্বদ পাইয়া । নির্জনে ভাসারে হেরে নন্দ মহাশয় ।

আশ্চর্য জানিয়া হৈল পরম বিস্ময় । শ্রীমতীর রূপে দর্শনিক
আলো করে । শ্রীমতীর তেজে কোটিচন্দ্র তেজ হরে । ঈশ্বরী
জানিয়া তাঁরে শ্রীমদ তথ্যভক্তিভারে প্রণমিয়া করে নিবে-
দন ॥ গর্গমুনি মুখে আমি জানিয়াছি স্থির । কমলা অধিক
তুমি প্রিয়া শ্রীহরির ॥ এই যে বালক মম বিষ্ণু অবতার ।
পরম নিষ্ঠাচ্যুত অচিন্ত্য আকার ॥ জানিয়া সকল তত্ত্ব নাহি
থাকে স্মৃত । আমি যে মানব বিষ্ণু স্নান্য বিমোহিত ।
এত বলি ব্রজরাজ করে বহু স্তুতি । শুনিয়া তাহার বাণী ব-
লেন শ্রীমতী ॥ শুন শুন স্নান্যবধানে ওহে মহাশয় । দেখ যেন
এই কথা প্রকাশ না হয় ॥ একপ অপকপ এ ব্রজ মণ্ডলে ।
পাইলে দর্শন তুমি বহু পুণ্যকলে ॥ বিকল না হয় কভু দর্শন
আমার । অতএব বর মাগ যে বাঞ্ছা তোমার ॥ রাখার
বচন শুনি ব্রজপতি কর । দয়া করি বর যদি দিবেগো নিশ্চয়
অন্য কোন বরে মম নাহি প্রয়োজন । তোমাদের উভয়ের
পদে রহে মন ॥ উভর চরণে ভক্তি দৃঢ় করি অশ । উভয়ের
নিকটেতে দেহ মম বাস ॥ ইহা ভিন্ন অন্য কিছু বর নাহি
চাই । শুনিয়া তথ্যস্তু বাণী বলিলেন রাই ॥ রাই বলে বর
আমি দিলাম একগে । হইবে যবে দৃঢ় ভক্তি তোমার মননে
পরেতে মানবী দেহ তাজিবে যখন । অনায়াসে গোলো-
কেতে করিবে গমন ॥ দ্বিজ কহে রাসেশ্বরী দয়া প্রকাশিয়া
পুরাণ শিশুর আশা অপাজে হেরিয়া ॥

অথ শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণে লইয়া গমন ও রাসমঞ্চ দর্শন ।

পরার । এই মত উক্তি করি নন্দেরে শ্রীমতী । শ্রীকৃষ্ণকে
আপন বকে লইলেন সতী । ব্যাস কন ভবানী শুনহ মুনি
গণ । কৃষ্ণেরে লইয়া দেবী ধৈর্যে তখন ॥ নন্দবৎস বালক
লয়ে নন্দ মহামতী । ব্যাস চিত্ত স্থতিশয় দেখিয়া শ্রীমতী ॥
নন্দ লয়ে যশোদার নিকটেতে দিতে । নন্দ ক্রেত হেতে
কৃষ্ণ লইয়া কোলেতে ॥ নন্দ আনন্দিত মনে দিয়া ব্রধা
স্থানে । আপনি রহিল তথ গোপিন চরণে । শ্রীমতী লইয়া
কৃষ্ণে চলেন এখন । নন্দালয় অভিমুখে করেন গমন ॥ এই

কপে কত কুহে বাইতে বাইতে । কামানিক হৈল অঙ্গ কুহ
পরিণিতে ॥ বহুদিন পরে নতী নিজ পতি পাইয়ো আলিঙ্গন
করে ঘন বাহু প্রসারিয়ে ॥ পুলকিত সর্ক অঙ্গ চুস আলিঙ্গনে
গোলোকের রাসমঞ্চ হইল স্মরণে ॥ স্মরণ করিয়া রাধা
দেখে আচম্বিত । রত্নময় রাসমঞ্চ সম্মুখে উদিত ॥ কি কব
তাঁহার শোভা প্রভা সুপ্রভল । শত শত রত্ন কলমেতে সমু-
জ্জ্বল ॥ নানাবিধ বিভূষিত বস্ত্রে বিভূষণ । উড়িছে পতাকা
তাহে অতি সুশোভন ॥ মণি মুক্তা মাণিক্যাদি মালা ধরে
থরে । রত্নময় দর্পণেতে কিবা দীপ্ত করে ॥ সপ্তসোপান সুবি-
ধান মঞ্চে বিরাজিত । কুঙ্কুম আকার মণিগগণেতে মণ্ডিত
মঞ্চের বাহিরে পুষ্পোদ্যান মনোহর । প্রস্ফুটিত পুষ্পপরে
গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ এ সকল দেখিয়া প্যারী হরে হরষিত । মঞ্চের
ভিতরে বিয়া প্রবেশে হরিত ॥ তথায় আইয়ে খাদ্যদ্রব্য সমু-
দয় । নানাবিধ পরিপূর্ণ নানা স্থানে রয় ॥ রত্ন কুণ্ডে সুবা-
সিত সুনির্মল জল । সুধামধুপূর্ণ রত্ন তণ্ডুল তল । তাহুল
প্রস্তুত আছে কপূর বাসিত । পরিপাটি বাটি ২ সুগন্ধ পু-
র্ণিত ॥ দেখিয়া রাধার মনে কানন্দ অপার । বিজ কহে
তদন্তে শুনহ সমাচার ।

অথ শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের নবযৌবন রূপ
দর্শন করেন ।

পরায় । মঞ্চের ভিতরে প্যারী হরেন তখন । পুষ্প-
শয্যাপরে স্থিত পুরুষ রতন ॥ গগনে আছেন মুখে সর্ক মুখ
লয় । কি কব সে রূপ রূপভূলা নাহি হয় ॥ কিশোর বয়স
কিবা রূপ মনোহর । অতিশয় কমলিয় শ্যাম কলেবর ॥
কোটি কন্দর্পের সম লাবণ্য সুন্দর । চন্দনে ভূষিল অঙ্গ অতি
শোভা কর ॥ পীতবস্ত্র পরিধান প্রসন্ন নয়ন । সুমধুর হাস-
বুজ সুধাংশু বদন ॥ নরীন্দ্র যৌবন রূপ পুষ্প শয্যাপরে
কোলেতে বাসক নাই বেধি তদন্তরে ॥ নরেন্দ্র স্মৃতি
স্বরূপ সে রাধা ঠাকুরাণী । তথাপি বিশ্বরাগন কবির
বাণী ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের বধোপকথন ।

লঘু-দ্বিপণী হেরিয়া সুন্দর, কপ মনোহর, কৃষ্ণ কপ
অনুপমে । ত ছুর চুহিতা, হইয়া মোহিত, লালনা নবমঙ্গলে
রাধা কৃষ্ণ মার, একদৃষ্টে চায়, নিমিষে হারায় আখি ।
মুখ চন্দ্র সুধা, পিয়ে নাশে ক্ষুধা, চক্ষু সে চকোর পাখি ।
রাধার নয়ন, সুহাগ্য বদন, প্রফুল্ল কমল প্রায় । হেরি নারী-
রণ্য কহেন তখন, মধুর বচনে তার ॥ তুমি মম প্রিয়া, কহ
বিশেষির, প্রাণধিকা প্রেমধিনি । আমিও যেমন, তুমি
ও তেমন, এক আ অভেদ জানি । সর্ব্ব কপা আমি, সর্ব্ব
কপা তুমি, একথা অন্যথা নয় । গোলোকে কাহিনী, ও
রাজ নন্দিনী, মনেতে তোমার হয় ॥ সুরগণ মাঝে, তব
প্রিয় কাছে, ছীকার করেছি যাহা । আজি শ্রুতক্ষণ, উভয়ে
মিলন, পূর্ণিত করিব তাহা ॥ শুনিয়া এ ব'ণী, রাধা ঠাকু-
র'ণী, পুলকে পূর্ণিত হন । ক্রুত গ্লানি হইয়ে, শ্রীকৃষ্ণে চাঙ্গিয়ে,
মধুর বচনে কন ॥ গোলোক কখন, আছিলে স্মরণ, বিন্মরণ
কেন হব । কহিলে যে কপে, মোর সর্ব্ব কপে, তোমার
দোষে নব ॥ সম্প্রতি নাথ হে, তোমার বিরহে, দিছি
আমার মন । মের বক্ষস্থলে, শিরসি মণ্ডলে, দেহ তব
শ্রীচরণ ॥ শুনিয়া বচন, হাঙ্গিয়া তখন, কহেন পুরুষে তুমি ।
হিত তথ্য মার, প্রতি স্মৃতি আর, ব্যবহার যে নিয়ম ॥ এ
ভাবে বুঝিলে, বিবাহ না হইলে, বিহার উচিত নয় । এই
হেতু হরি, মনেতে বিচারি, কিশোরীর প্রতি কয় ॥ তিষ্ঠ
ভদ্রক্ষণ, কাল শুভক্ষণ, হইয়াছে আগমন । তব ব'জ্ঞা পূর্ণ
করিব হে তুমি, দ্বিজবর কহে শুন ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতে ব্রজার আগমন ।

লঘু দ্বিপণী । কৃষ্ণের ইচ্ছায়, বিদ'তা তথায়, উপনীত
হৈল আদি । কুণ্ডল মালা, কণেতে উজ্জ্বলা, চতুর্দিকে মুদ্র-
হানি । আয়িয়া হরায়, শ্রীকৃষ্ণের পাখি, বিধাতা প্রণাম করি
আগমোক্ত স্তুতি, করিয়া সুম'ত, পুনঃপ্রণমিয়া হরি ॥ রাধার
কাছেতে, যাইয়া হরিতে, প্রণমে রাগের পাখি করিয়া ভক্ততি

আনন্দমোক্ষ স্থিতি, অনেক করেন তাঁর ॥ ব্রহ্মার শুভনে, তব
হরে মনে, বলেন শ্রীরাধা সখী । লই বাছা বর, যে বাঞ্ছা
সকল, দিব তাহা পৌরগতি ॥ তুমি হংসাসন, বলেন তখন,
শুন সখী আদ্যাশক্তি । না চাহি সম্পদে, ভোগাদির পদে
যহিমা সুদৃঢ় ভক্ত । রাধিকার স্তনিয়া, তবান্ত বালিয়া, বলেন
সুধিরে পুনঃ । কৃত কার্য্য সারি, যাহ স্বরা করি, বিনম্রভে
নাহি তুণ ॥ কহে দ্বিজবর, বিধি পেয়ে বর, আনন্দিত হয়ে
মনে । বিবাহ বিহীত, করেন ছরিত, রাধিকার দুই জনে ॥

অথ শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ ।

পর্যায় । বেদ বিধিমেতে তবে বিধাতা তখন । কুশ স্ত্রী ক-
রিয়া জালিল ছত্ৰাশন ॥ আর্ঘ্য সংস্কার করি করিলেন হোন
সেই মত বিবাহেতে বিহিত নিয়ম । তবে গুপ্তাশ্রয় হৈতে
উঠি নারায়ণ । অগ্নির নিকটে আসি বসি ততক্ষণ ॥ বিদ্যা
দর্শিত বিধি আচরণ করি । করিলেন হোম কর্ম্ম সমাপন
হবি ॥ সে বিবাহে বিধাতা যেন সফল তার । কন্যাকর্ত্তা বর
কর্ত্তা পৌরহিত্য আর ॥ তিন কর্ম্ম সমাধা করেন হংসাসন ।
কন্যাকর্ত্তা ক্রমে কন্যা আনেন তখন ॥ ব্রহ্মার আদেশে তবে
আসিয়া শ্রীমতী । কৃষ্ণের চরণেতে করেন প্রণতি ॥ সন্তু-
বার প্রদক্ষিণ করি তদন্তরে । পুনরপি প্রণাম করি রাধাকৃষ্ণ
করে ॥ আপনারে কমলিনী কৈলা সম্পদান । আপনি
আপন দানে সুকল বিধান ॥ তবে বিধি বর কন্যা উঠায়ে
দুই জন বরের বামেনে কন্যা করেন স্থাপন ॥ বরকে কন্যার
পাণি গ্রহণ করান । বেদোক্তেতে সন্তু মন্ত্র বরপড়ান ॥
তদন্তরে কন্যার হস্ত বরকক্ষে ধুয়ে । বর হস্ত কন্যা পৃষ্ঠেদে
শেতে রাখিয়ে ॥ তিনমন্ত্র কন্যাকে পড়ান প্রজাপতি । তার
পরে মালা বদনের অঙ্কমতি ॥ পারিজাত গুপ্তমালা লইয়া
তখন । কন্যা হাতে বর গলে করেন আপন ॥ পুনরপি বর
হাতে মালা মনোরম । দেওয়াইলা কন্যা গলে যেমন নিয়ম
কন্যারে বরের বামে রাখি আর বার । বর প্রতি কৃতজ্ঞান
করায়ে কন্যার ॥ গুণাপর পঞ্চ মন্ত্র পড়িয়ে কন্যা ॥ আপনি

করেন ব্রজা বিহিত বিধায় ॥ পিতা যেন কন্যা কবে
করে সমাধাণ । বিধাতা রাখাকে কবে কুক্ষেত অর্প । ভাস্ক
ভবে প্রজাপতি করেন স্থবন । হেনকালে স্বর্গে থাকি যত
সুখবন ॥ অনেক মনুষ্য জার সুখের প্রভুতি । বান্য করে
অনিবার আনন্দিত মতি ॥ পারিজাত পুষ্প বৃষ্টি করে পূর
ন্দর । নন্দকোটে গীত গায় নাচয়ে অপসর ॥ এখানেতে
বিধিস্থতি করিয়া বিস্তর । দক্ষিণা যাচেন রাখা কুক্ষের
গোচর ॥ বিধি বলে ধনকড়ি কিছু নাহি চাই । উত্তরেরপদে
যেন দৃঢ় ভক্তি পাই ॥ ভোমাদের উভয়ের যুগল চরণে ।
অচলা হইয়া ভক্তি থাকে মম মনে ॥ শুনিয়া বিধির বাণী
শ্রীহরি তখন । তথাস্থ বলিয়া পরে বলেন বচন । মদীর চরণ
শঙ্কু মুহূর্ত্ত ভকতি । অচলা পাইবে এবে শুন প্রজাপতি ॥
যে কর্ত্তে আইলা তাহা করে সমাধান । একগে স্বস্থানে তুমি
করহ প্রস্থান ॥ শুনি বিধি রাখাক্ষপদে প্রণমিরে । স্বস্থানে
গমন করেন হরষিত হইয়ে ॥ বাসকন রাখাক্ষ বিবাহ কখন
ভাস্ক ভাবে সেই জন করয়ে শ্রবণ ॥ পুনরীর ভবে তারে
আসিতে না হয় । দ্বিম কহে পূর্ণ কর শিশুর আশর ॥

অথ বিবাহান্তে শ্রীরাখাক্ষের বিহার ।

পন্ন্যার । বিধাতা বিবাহ দিবে করিলা গমন । আনন্দেতে
শ্রীমতীর সহায় বদন ॥ বক্র চক্ষে কৃষ্ণ মুখ হেরি বার বার ।
লজ্জিতা হইয়া মুখ ঢাকি আপনার ॥ কামবাণে প্রণীড়িতা
পুলকিত কায় । ভক্তিভাবে প্রণমিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাশ ॥ ধীরে
ধীরে শয্যা কাছে করিয়া গমন । কুঙ্কুমাদি কৃষ্ণ অঙ্কে
করেন লেপন ॥ স্নাতিক সুখে দিয়া কুক্ষের কপালে । সুধা
মধুপূর্ণ পাত্র দেন কুতুহলে ॥ রাখা মন্ত সুধামধু লইয়া তখন
ভোজন করিল সুখে শ্রীমধুহনন ॥ তবে রাখা সুবাসিত
কপূরাদি পূর্ণ । কৃষ্ণ হাতে ভাস্কুল তুলিয়া দিল তুর্ণ ॥ তাহা
কৃষ্ণ সমাদরে করিয়া ভোজন । ঐ সব দ্রব্য হরি লইয়া তখন
সহস্রে রাখাকে দেন হরষিত মনে । রাখা তাহা খাইলেন
লজ্জিত বদনে ॥ তৎকরে রাখারে হরি লয়ে বকহলে । কুট

বধ বিহার করিলা কুতুহলে । দ্বিজ কহে রাধাকৃষ্ণ চরণ
যুগলে । মজরে আমার মন মধু পান হলে ॥

অথ বিহারান্তে শ্রীকৃষ্ণের বালকরূপ ধারণ ও শ্রীমতী
শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া যশোদার নিকটে দেন ।

পর্যায় । বিহারান্তে যুবা দেহ ত্যজি ততক্ষণ । পুনরপি
শিশুরূপী হৈলা নারায়ণ ॥ রাধিকা দেখেন নন্দ দিলেন যে
রূপ । ক্রন্দিত ক্ষুধিত রীত বালক সে রূপ ॥ তবেত শ্রীমতী
সেই শিশু কৃষ্ণে লয়ে । চলিলেন দ্রুতগতি নন্দের আলয়ে ॥
কণম'ত্রে উপনীত নন্দের ভবন । যশোদার কোলে শিশু
করেন অপ'ণা ॥ যখন শ্রীকৃষ্ণে দেন যশোদার কোলে । শ্রীমতী
বলেন কিছু সুমধুর বোলে ॥ শুনগো যশোদা তব স্বামী
মহাশয় । গোষ্ঠেতে দিলেন মোরে তোমার তনয় । আনিতে
পথেতে বড় দুঃখ পাইয়াছি । কহিতে নাপারি তাহা যেকপে
এনেছি ॥ স্থূল শিশু ভারি বড় তোমার নন্দন । ক্ষুধাতে
কাঙার হয়ে করে আশ্ফলন ॥ মেঘাচ্ছন্নে ঘোর পথ পিছলি
বৃষ্টিতে । আমি কিণো পারি শিশু বহিয়া আনিতে । এই
দেখ বৃষ্টিতে বসন ভজে গেছে । না পারি কহিতে পথে
যে দুঃখ করেছে ॥ এই লহ শিশু স্তন দিয়া শান্ত কর । বৈস
গো যশোদা আমি ঘাটব সত্তর । গৃহষ্টেতে আসিয়াছি আমি
বহুক্ষণ । গৃহে যাই বৈস সতী লইয়া নন্দন ॥ এত বলি
কমলিনী নিজ গৃহে গেল । যশোদা ধাইয়া কৃষ্ণে কোলেতে
লইলা ॥ কবি কহে নন্দরাণী স্তন লদিমুখে । শ্রীহরি ম'য়ের
কোলে বসিলেন সুখে ।

দার্ঘ-ত্রিপদী । বাগ কন মুনিগণে, স্তম্ভবধি বৃন্দাবনে,
রাধাকৃষ্ণ হইল মিলন । উভয়েতে প্রেমাবেশে, নিত্য জীলা
নবরসে, কভু কর তাহার কথন ॥ কিঞ্চিৎ তার, পূর্বেতে
বলেছি গার, আর কি শুনিতে রাখি কর । শুন মুনিগণ
জয়, যে ক'হলে মহাশয় তুমি হৈল সবার অন্তর ॥ কিন্তু এক
নিমেষে, মুক্তাবন বিবরণ, পূর্বেতে যে কহিলা আপনি ।
রাধিকারে বোধ করি, মুক্তালাভ স্থষ্টিকরি, মুক্তা কলাইলেন

তখন। আর কন্যা রাধাও, হয়েছিল বাগ্নমাছ, কৃষ্ণ কত
সারা দেখাইল। কহ কহ তপোধন, কি হইল সে বন, পুনঃ
কিবা ত হতে করিল।

অথ মুক্তাবনের বিবরণ ও শ্রীমতীর মান।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। হাসিরী কহেন বাস, শুনহ তাহার ভাব,
মুক্তাবলী কথা সুধাধার। এক দিন পৌর্ণমাসী, নিশিতে
উদয় শশী, কৃষ্ণ বসি কুঞ্জেতে রাধার। রাধিকা বসিয়া
কাছে, চ'রিদিকেনখী আছে, সবে প্রেম রসেতে আবেশ।
হেনকালে নরংগি, রাধারে আদর করি, নিজ হাতে করে
দেন বেশ। অচিড়িয়া কেশ জাল, বেঙ্গে দেন নন্দলাল,
দিন্দুর সীমন্ত করে আলো। পরে লয়ে আভরণ, পরাইল
নারংগ, যে অঙ্গ যেমন সাজে ভালো। তার পরে আর
বার, হাতে গলে মুক্তাবলী, তুলে দিয়া রাধিকার গলে।
সাজায়ে ঘোহিনী সাজ, আপনি রসিক রাজ, নিরাখিয়া
ভাল ভাল বলে। মুক্তাবলী পরাইতে, মুক্তাবন আচম্বিতে,
উঠিয়া রাধার মনে হইল। মনের মানস য'হা, প্রকাশনা
করে তাই, চিহ্নি বলি ছিড়িয়া ফেলল। উপজিন প্রতি
হুগ্ধ, মলিন হইল মুখ, মানাকিতে ভাসিল শ্রীমতী। তাজি
আভরণ মণি, ভুতলে পড়িল ধনী, ভাব দেখি ভাবেন ক্রিষ্টক
ঠেকিলেন দয় মা, মনেতে হইল ভয়, শ্রীমতীর পূর্ব মান
সরি। শ্রীভূগা প্রব'দ গান, স্বরার যুচবে মাস, শিশু রাসে
দেহ পদভরি।

অথ শ্রীমতীর মান ভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা।

পয়ার। বেখিয়া রাধার মান রাগীকলোচন। মনেতে
ভাবেন তবে কি করি এখন। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে বসি যে দিন
যামিনী। এইরূপে হয়েছিল সে দিন যামিনী। কুঞ্জ হৈতে
আমারে রাধার করে দিল। বৃন্দা আদ সখী তাহে, কত
ধুকাইল। আসিও মাধব কত ধরিয়। চর। তথাপি হিল
ভক্ত সে মান তখন। পরে আনি নিজ মনে ভবিয়।

বিশেষ । অধিবন্ত সুন্দার লইয়া উপদেশ ॥ যোগী বেশ ধরে
তবে মান ভঙ্গ করি । পুনঃবুঝি সেই দশা ঘটালে কিশোরী
ধে ধরি দাক্ষিণ মান তাহা হইতে বাড়ি । হইবে কঠিন বড়
এই মান ছাড়ি ॥ তুলু কথা হেতু কত হৈছে অপমান । এত
দিন মুক্তা বনে না নিলাম স্থান ॥ আনিয়া অপূর্ণ মতি
অন্যে রে বিলাই অবস্থ করিতে মান পারে ইথে রাই ॥
অপরাধ দিতে নারি আছি অপরাধি । না পাই উপায়
এবে কি কপোতে সাধি ॥ পায়ের ধরে সাধিলে নহিবে সমা-
ধান । বরঞ্চ বাড়িতে পারে অধিকন্তু মান ॥ যেহয় আগ্রহে
দেখি স ধিরা কিঞ্চিৎ । পরেতে করিব তবে যে হয় উচিত
এত ভাবি রাখাকান্ত রাখা কাছে গিয়া ॥ সাধেন অনেক
মত বিনয় করিয়া ॥ তাহাতে রাখার আর বেড়ে গেল মান
নয়নের ভলে ভাসে কমল বরান ॥ কিছুতে না কন কথা
কেবল রোদন । আশ্রয় করিয়া কপালে আপন ॥
তাহা দেখে নরহরি ভাবেন অপার । কেমনে করিব ভঙ্গ এ
মান রাখর ॥ তবে ক্লম মনে মনে করিয়া চিার । কৌ-
শলে কখনে পারী শুন আরবার ॥ সাধিলাম বহু মত কণে-
না শুনিলে । নিতান্ত অমাকে যদি বর্জন করিলে ॥ তবে
আর কিবা ফল থাকিয়া এখানে । সুখে থাক মান লয়ে
যাই যথা স্থানে ॥ এত বলি রাখাকান্ত ছাড়ি সিংহাসন । কু-
ঞ্জের ছায়ে গিয়া বলিলা তখন ॥ ত্রিাদিত ভাবেতে বসিয়া
নারায়ণ । আপনার করকোষ্ঠি করেন দর্শন ॥ ককালে কর
হরি হেরিয়া আপন । হৃদয়ে ডাকিয়া কিছু কহেন বচন ॥
উপলক্ষ মান হৃদ । শুনান রাখার । দ্বিজ কহে শিশু যেন
রাখা কুব পাৱ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ হলে ত্রিরাখার মান ভঞ্জন করেন ।

লঘু ত্রিরাখা । তবে হল করি কহেন শ্রীহরি, লক্ষ করি
সখানন্দে । শুন মহচরী অমূল্য হেণী, করকোষ্ঠি দর্শনে ।
উত্তম নবম, দশায়ে দশম, ঘটন জ্যোতি মাসে । এ দশার
গুণ, রাই সখী শুন, খন মান আন নাশে । প্রথমে বিষ্ণু

শ্রেম পরিচ্ছেদ, নারী করে অপমান । দশম দশাব, বহু
দোষ আর, শেষেতে নাশয়ে প্রাণ ॥ আসি সেই দশা, ঘটিল
সহসা, কর চক্ষে এই ঘেরি ॥ বজ্রনী প্রভাতে, নরীব নিশ্চিতে
একনে জানিহু সখী ॥ যখন এ বাণী, কন চক্রপাণি, সম্মো-
খিয়া সখীগণে । শুনিয়া কিশোরী, উঠিল ত্রিহরি, অস্থির
হইয়া মনে ॥ কৃষ্ণ অমঙ্গল, অসণে বিকল, চক্ষে শোক জন
ঝরে । দুই গেল মান, হয়ে ত্রিমান, উঠে অতি দ্রুততরে
ধাইয়া আসিয়া, ত্রিক্ষণে চাহিয়া, কহেন মধুর স্বরে । আমি
জানি কর, দেখিতে সুন্দর, দেখি দেখি নটবরে ॥ এতেক
বলিয়া, কাতরা হইয়া, ধরিল কক্ষের কর । দেখি সখীগণ,
হাসিয়ে তখন, হিজ কহে তদন্তর ।

অথ মান ভঞ্জনান্তে বৃন্দা ত্রিবাধাকে বুকান ।

পয়ার । তবে প্যারী কৃষ্ণ কর করিয়া ধারণ । একে একে
কর চিহ্ন করেন দর্শন ॥ সর্ব সুমঙ্গল আছে অমঙ্গল নাই ।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হইলেন রাই ॥ বুঝিলেন মান ভঙ্গ করি
বার ছল । করিল চাতুরী হরি মিছা অমঙ্গল ॥ এত ভাবি
বিধুমুখী অধোমুখী হইল । হাসিয়া বলেন তবে প্রভু দরাময়
কহ প্রিয়ে কি দেখিলে কহ বিশেষিয়া । কি কারণে হেট
মুখে রহিলা বলিয়া ॥ রাই কন কে বুঝিবে চাতুরী তোমার
মিছা ছলে মানভঙ্গ করিলে আমার ॥ অমঙ্গল কিছু নাই
সকল মঙ্গল । শঠ শিরোমণি তুমি জান কত ছল ॥ কার
নাথ্য তব চক্র বুঝবারে পারে । বখা-মান করি মান হারা-
বার তরে ॥ এত বলি রাধা সতী নিরব হইলা । হাসি বৃন্দা-
সখী তবে কহিতে লাগিলা ॥ কি কারণে রাধে আর হও
ত্রিমান । আপনি হারালে তুমি আপনার মান ॥ কহ দেখি
মকলিনী কেনে ভুলিলে । ত্রিক্ষণে অমঙ্গল কি ভাবে
বুঝিলে ॥ অগতের কর্তা যেই জগৎ কুশল । তার কি কখন
প্যারী আছে অমঙ্গল । কক্ষের মরণ কথা করিলে বিশ্বাস
কোথা মৃত্যু মৃত্যুপতি হয় যার নাম ॥ যার নামে মৃত্যু হরে
জগতের জন । কিবশে বুঝিলে তুমি তাহার মরণ ॥ যে
হোক সে হোক আর নামে কার্য্য নাই । ত্রিক্ষণে বাস ভাগে

বৈস ওগো রাই । এতবলি শ্রীমতীর হাতেতে ধরিয়া । বন-
ইলা শ্রীকৃষ্ণর বাসেতে লইয়া ॥ ত্রিজ কহে হরি হরি বল
সর্বজন । মানভঞ্জন কথা এবে হৈল সমাপন ॥

অথ রাধা কৃষ্ণের মুক্তাবনে গমন ।

দীর্ঘ ত্রিপদী। তবে হরি রাধা মনে, বসিলেন একাসনে দূরে
গেল উভয়ের চুঃখ । সখীগণ সর্বজন, সেবা করে একমনে,
অধিকন্তু বাড়ে তাহে সুখ ॥ পরে শুন বিবরণ, তদন্তরে
নারায়ণ, পুনঃ সেই মুক্তাবন স্মরি । কারে কিছু না বলিয়া,
মনেই বিচারিয়া, উঠিলেন রাধা হস্তে ধরি ॥ সঙ্গে সহচরী
গণ, জনন করিয়া বন, ক্রমেই গেল মুক্তাবনে । তাহা দেখি
রাধা সতী, অধিবলু মানবতী, হরি তাহা জানিলেন মনে ॥
রাধার ধরিয়া হাতে, তুষিয়া অনেক তাতে, মান তার করিয়া
ভঞ্জন । মুক্তাময় অলঙ্কার, মুক্তার মাথিয়া হার, শ্রীমতীরে
পরান তখন ॥ যত সহচরীগণে, মুক্তময় আভরণে, সাজা-
ইয়া দিয়া সেইরূপে । আপনি সাজিয়া রঞ্জে, রাধারে লইয়া
সঙ্গে, বসিলেন রত্ন সিংহাসনে ॥ মরি কি যুগল রূপ, ত্রিভু-
বনে অনুরূপ, কিবা রূপ অতি মনোহর । যে রূপ দেখিতে
মবে, মহানন্দে মহোৎসবে, মুক্তাবন উঠিল অমর ॥ শ্রীহর্ষ
প্রসাদ বলে, রাধাকৃষ্ণ পদতলে, অধিনেরে দেহ এই বর ।
শিশু মম হরেকৃষ্ণ, চাহিয়া করুণা দৃষ্টে, কুশলে রাখহ
নিরন্তর ॥

অথ গৌর মুখ ঘনির পু : প্রস্ন ।

পর্যায় । এত শুনি ঘনিগণ হয়ে জড়মন । ব্যাসের নিকটে
কিছু করজোড়ে কন ॥ মুক্তামর্ত্যাবলী কথা অমৃত সমান ।
শ্রবণে শ্রবণ স্পৃহা নহে সমাধান ॥ অন্তএব করি প্রস্ন
এক নিবেদন । অনুগ্রহ করি কর সন্দেহ ভঞ্জন ॥ জটিল
কুটিল দুই মতী কি অমতী । কি কারণে পাইলেক এতক
দুর্গতি ॥ কোন হেতু পরীক্ষায় দুঃখে ঠকিল । কেন সেতু
ছাড়ি কেন অলেতে পড়িল ॥ লোক মাঝে অপমান সম
নাহি তাপ । এ তাপ পাইল দৌড়ে করি কোন পাপ ॥

বাস কর মুনিগণ গুন সে কারতী । তটিল কুটি সম ল
নাহি কেহ সতী ॥ সতীসাক্ষী বাল মনে বাজে অস্কার ।
সেই হেতু ডুফ করে জগৎ সংসার ॥ ত্রিভুবন মধ্যে নারী
আছে যত জন । সকলেরে যুগ করে বাধানে আপন ॥
এইমত নানা মত বাড়িল কুস্মিত । অগিলের পতি কৃষ্ণ
ভাবে উপপতি ॥ কৃষ্ণ পরিবাদ দিরা ব্রহ্মগণে । রক্ত
ভঞ্জে উপহাস করে প্রতিগণে ॥ অধিবন্ত রাধাকৃষ্ণ দেশ
অতিশয় । এই হেতু মহাপাপ জন্মিল হৃদয় ॥ পাপ হৈলে
পরিতাপ পয় মহাজন । বেদের বচন এই না যায় যখন ॥
দর্প আর দেশ জন্য জটিল কুটিল । মহাপাপ জন্ম তাপ
এতেক পাইল ॥ এত যদি কলিলেন বাস তপোধন । শুনিয়া
সন্তোষ হৈল যত মুনিগণ ॥ শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ কহে শ্রীকৃষ্ণ চরণে
শুরাও শিশুর আশা শুভু নিজ গুণে ।

অথ শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ বর্ণন ।

চৌপদী । কি সভা সুন্দর, কিশোরী কিশোর, সিংহা-
সনোপর, বসিল যোগে । দাঁখি স্বাক্ষর, চাকু সহচরী,
চামরাদি ধরি, সগা নিয়োগে ॥ রূপ মনোহর, শ্যাম কলে-
বর, নব জলধর, চাতক লোভা । শ্রীমতীবরণ, তাহে সুগঠন,
জীমুতে যেমন, বিজুলি শোভা ॥ শ্যাম শিরোপরে, শিখি
পুচ্ছ ধরে, কত শোভ করে, তার ছটায় । রাধাশিরে বেণী,
যেন বাল ফলি, কুণ্ডলনী মণি, ভূষিতা তায় ॥ সুন্দর সি-
ন্দুর অঙ্কন ইন্দুর, কপালে বিন্দু । কলক ভরে । কিশোর
কপাটলা, করিয়াছে আলো, শ্রম ভালে ভাল, ত্রিলোক
ধরে । শ্রীমুখমণ্ডল, উপর উজ্জল, রক্ত উৎপল, জিমিয়া ছটা
নয়ন যুগল, তাহে সুপ্রবল, সম শত দল, প্রফুল্ল ঘটা ।
অযুগ সম ন, কামের রূপাণ, কটাক্ষে সে বাণ, যোজন প্রায়
যেন ফুল ধর, ধরিয়া অতনু, দৌড়ে দৌড়া তনু, হানিছে
তায় ॥ সুধানয় ভাগ, অধরে সুহাস, তমো করে নাশ, তড়িত
জিনি । মুক্তাময় হার, নানা অলঙ্কার, অঙ্গেতে দৌহার ভূষিত
মণি । পরিধান বাসে, শ্রীশ্রীনিবাসে, পীতবাসে সুন্দর সাজে
কিবা সে সুন্দর, কটিতে বুল্লুর, সমুর সুপুর, পদে বিরাজ ॥

পাদিপদ্মকল, দৌহার প্রবল, সুমুক্ত উৎপল, উজ্জল প্রায় ।
 মরি কি সুবক, হেরিয়ে সে বক, তব মনোভক গুণেরে তার
 মুক্তাবন মাঝে, একপে বিরাজে, দেবীদের সাজে, দেবতা হবে
 বিধি আদি ভব, বক্রণ বাসব, সঞ্জে যত দেব আইল তবে ॥
 আগি মুক্তাবন, বিধাতা তখন, । হেরিয়া ররণ, নয়ন ভরি ।
 সহ সুবগণে, তুলনী চন্দনে, অতি সযতনে, পূজন করি। পুজা
 সম পিয়ে, কুতাঞ্জলি হৈয়ে, স্তবন করিয়ে, কহিল কত । রা-
 ধাকৃষ্ণ তয়, হইয়া নয়ন, দেন ভবাভয়, মন বাঞ্ছিত ॥ ব্যাস
 দেব কন, শুন মৃনীগণ, হৈল মুক্তাবন, বিহার স্থান । পুনঃ
 ইচ্ছাময়, ইচ্ছা যবে হয়, সহ গমীচর, তথায় যান ॥ নিধু
 আদি বন, নিকুঞ্জ কানন, বিরহের স্থান কৃষ্ণের যত । তা-
 হাতে প্রধান, হইল গগন, স্থান মুক্তাবন, মনের মত ॥ বিস্ত
 যবে হরি, গেলা মধুপুরী, সে বন সংহারি, করিলা বন ।
 এতেক বচন, শুনিয়া তখন, যত ঋষিগণ, সন্তোষ মন ॥ এই
 অগ্রসার, মুক্তির আধার, যে শুনে তাহার, কলশ নাশে । ধন
 পুত্র জয়, ইহকালে হয়, অন্তে নিবসয়, বিষ্ণুর বাসে ॥ যদি
 কোনজন, বধির কারণ, করিতে শ্রবণ, অশক্ত হয় । করিয়া
 বচন, গৃহেতে স্থাপন, করিলে সে জন, পতি পায় ॥ বক্রা
 আদি নারী, দৃঢ়ভক্ত করি, তিন পক্ষ ধরি, শ্রবণ করে । পুত্র
 বতী হয়, সৌভাগ্য উদয়, হারা পতি পায়, হরির বরে ॥
 ঐতুর্গাপ্রসাদে, মনের আহ্লাদে, রাধাকৃষ্ণ পদে, যাচরে
 গরি । দিয়া পদতরী, হইয়া কাণ্ডারী, তবঘোর বারি, করহ
 পরি ॥ তব কৃপা বলে, শমনের দলে, যাই আমি চলে, তো-
 মার বাস । শিশুগ্রাম দাসে, চির সুখে বাসে, রাধিবা উল্লাসে
 পুরাও আশ ॥

অথ গ্রন্থকারে পরিচয় ।

কলিকাতা হাজিরা বিদিত সংসার । পরগণে মেমনা
দক্ষিণে তাহার ॥ রামচন্দ্রপুর নামে গ্রাম সুবিখ্যাত ।
পশ্চিম বাহিনী পূর্ব অংশে অদূরত । সেই গ্রামে নিবসতি
বহুদিন হয় । শ্রীরাম শঙ্কর বাচস্পতি মহাশয় ॥ সর্বশাস্ত্রে
সুপারগ সুপণ্ডিত জতি । শ্রীচূর্ণপ্রসাদ দ্বিজ তাহার সন্ততি
যক্ষশাস্ত্র ব্যবসায় করি অকপটে । পুরাণ প্রসঙ্গ করেন
ভক্তেব নিকটে ॥ সংস্কৃত বুদ্ধিতে সকলে হয় ভার । এই
চেতু নিজমনে করিয়া বিচার ॥ বহুবিধ কুখসহ মত্তনা করিয়া
সংসার জগতের হিতের লাগিয়া ॥ মুক্তাশতাবলী ভাষা
করিল রচন । অনায়াসে বুঝতে পারিবে সর্বজন ॥ পণ্ডি-
তের বোধ হেতু কোন স্থান । যত্ন করি লিখিয়াছি মুণ্ডের
প্রমাণ ॥ নিম্নভাগে ভাষা তার আছে বিস্তার । হৃদে হয়ে
ধেবিরেন যে বাসনা যার ॥ এই ভিক্ষা চাহি গুণগণ মঙ্গ-
লানে । রচনে যদিও দোষ থাকে কোন স্থানে ॥ সে দোষ
ভ্যজিয়া কর গুণে গ্রহণ । হংসসম নীর ত্যজি ক্ষীরের ভক্ষণ
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মে অদ্বৈত প্রণাম । কটাক করিয়া পূর্ণ কর
মনকাম ॥ শিশুরাম হংসকৃষ্ণ শ্যামা চরণে রে । নিরাপদ
করিয়া রাখহ নিরন্তরে ॥ শ্রীচূর্ণপ্রসাদ বাঞ্ছে শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥
হরি হরি বল সবে গ্রন্থ সমাপন ॥

সমাপ্তঃ ।



কলিকাতা চিৎপুর রোড প্রিন্টিং প্রেসে প্রস্তুতকৃত । ১৭ নম্বর ভবনে
প্রিন্টিং প্রেসে প্রিন্টিং প্রেসে প্রস্তুতকৃত । ১৭ নম্বর ভবনে

